ওয়েস্টার্ন

গানম্যান

আবু মাহ্দী

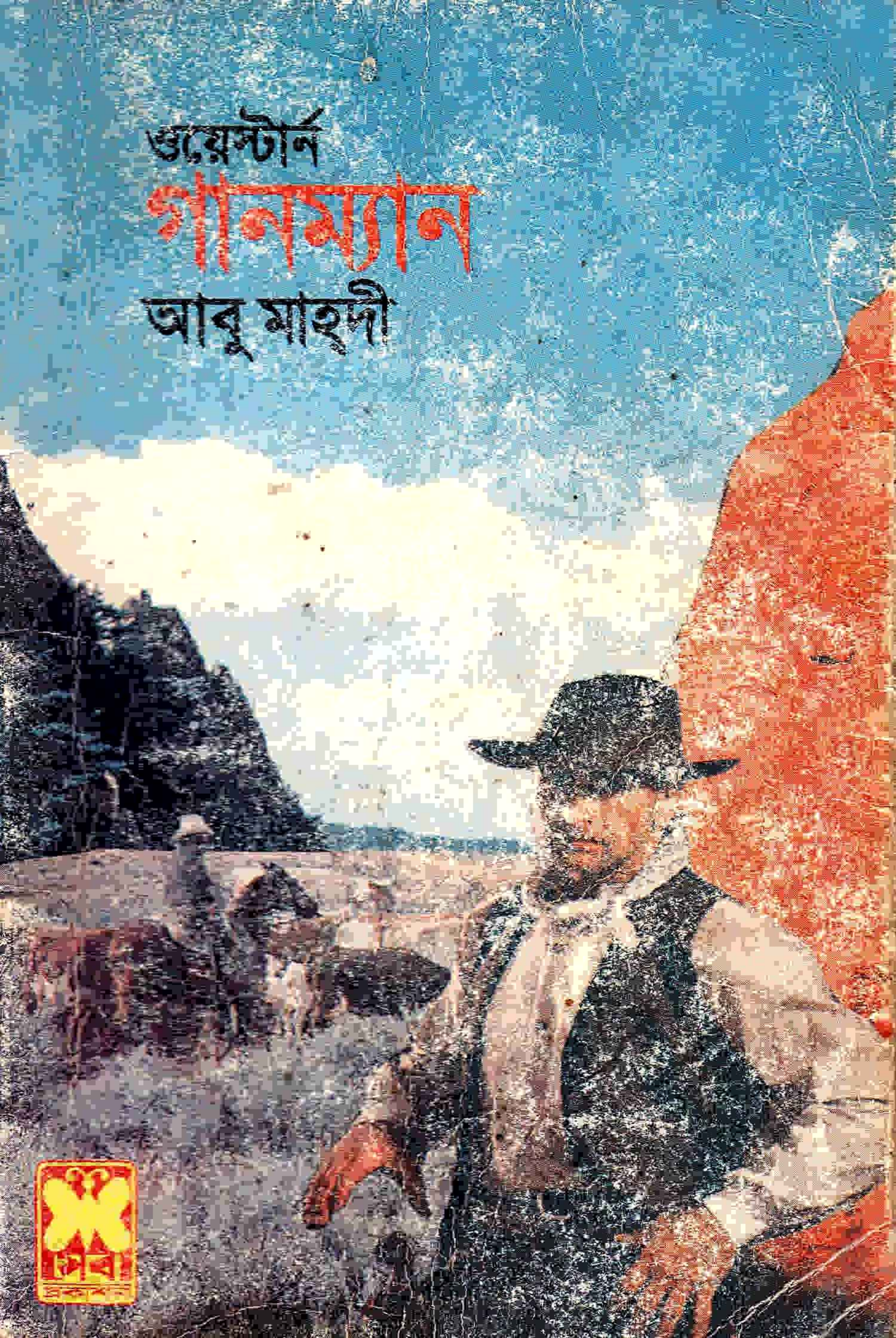

Ayan Chatterjee
Digitally signed by Ayan Chatterjee
DN: cn=Ayan Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.10.29 08:02:07 +06'00'

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান।
খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর।
বজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর।
প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক।
ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি।
মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ।
মাসুদ আনোয়ার: আশ্রয়, জ্বালা। **আবু মাহ্দী:** পাঙ্কার।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

www.boiRboi.blogspot.com

এক

বার্বার শপ থেকে বেরিয়ে প্ল্যাঙ্কওয়াকে এসে দাঁড়াল যুবক। সাতাশ-আটাশ হবে বয়স। ক্লীন শেভড্। মুখে বে রামের সুগন্ধ। হটবাথের ফলে শরীরের সব আড়ষ্টতা দূর হয়ে গেছে, শরীর মন দুটোই ঝরঝরে লাগছে তার। একটা সিগারেট ধরিয়ে সান ডাস্টের রাতের ব্যস্ততা লক্ষ করছে। অন্যমনস্ক।

ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দে বাঁ দিকে ঘুরে তাকাল সে। অন্ধকারে আবছামত এক রাইডারকে দেখল, বেলা ইউনিয়নের সামনে ঘোড়ার গতি কমিয়ে জানালা লক্ষ্য করে কি যেন একটা ছুঁড়ে দিল, ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল জিনিসটা, পরমুহূর্তে স্পার দাবিয়ে তার সামনে দিয়ে ছুটে গেল রাইডার। জানালা দিয়ে আসা আলোয় পলকের জন্যে চেহারা দেখেই চিনে ফেলল তাকে যুবক। জন শেফার্ডের মেয়ে ওটা, ন্যান্সি। সান ডাস্ট আসার পথে তার সাথে দেখা হয়েছে যুবকের। শেফার্ডের অনুরোধে তার মেয়েদের জন্যে একটা নোট বয়ে এনেছে সে, ওটা পৌঁছে দিতে লাইমস্টোন হাউসে গিয়ে দেখেছে একে।

বিস্মিত যুবক প্ল্যাঙ্কওয়াক থেকে নেমে পড়ল। রাস্তা পেরিয়ে বেসিন হাউস হোটেলে ঢুকল। লবিতে কয়েকজন লোক অলস সময় কাটাচ্ছে। কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়াল সে। মাঝবয়সী, পুরু কাঁচের চশমা চোখে দেয়া ডেস্ক ক্লার্ক ওপাশ থেকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল।

'বেন কুইন্সিকে খুঁজছি আমি,' বলল যুবক।
'কোত্থেকে এসেছ তুমি, পরিচয়?'
'টেক্সাস থেকে আসছি, নাম ডিক ফ্যারেল।'
'দোতলায় আছে সে। করিডর ধরে ডানদিকে, উনিশ নম্বর রুম।'

নির্দিষ্ট দরজায় টোকা দিতে ভরাট গলায় ভেতর থেকে জবাব এল, 'কাম ইন।' রুমে ঢুকল টেক্সান। তাকে দেখে চেয়ারে বসা কুইন্সির ভুরু কুঁচকে উঠল। চেনার চেষ্টা করছে। পঁয়ত্রিশের মত বয়স লোকটার। চওড়া কাঁধ। প্রশস্ত কপালের নিচে সতর্ক একজোড়া চোখ। ছোট কিন্তু খাড়া নাক। ঝুলন্ত গোঁপের নিচে পুরু ঠোঁট। চৌকো চোয়াল।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। দুই পা এগিয়ে এল। 'ফ্যারেল না? তাই তো! কি আশ্চর্য! আমি তো তোমার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। কখন এলে?'

'এই তো, ঘণ্টা দু'য়েক আগে,' বলল আগন্তুক। 'তোমার চিঠি পেয়েই রওনা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নানা ঝামেলায় দেরি হয়ে গেল।'

দাঁত সবকটা বেরিয়ে পড়ল কুইন্সির। একহাতে তার হাত ধরল সে, অন্যহাত রাখল কাঁধের ওপর। 'বাহ্! আগের থেকে বেশ তাগড়া হয়েছ তুমি, ফ্যারেল! এসো এসো, বোসো!' পাশের চেয়ারে তাকে বসিয়ে নিজেও বসল সে।

টেবিলের ওপর রাখা একটা নোটবুক পকেটে পোরার ফাঁকে বলল, 'দেরি হলেও একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছেছ তুমি, ফ্যারেল।'
'কি রকম?'
'বলব। আগে চলো খাওয়াটা শেষ করে আসি।'

দরজায় আবার টোকা পড়ল। এবারে নিজেই উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল কুইন্সি। কেউ একজন ভেতরে ঢুকতে চট্ করে ছিট্‌কিনি

www.boiRboi.blogspot.com

আটকে দিল। ঘরের ভেতর অপরিচিত একজনকে দেখে ঢোক গিলতে শুরু করল মাঝারি গড়নের আগন্তুক। চওড়া হাতের পাঞ্জা তার। পরনে বাতিল ফ্যাশনের ফ্রক টাইপ কোট ও ফ্লো টাই। সরু নাকের দুইপাশে প্রায় সেঁটে থাকা চোখের রঙ পানিতে গোলানো নীলের মত। হলদেটে মুখের ওপর লাল, পুরু ঠোঁট সামনের দিকে বেরিয়ে থাকায় চেহারা বেঢপ লাগে দেখতে। মাথায় চওড়া কার্নিসের স্টেটসন। তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ঘাড়ের ওপর ঝুলছে কয়েকগাছি চুল। ভুঁড়ির সাথে একটা কালো ভ্যালাইস চেপে ধরে রেখেছে সে।

মুচকে হেসে বলল কুইন্সি, 'ডিক, এ হচ্ছে প্যাট্রিক প্যাটারসন। রিজার্ভেশনের ওপাশের উতে ইন্ডিয়ানদের সরকারী এজেন্ট।'

টেক্সান হাত বাড়িয়ে দিতে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ধরল প্যাটারসন, চোখে প্রশ্ন নিয়ে কুইন্সির দিকে তাকাল।

'এ আমার পার্টনার, ডিক ফ্যারেল,' বলল কুইন্সি।

'পার্টনার?' আঁতকে উঠল এজেন্ট। 'তোমার পার্টনার আছে, সে কথা আগে তো বলোনি কখনও!'

'এখন বলছি।'

বিভ্রান্ত চেহারা হলো লোকটার। 'একে এই ব্যাপারে কেন প্রয়োজন, বুঝিয়ে বলো তো!'

'তোমার টাকার ভাগে টান পড়বে কি না জানতে চাইছ তো?' শুকনো গলায় বলল কুইন্সি, 'সে ভয় নেই। ওকে আমি ভাগ দেব আমার অংশ থেকে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।'

এজেন্টের বুকের ভার নেমে গেল। টেবিলের ওপর ভ্যালাইসটা রাখল সে। 'এর ভেতরে…মানে, যা নিয়ে আলাপ করেছি আমরা সেদিন, ঠিক ঠিক মতই আছে সব।'

'সোনার ঈগল ঠিকই থাকবে। কথা হচ্ছে অঙ্ক নিয়ে,' শুকনো গলায় বলল কুইন্সি। 'তোমাকে তো বলেছি, ফ্যারেল আমার

পার্টনার। কাজেই ওরও সব জানা চাই।'

আবার যেন দ্বিধায় পড়ে গেল প্যাটারসন। ফ্যারেল একটা চেয়ার এগিয়ে দিতে ঘাড় নাড়ল, 'নাহ্, আর বসব না। আমি বরং যাই এখন।'

'ভয় পেলে নাকি?' ঠাট্টার সুরে বলল কুইন্সি।

লাল হয়ে উঠল লোকটার মুখ। 'আমি সতর্ক থাকতে চাই, কুইন্সি। কেউ আমাদের একসাথে দেখে ফেললে পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে।'

'বেশি ভাবছ তুমি। সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আরামসে দিন কাটাও, বাকিটা আমি দেখব। ফ্যারেল যখন এসে পড়েছে, আর কোন অসুবিধা হবে না।'

'খুব ভাল কথা। আমি তোমার সাফল্যের খবর শোনার অপেক্ষায় থাকব।'

'অবশ্যই!' হাত বাড়িয়ে দিল বেন, প্যাটারসন সেটা জোরের সাথে ঝাঁকিয়ে দিল।

'গুডলাক,' দরজায় দাঁড়িয়ে বলল এজেন্ট। 'আর কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানাতে দেরি কোরো না।' মাথা বাড়িয়ে করিডরের এমাথা ওমাথা দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

চেহারা বিকৃত করে ফ্যারেলের দিকে ফিরল কুইন্সি। 'এ হচ্ছে আমাদের ব্যবসার পুঁজির জোগানদার। শালা দোআঁশলা।' ভ্যালাইসের ওজন পরীক্ষা করে দেখল সে। 'এই হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল।'

বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল টেক্সান। কুইন্সি হেসে উঠল। 'বোসো, তোমাকে পুরোটা শোনাই।'

সিগারেট রোল করে ধরাল দু'জনে। আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ল কুইন্সি, ভ্যালাইসটা দেখিয়ে বলল, 'এটার মধ্যে দশ হাজার ডলার আছে। জন শেফার্ডের আড়াই হাজার টেক্সাস বীফ কিনব আমি এ

www.boiRboi.blogspot.com

টাকা দিয়ে,' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল সে। চোখ মটকে বলল, 'চার ডলার প্রতিটা। খুব সস্তা, তাই না?'

'অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ফ্যারেল, 'কিভাবে সম্ভব করলে এমন অসম্ভব কাজ?'

'এখনও করিনি,' চেয়ারে এক পা তুলে দিয়ে কপালের ওপর ঝুঁকে আসা হ্যাট পেছনে ঠেলে দিল কুইন্সি। 'করতে যাচ্ছি।'

'কিন্তু কই, কাল রাতে গরু বিক্রির ব্যাপারে কিছু বলেনি তো আমাকে শেফার্ড!' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল ফ্যারেল।

'জন শেফার্ড! তার সাথে দেখা হয়েছে তোমার?' অবিশ্বাসের সাথে বলল কুইন্সি। 'ওই ধাড়িটার সাথেই তো যুদ্ধ আমার।'

'তাই নাকি?' বিস্মিত হলো যুবক। 'জানতাম না তো! অবশ্য আমার জানার কথাও নয়।'

'কোথায় দেখা হলো ওর সাথে, কি কি কথাবার্তা হলো?' কিছুটা অসহিষ্ণু গলায় বলল সে।

'তোমার চিঠির পরামর্শ অনুযায়ী যতটা সম্ভব মানুষের নজর এড়িয়ে আসছিলাম। প্রথম তিনদিন ওয়াগন ট্রেইল ধরে এগিয়েছি, তারপর ফরেস্টে ঢুকে পড়ি। গতরাতে হঠাৎ ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে পড়ে গেলাম। একে অচেনা পথ, সেই সাথে অন্ধকারে ভারী তুষার বর্ষণ, বরফগলা পানির ওপর গরুর পায়ের চাপে হাঁটু সমান কাদা, এগোতেই পারছিলাম না।

'বাধ্য হয়ে ওর মধ্যেই কোনরকমে ক্যাম্প তৈরি করে আগুন জ্বেলে মাত্র বসেছি, অমনি কোত্থেকে একপাল গরু এসে মাড়িয়ে সব লণ্ড ভণ্ড করে দিল। কোনমতে গাছে চড়ে নিজের জান বাঁচালাম কিন্তু ক্যাম্পটা গেল ধ্বংস হয়ে। এমনকি গরুর পালের সাথে আমার ঘোড়াটাও উধাও হয়ে গেল।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড শীতে কাঁপছি আর কি করব ভাবছি, এমন সময়ে এক নাইট হার্ডার এসে হাজির। অবস্থা দেখে আমাকে

কিছুটা দূরে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। সেখানেই জন শেফার্ডের সাথে পরিচয়। নাইট হার্ডারের কাছে সব শুনে আমাকে ক্যাম্পে আশ্রয় দিল লোকটা। আমার ঘোড়া খুঁজে দিল। রাতে তেমন আর কথা হয়নি।

'সকালে ব্রেকফাস্টের সময় লোকটা আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি সান ডাস্টেই থাকব না চলে যাব।'

'কি বললে, তুমি?' বলল উৎসুক কুইন্সি।

'বললাম, চলে যাব। তখন সে আমাকে তার ওখানে চাকরির অফার দিল। বলল, তার লোকের প্রয়োজন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার সমস্ত গরু ম্যাসাকার বেসিনে নিয়ে যেতে হবে। উতে এজেন্ট নাকি হঠাৎ তার গরু কেনার পুরনো বাৎসরিক চুক্তি বাতিল করে পয়লা নভেম্বরের মধ্যেই রিজার্ভেশন ফরেস্ট থেকে সব গরু বের করে নেবার নির্দেশ দিয়েছে।'

'নইলে ক্যাভালরি এসে যে তার গরু সীজ করবে, সেসব কিছু বলেনি?'

'নাহ্। তেমন কিছু বলেনি তো!'

'তারপর?'

'আমি চলে আসছি শুনে সে আমাকে তার মেয়েদের কাছে একটা চিঠি পৌঁছে দিতে অনুরোধ করল। বলল, সান ডাস্টের পথে নদী পার হলেই তার র‍্যাঞ্চ হাউস। আমি রাজি হলাম। রওনা হবার আগে আবার চাকরির কথা পাড়ল জন শেফার্ড। বলল, যদি সান ডাস্টে থাকা হয়, তাহলে তার প্রস্তাবটা যেন ভেবে দেখি। টাকা পয়সার কোন অসুবিধা হবে না।

'কথা না বাড়িয়ে চলে আসি আমি। ম্যাসাকার নদীতে নেমে যেই নদী পার হতে শুরু করেছি, অমনি কে যেন লাইমস্টোন হাউসের দিক থেকে গুলি চালিয়ে বসল।'

'বলো কি! কে সে?'

'প্রথমে কিছু বলিনি আমি, কিন্তু তিন নম্বর বুলেটটা যখন আমার একহাতের মধ্যে পানিতে পড়ল, তখন আর সহ্য হলো না, পাল্টা গুলি চালিয়ে বসলাম। অবশ্য কারও গায়ে লাগাতে নয়, শুধু হুঁশিয়ার করার জন্যে। তিনবার গুলি চালালাম। পরে দেখি এক মেয়ে সে। আর কি আশ্চর্য! যখন শেফার্ডের নোট পৌঁছে দিতে লাইমস্টোন হাউসে পৌঁছলাম, দেখি সেই মেয়েটিই রাইফেল নিয়ে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকাল কুইন্সি। 'ও অ্যানি, শেফার্ডের ছোট মেয়ে।'

'জনের গরু সীজ করার ব্যাপারটা কি?' প্রশ্ন করল ডিক ফ্যারেল।

এতক্ষণে আবার স্বাভাবিক হলো কুইন্সি। বিজ্ঞের হাসি দিয়ে বলল, 'ওটাই আসল ব্যাপার। অনেক মাথা খাটিয়ে বুদ্ধিটা বের করতে হয়েছে।'

'বুঝলাম না,' চোখ কুঁচকে কুইন্সিকে দেখল টেক্সান।

'বলছি। এখানে আসার পর ম্যাসাকার বেসিনে এক হোমস্টিডারের কিছু জমি কিনেছি আমি। ধীরে ধীরে নেস্টারদের ঐক্যবদ্ধ করেছি। এখন আমিই ওদের নেতা। শেফার্ড যদি তার হাজার হাজার গরু নদী পার করে বেসিনে নিয়ে আসে, তাহলে সামনের শীতে ওদের পশুগুলো ঘাসের অভাবে মারা পড়বে। কথাটা ওদের মাথায় আমি এমনভাবে ঢুকিয়েছি যে শেফার্ডকে ঠেকাতে নেস্টাররা এখন খুনোখুনি করতেও পিছপা হবে না। ভেড়াগুলো বুঝতেই পারছে না আসলে ওরা আমার লড়াই লড়ছে।

'নেস্টাররা যদি তাকে বাধা দেবার কাজে সফল হয়, তাহলে শেফার্ডের গরু চরানোর জায়গা থাকবে না। আর এ মওসুমে এত গরু দূরে কোথাও নিয়ে বিক্রির চিন্তা করাও বোকামি। তারওপর প্যাটারসনের অনুরোধে ফোর্ট লিগেট থেকে পয়লা নভেম্বর

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যাভালরি এসে তার সমস্ত গরু সীজ করে নেবার হুমকি দিয়েছে। এক্ষেত্রে শেফার্ডের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ কোনটা হবে?'

'কোনমতে গরুগুলোকে এদিকেই বিক্রি করার চেষ্টা করা।'

'ঠিক,' সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল কুইন্সি। 'এবং এত গরু কেনার সামর্থ্য একমাত্র আমারই আছে। দাম কম পাবে যদিও। কিন্তু আর্মি সীজ করে নিয়ে গেলে দেন দরবার করে টাকা ছাড় করাতে কম করেও একযুগ লেগে যাবে, ফকির হয়ে যাবে ততদিনে জন শেফার্ড। কাজেই আমি যা দেব সেটাই হবে তার বেশি পাওয়া।

'গরুগুলো হাতে এলে শেফার্ডের সাথে সরকারের যে চুক্তি ছিল; প্রতিটা চল্লিশ ডলার, সেই দামেই এজেন্টের কাছে বেচব আমি। প্যাটারসন নিজের জন্যে চল্লিশ হাজার রেখে বাকি ষাট হাজার আমাকে দেবে। পুরো এক লাখ ডলারই ব্যাংকে জমা আছে। তার থেকে অগ্রিম হিসাবে এই দশ হাজার দিয়ে গেল এজেন্ট।

'তাহলে গরুর জন্যে জন শেফার্ডকে দশ হাজার দিলে আমার থাকছে পঞ্চাশ হাজার। সেখান থেকে তুমি পাবে কুড়ি হাজার। চিঠিতে যে অনেক টাকা কামাই হবে লিখেছিলাম, সেটা কি ভুল মনে হচ্ছে তোমার?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল কুইন্সি।

'সে না হয় বোঝা গেল, কিন্তু প্যাটারসনের অনুরোধে ক্যাভালরি কেন শেফার্ডের গরু সীজ করবে?' বলল ডিক ফ্যারেল।

'কারণ, শুধুমাত্র সরকারের কেনা গরু রিজার্ভ ফরেস্টে রাখার অনুমতি আছে। সাধারণের নেই। এ ব্যাপারে উতে এজেন্টই একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। বিনা অনুমতিতে ওখানে কেউ গরু চরালে এমন অনুরোধ সে করতে পারে। আর ইন্ডিয়ান এলাকায় সরকারী কাজে সাহায্য করা আর্মির কর্তব্য।'

'বুঝলাম।' কিছুক্ষণ চুপ রইল টেস্লান। 'টাকাটা পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে?'

'যুদ্ধ!' সোজা সাপ্টা জবাব দিল কুইন্সি। 'ভদ্রলোক হলেও জন

www.boiRboi.blogspot.com

শেফার্ড সময়মত বেঁকে বসতে পারে, তখন তাকে ঠেকাতে হবে।'

ভাবতে লাগল ফ্যারেল। এরকম নীতিবিবর্জিত কাজের পরিকল্পনা করা বেনের মত লোকেরই মানায়। শেফার্ডকে ব্ল্যাকমেইল করার নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা করেছে সে। বছর খানেক আগে রেড রিভারের কাছে কুইন্সির অধীনে থেকে পশুর কোয়ারেন্টাইন চালিয়েছে ফ্যারেল। কাজেই তাকে সে চেনে। ফন্দি ফিকিরে ভরা মাথাওয়ালা লোকটার প্রতি এক ধরনের সমীহ রয়েছে তার মনে। তাছাড়া টাকার অঙ্কটাও বিরাট। এত টাকা ফ্যারেল জীবনেও দেখেনি।

'কি বলো, রাজি?' ডান ভুরু তুলে প্রশ্ন করল বেন কুইন্সি।

'নয় কেন?' নিচুস্বরে বলল টেস্লান।

দুই

সন্তোষের হাসি হাসল কুইন্সি। ভ্যালাইসটা তুলে নিল। 'তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই নেস্টারদের ভাল করে চেনা। সেটা এখনই শুরু করা ভাল, অতএব এসো আমার সাথে।'

নিচের কাউন্টারে এসে নিজের জন্যে একটা রুম নিল ফ্যারেল। রেজিস্টারে সই করে কুইন্সির পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল। মেইন স্ট্রীট পার হয়ে বেলা ইউনিয়নে ঢুকল দুজনে। সান ডাস্টের সবচেয়ে বড় সেলুন এটা। অবশ্য এখন তেমন ভিড় নেই। কোনার দিকে একটা টেবিলে কয়েকজন পোকার খেলছে, আর জনাদুই-তিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

কুইন্সিকে দেখে খেলা বন্ধ করে একযোগে ঘুরে তাকাল খেলোয়াড়-দর্শক সবাই। ভ্যালাইসটা কাউন্টারের ওপর রেখে টেন্ডারকে বলল কুইন্সি, 'সেফে তালাবন্ধ করে রাখো এটা, বার্নি।'

টেন্ডার নিল ওটা। কুইন্সি পেছনের টেবিলের দিকে যাবার জন্যে ঘুরে পা বাড়াতেই বলল, 'একটু দাঁড়াও, বেন।' ঝুঁকে কাউন্টারের ভেতর থেকে কাগজ বাঁধা একখণ্ড পাথর বের করে আনল সে। কুইন্সির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার চিঠি। কেউ একজন জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে এটা। আমার কাঁচ ভেঙে ফেলেছে। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারিনি।'

কাগজটা খুলল কুইন্সি, আলোর সামনে ধরে পড়তে শুরু করল। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। টেবিলের দিকে ফিরে বলল, 'স্যাডল তৈরি করো সবাই। সুখবর আছে, আজ রাতেই শেফার্ড তার গরুর প্রথম পাল বেসিনে আনতে যাচ্ছে!' বলতে বলতে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে খেলা ছেড়ে সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় চোখ করে একবার কুইন্সিকে, একবার তার সাথের আগন্তুককে দেখছে।

'পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল কুইন্সি। 'আমার বন্ধু, ডিক ফ্যারেল। আমার চিঠি পেয়ে টেক্সাস থেকে...'

'এ যদি তোমার বন্ধু হয়, তাহলে লাইমস্টোন হাউসে কি করছিল? আমি নিজে একে দেখেছি ওখানে!' সামনে এগিয়ে এসে ঝাঁঝের সাথে বলল প্যাকাটি মার্কা জেমস কিঙ। ঝাঁকড়া চুলের কয়েকগাছি তার কপাল বেয়ে ঝুলে আছে। তীক্ষ্ণ চোখে ডিকের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

হেসে উঠল কুইন্সি। সবাইকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'ফ্যারেলের লাইমস্টোন হাউসে যাবার কথা আমি জানি। শেফার্ডের সাথে আমাদের সম্পর্কের কথা জানা নেই এর। আমার চিঠিতে সেসব কিছুই জানাইনি। আর শেফার্ডের আজ রাতের অভিযানের

www.boiRboi.blogspot.com

কথা আমি ভিন্নভাবে জেনেছি, ফ্যারেলের কাছ থেকে নয়।' হাতের কাগজটা বাড়িয়ে ধরল সে প্যাকাটির দিকে। 'হাতের লেখা আমার খুব পরিচিত। এই খবরের সত্য-মিথ্যে নিয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে পারি আমি।'

সবার হাতে হাতে ঘুরতে লাগল নোটটা। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ধরে অপেক্ষা করছে কুইন্সি। কিন্তু ফ্যারেল ভাবছে ভিন্ন কথা। তখনকার সেই রাইডার আর এই চিঠির মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে সে। ব্যাপারটা রীতিমত বিস্ময়কর লাগছে তার।

কাগজটা ফেরত নিয়ে বলল কুইন্সি, 'দেখেছ তো সবাই! এবার এসো কাজের আলোচনা করি।'

অন্ধকার থাকতে ঘুম ভেঙে গেল জন শেফার্ডের ছোট মেয়ে, অ্যানি শেফার্ডের। আজ ভাল ঘুম হয়নি। একটা র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে কিচেনে ঢুকে ল্যাম্প ধরাল সে, বড় চুলো জ্বেলে দিল। আগুন ধরে উঠতে ঠাণ্ডা কেটে গেল দ্রুত, উষ্ণ হয়ে উঠল ঘরটা। চুলোয় কফির পানি চাপাল অ্যানি।

নিজের রুমে ফেরার পথে বড়বোন ন্যান্সির দরজার সামনে থামল। ওকে এখনই জাগাবে কি না ভাবল। এমনিতেই ও ঘুম থেকে ভোরে উঠতে চায় না, তার ওপর আজ ফিরেছেও অনেক রাতে, উঠবে কি না কে জানে! কিন্তু আজ বিশেষ দিন। আজ অন্তত ওঠা উচিত ওর। আজই প্রমাণ হয়ে যাবে নেস্টারদের বাধা এড়িয়ে লাইমস্টোন হাউসের গরু ম্যাসাকার নদীর এপারে আনা সম্ভব হবে কি না। অ্যানির জানা আছে, চিমনিরকের কাছাকাছি রিপল ফোর্ড দিয়ে গরু পার করার চেষ্টা চালাবে আজ বাবা। ন্যান্সিও জানে।

দরজা খুলে ন্যান্সির বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল অ্যানি। বোনের কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল। বিরক্ত হয়ে ঝাঁকি দিয়ে

হাতটা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল ও, কম্বল মুড়ি দিয়ে আরও গুটিসুটি মেরে শুলো।

'উঠে পড়ো, রেড।'

চোখ মেলেই আবার বুজে ফেলল ন্যান্সি। ওর পাশে বসল অ্যানি। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'বাবা নদী পার হতে পারল কি পারল না, জানতে চাও না তুমি?'

চট্ করে উঠে বসল ন্যান্সি। চোখ বড় করে বলল, 'তাই তো! কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম!'

মৃদু হাসল ছোট বোন, 'তাহলে ঝটপট উঠে পড়ো।'

নিজের ঘরে ফিরে এল সে। লিভাইস জিনস আর শার্ট পরে নিল। আয়নার দিকে একবারও না তাকিয়ে মাথার ওপর বার কয়েক চিরুনি চালিয়ে কিচেনে চলে এল।

ঘুম জড়ানো চোখে ন্যান্সিও এল। ডিভাইডার স্কার্ট ও কার্ডোরি জ্যাকেট পরেছে সে। নীরবে নাস্তা সেরে বোনের দিকে তাকাল। 'তোমার মেজাজ কেমন?'

'ভাল।'

'চেহারা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ভুলতে পারোনি তুমি।'

'তোমার দিকে কেউ গুলি ছুঁড়লে তুমিও ভুলতে পারতে না,' শান্ত কণ্ঠে বলল অ্যানি।

'গুলি তো তুমিই আগে ছুঁড়েছ।' বলেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। 'আমি ভাবছি লোকটা কে হতে পারে?'

'হবে কোন ভবঘুরে রাইডার!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল মেয়েটি। 'এখানকার কেউ হলে অ্যানির দিকে গুলি ছোঁড়ার সাহস হত না।'

মুচকে হাসল ন্যান্সি। 'ওকে পছন্দ হয়নি তোমার, তাই না? লোকটা তোমার হাতে রাইফেল দেখেও পাত্তাই দিল না, কি

আশ্চর্য!'

অ্যানির দুই গালে রঙের আভাস ফুটল। ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করল ন্যান্সি। কুড়ি বছরের অ্যানি ওর দুই বছরের ছোট। ছোটবেলা থেকেই কেমন যেন কাঠখোট্টা গোছের মেয়ে ও। যথেষ্ট সুন্দরী। কিন্তু স্বভাবে যতটা না মেয়ে তার চেয়ে বেশি পুরুষ। নারীসুলভ সংবেদনশীলতা নেই ওর মধ্যে। এ পর্যন্ত অনেকেই ওর ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সাড়া পায়নি। আবেগ-ভালবাসা, এসব ও বোঝে কিনা, ন্যান্সির জন্যে সেটা এক বিরাট প্রশ্ন।

খানিকক্ষণ নতমুখে রইল অ্যানি। তারপর অন্যদিকে ফিরে বলল, 'আসলে খুব অপমান বোধ হয়েছিল আমার। লোকটার গায়ে লাগানোর কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। নতুন চেহারা, নদী পার হয়ে এদিকে আসছে দেখে বাজিয়ে দেখতে দুটো গুলি ছুঁড়েছিলাম, আর সে কি না সরাসরি আমাকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া শুরু করে দিল! আর একটু হলে একটা বুলেট তো আমাকে খোঁড়াই বানিয়ে দিয়ে ছিল প্রায়। দেখেছ, আমার জুতোটার কি হাল করেছে অভদ্র লোকটা? সম্পূর্ণ হীলটাই উড়িয়ে দিয়েছে! ভাগ্যিস বড় একটা পাথরের আড়াল পেয়েছি, তাই রক্ষে।'

ন্যান্সি শান্ত কণ্ঠে বলল, 'বাদ দাও ওসব। এসো, আরেক কাপ করে কফি খাই।'

'এক মিনিট।' বাইরে চলে এল অ্যানি। দাঁতের ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ শিস বাজাল। দূরে কোরালের দিক থেকে পাল্টা জবাব এল। চেঁচিয়ে বলল অ্যানি, 'স্যাডল রেডি করো, টেড। দুটোয়।' ফিরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি শেষ করল, তারপর দরজার আড়ালে ঝোলানো স্টেটসন মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে কোরালের দিকে হাঁটা ধরল।

ছোট বোনের ভাবভঙ্গি দেখে মৃদু হাসল ন্যান্সি। দ্রুত হাতে

www.boiRboi.blogspot.com

এঁটো থালা-বাটি পরিষ্কার করতে শুরু করল। কিচেনে এখন সে একা। কাজের ফাঁকে আপনমনে মাথা দোলাচ্ছে, হাসছে।

মনস্থির করে ফেলেছে ন্যান্সি। ঝামেলাটা শেষ হয়ে গেলে সে কুইন্সিকেই বিয়ে করবে। স্বামী, ছোট একটা র‍্যাঞ্চ আর একপাল গরু নিয়ে সুখের সংসার গড়বে। ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হলো। হাত কাঁপছে একটু একটু। আসন্ন লড়াইয়ে নিজের হবু স্বামীকেই সাহায্য করবে সে, তা যদি বাবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল হয়, হবে। তবুও পিছপা হবে না সে। পবিত্র বাইবেলে আছে, উত্তম নারী তার আপন পুরুষের বিশ্বস্ত সহচর হবে। বেন তার সেই আপন পুরুষ। কাজেই তাকে সাহায্য করতে বাধা কোথায় ওর?

কাজ শেষ করে কোরালের দিকে চলল মেয়েটি। দূর থেকে দেখল টেড ডেক্সটার দুটো ঘোড়ার লাগাম ধরে অ্যানির সাথে কি যেন বলছে। ওকে দেখে হ্যাট সামান্য ওপরে তুলল ডেক্সটার। 'মর্নিন', মিস্ ন্যান্সি।'

বছর ত্রিশেক বয়স হবে তার। রোগাটে একহারা গড়ন। লোকটাকে লাইমস্টোন হাউসের মানুষ আজও ভালমত চিনে উঠতে পারেনি। প্রায় বছর হতে চলল একে র‍্যাঞ্চের কাজে লাগিয়েছে ফোরম্যান কীন নর্টন। ঘোড়া দেখাশোনার কাজে খুবই দক্ষ সে। চেহারায় শিশুসুলভ সরলতা আছে। নরম সুরে, অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলে। ন্যান্সিকে ভালবাসে। যদিও প্রকাশ করে না, তবে বোঝা যায় আচরণ দেখলে।

টেড বলল, 'তোমার জন্যে মন্টিকে তৈরি করে রেখেছি, মিস ন্যান্সি।'

'ও খুব বেয়াদপ ঘোড়া, টেড।'

'তবু, খুব দ্রুত ছোটে মন্টি, আর গতি তোমাদের প্রয়োজন হতে পারে।'

একবার অ্যানি, আরেকবার টেডের দিকে তাকাল ন্যান্সি।

www.boiRboi.blogspot.com

অ্যানি দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে দেখে গা জ্বলে গেল। 'কি বলতে চাও তুমি, টেড?'

'বলতে চাই, তুমি যেয়ো না, মিস্ ন্যান্সি।'

'কেন?' চোখ কুঁচকে উঠল তার।

'বেসিনে ঝামেলা হতে পারে আজ। কোন অচেনা রাইডার যদি মিস অ্যানির ওপর গুলি চালিয়ে বসতে পারে, আমার ধারণা তোমার ওপরও...'

কালো হয়ে উঠল ন্যান্সির চেহারা। বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কি আবোল তাবোল বকছ তুমি? যাও, অন্য ঘোড়া তৈরি করে আনো। আর শোনো, তোমার উপদেশের কোন প্রয়োজন নেই আমার, যাও এখন।'

'আচ্ছা!' অনুগতের মত মাথা দুলিয়ে মন্টিকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল ডেক্সটার।

অ্যানি তাকিয়ে আছে দেখতে পেয়ে ফুঁসে উঠল ন্যান্সি। 'আমাকে শিশু মনে হচ্ছে নাকি তোমার?'

'ও তোমাকে খুব ভালবাসে, রেড।'

'তা বাসুক, সেটা ওর ব্যাপার। তাই বলে যা খুশি উপদেশ দেবে?'

অ্যানি মুখ খোলার আগেই ন্যান্সির জন্যে একটা বড় বে নিয়ে ফিরে এল টেড। নীরবে রওনা হলো দু'বোন।

উত্তরদিকে তিন ঘণ্টার পথ রিপল ফোর্ড। পথে হয়তো লাইমস্টোন হাউসের কোন কাউহ্যান্ডের দেখা মিলবে, চলতে চলতে ভাবছে অ্যানি, গরু নিয়ে বাবার নিরাপদে নদী পার হবার খবর দেবে। ওর ধারণা টেড ডেক্সটার ঠিকই বলেছে, আজ ঝামেলা হতে পারে।

আজ অক্টোবরের বাইশ তারিখ। সময় নেই, বিপদ ঘনিয়ে আসছে। কুইন্সির পরিকল্পনা সফল হলে পথে বসতে হবে ওদের।

তাই গতরাত থেকেই ফরেস্টের গরু এপারের বেসিনে নিয়ে আসার কাজে লেগে পড়েছে বাবা। আর নেস্টাররা তাকে ঠেকাতে এপারে পাহারা দিয়ে চলেছে। দু'পক্ষে লড়াই বেধে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে।

রিপল ফোর্ডের কাছে এসে পড়েছে ওরা, অথচ গরু বা কাউহ্যান্ড কারও দেখা নেই। উদ্বেগ ক্রমে বাড়ছে ন্যান্সিরও। গতরাতে ওর পাচার করা তথ্য অনুসারে যদি নেস্টারর গরু পার করতে বাধা দিয়ে থাকে, তাহলে ওর বাবারও আহত হবার সম্ভাবনা থাকছে। ভীত চোখে বোনের দিকে তাকাল ন্যান্সি। দেখল সে-ও ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'কোথায় সবাই?' প্রশ্ন করল ন্যান্সি।

'ফোর্ড পর্যন্ত এগোই, দেখি, দেখা পাই কিনা কারও।'

নদীর দিকে ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া নরম বালুর উঁচু নিচু চরের ওপর দিয়ে এগোল ওরা। দূরে থ্রী ব্রেভস পর্বতমালার বরফ জমে সাদা হয়ে থাকা চূড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। আরও দু'মাইল যেতে নরম কাদায় অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেল অ্যানি। সামনের বাঁকের কাছে একটা টিবির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেগুলো। শঙ্কিত মনে ধীরে ধীরে সেদিকে এগোল ওরা।

শখানেক গজ এগোতেই দেখল টিবির ওপাশে ডজন খানেক লোক জটলা করছে। ওদের ঘোড়াগুলো ঝোপের সাথে বাঁধা। কুইন্সিকে তাদের মধ্যে দেখল অ্যানি; কিছু বোঝাচ্ছিল সে সঙ্গীদের, ওদের দেখে মুখ বুজে ফেলেছে। কৌতুকের সাথে লক্ষ করছে দু'বোনকে।

ভিড়ের মধ্যে ডিক ফ্যারেলের ওপর চোখ পড়ল অ্যানির, কেনেথ বেঞ্জামিনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু এগোতে ওর উদ্দেশে প্রশ্ন করল কুইন্সি, 'কাউকে খুঁজছ নাকি, মিস্ শেফার্ড?'

তখনই জবাব দিল না ও। এক দৃষ্টিতে ফ্যারেলের দিকে

তাকিয়ে থাকল, যেন যুবকের মনের কথা বোঝার চেষ্টা করছে।

'তাহলে তুমি এদেরই একজন!' ব্যঙ্গের সুরে বলল অ্যানি।

জবাব না দিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইল ফ্যারেল। যে জায়গা দিয়ে গোপনে জন শেফার্ডের গরু পার করার কথা, সেখানে সময়মত লোকগুলোর উপস্থিতির কারণ বুঝতে দেরি হলো না অ্যানির। গা জ্বলে উঠল।

ঘোড়া থেকে নেমে কুইন্সির সামনে এসে থামল অ্যানি। ন্যান্সিও নেমেছে, কিন্তু এগোল না, ঘোড়ার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

তিক্ত কণ্ঠে বলল অ্যানি, 'সরে দাঁড়াও, মিস্টার কুইন্সি। আমি তোমার নতুন গানম্যানের সাথে কথা বলব!'

ফ্যারেলের দিকে এক পলক তাকিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল হতভম্ব লোকটা। কেনেথ বেঞ্জামিনও একপাশে সরে গেছে। ফ্যারেলের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল অ্যানি। চোখ নামিয়ে ঘোড়ার লাগাম খুঁটছে সে। মাথার স্টেটসন কিছুটা পেছনে ঠেলে দেয়া।

তার চোখে চোখ রেখে বলল অ্যানি, 'তোমাকে চিনতে তাহলে বাবা ভুল করেনি; কি বলো, মিস্টার?'

'মানে?' মুখ তুলল যুবক।

'বাবার সাথে এখনও কথা হয়নি আমার, তার দরকারও নেই। তবে আমার বিশ্বাস তোমাকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে তুমি বেন কুইন্সির ভাড়াটে গানম্যান।'

শব্দ করে হেসে উঠল কুইন্সি। চট্ করে তার দিকে ঘুরল অ্যানি। বলল, 'বাবা নদী পার হবার চেষ্টা করলে তাকে বাধা দেবে বলে লোকজন নিয়ে এখানে হাজির হয়েছ, তাই না, কুইন্সি?'

'আমরা কি সেজন্যেই এখানে এসেছি?' কপট বিস্ময়ের সাথে বলল সে। সঙ্গীদের দিকে তাকাল একে একে।

'নয় তো কি? বাবা বুদ্ধি করে ফ্যারেলের হাতে আমাদের জন্যে চিঠি পাঠিয়েছিল তার পরিকল্পনার কথা লিখে। সে নিশ্চই বুঝেছিল

www.boiRboi.blogspot.com

তোমার এই গানম্যান সেটা পড়বে আর তোমাদেরকে এখানে টেনে আনবে। তাই সে করেছে।' অ্যানির মুখে সত্য আবিষ্কারের হাসি।

উসখুস করতে থাকা অন্যদের দিকে ফিরল অ্যানি। বৃদ্ধ ডেনিস রিচির ওপর দৃষ্টি স্থির করল। ওর ছোটবেলায় এই বৃদ্ধ ওদের র‍্যাঞ্চে কাজ করত। চমৎকার সম্পর্ক ছিল ওদের। অথচ সেই লোক আজ বেঈমানদের দলে ভিড়েছে, একমাত্র ছেলেটাকে পর্যন্ত বাদ রাখেনি। মন খারাপ হয়ে গেল অ্যানির। ক্ষোভের সাথে তাকে বলল, 'তোমরা এর থেকে ভাল নেতা আর খুঁজে পেলে না, ডেনিস?'

দৃষ্টি নামিয়ে নিল লোকটা। দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল।

ওদিকে কুইন্সি দেখছে ন্যান্সিকে। অন্য কেউ না বুঝলেও তার ভাবলেশহীন চোখের ভাষা বুঝতে ন্যান্সির ভুল হয়নি। সবার দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের পায়ের দিকে কুইন্সিকে ইশারা করল ও, বুটের ডগা দিয়ে অলস ভঙ্গিতে বালির ওপর আঁকিবুকি কাটতে থাকল।

এদিকে কুইন্সির আরেক ভাড়াটে গানম্যানকে লক্ষ বানাল অ্যানি। সুঁচল মুখের লোকটার নাম টম হ্যাচেট। 'তোমাকে কখনও এ তল্লাটে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না আমার,' বলল ও। 'তা তুমিও কি এদের মত বেসিনে নিজের গরু চরানোর অধিকার রক্ষা করতে যুদ্ধে নেমেছ, মিস্টার?'

'না, মিস্!' বড় বেশি অস্বস্তিতে পড়ে গেল লোকটা।

'আর তুমি?' আরও এক অপরিচিতকে প্রশ্নটা করল অ্যানি, যদিও উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। চট্ করে ঘুরে তাকাল ডেনিসের দিকে। 'আমার ধারণাই ছিল না একটা তুচ্ছ ব্যাপারে তোমরা তিন তিনটে গানম্যান ভাড়া করতে পারো!'

পেছন থেকে প্যাকাটি জেমস কিঙ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, 'লাইমস্টোন হাউসের লোকদেরকেও তো তোমরা পয়সা দিচ্ছ, মিস্!'

'দিচ্ছি, কাউবয়দেরকে। নিরীহ, নিরস্ত্র র‍্যাঞ্চ কর্মী তারা। কাজ করে পয়সা কামাই করে। আর তোমরা দিচ্ছ তাদের খুন করতে আসা এইসব বিবেকহীন খুনীদেরকে। তফাতটা বুঝতে পারছ, কিঙ?'

শ্লেষ মাখানো কথাগুলো শেষ করে আবার তাকাল ও ফ্যারেলের দিকে। 'একজন সাধারণ ইন্ডিয়ানও সহজে কাউকে আক্রমণ করে না। পরেরবার বীরত্ব দেখানোর আগে কথাটা মনে রেখো, মিস্টার।' একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি বাবার চিঠি পড়েছ?'

'না।'

'চমৎকার মিথ্যে বলতে পারো তো!'

'ঠিকই বলেছ তুমি, মিস্ শেফার্ড।' যুবক নির্বিকার।

আরও খানিকক্ষণ চালিয়ে যেতে চাইল অ্যানি, কিন্তু কুইন্সির কঠিন হয়ে ওঠা চেহারা দেখে মত পাল্টাল। তবে যাবার আগে আরেকটা খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারল না। 'থাকো এখানে দাঁড়িয়ে, মিস্টার বেন কুইন্সি,' ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল। 'ভাগ্য পরীক্ষার ফল কি হয় দেখো।'

লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল অ্যানি। বোনের দেখাদেখি ন্যান্সিও চড়ে বসেছে। সবার অলক্ষে আরেকবার মাটির দিকে কুইন্সির দৃষ্টি আকর্ষণ করে অ্যানির পেছন পেছন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। ব্যাপারটা ফ্যারেলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

দুই বোন চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত লোকগুলো চুপ করে তাকিয়ে থাকল। তারপর সবার মনের অবস্থার কথা ভেবে পরিস্থিতির একটা ব্যাখ্যা দেয়া জরুরী মনে হলো কুইন্সির। নেস্টাররা মুখে কিছু না বললেও তাদের বিভ্রান্ত চেহারা দেখেই সিদ্ধান্তটা নিল সে। সবাইকে না হলেও অন্তত জেমস কিঙকে নিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

মাঝে মধ্যে দুর্ভাবনায় ভোগে কুইন্সি। নেস্টাররা প্যাকাটিকে গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় তার। কুইন্সির সব কথাতেই ফোঁড়ন কাটা স্বভাব হয়ে গেছে লোকটার। আড়ালে-আবডালে কখন আবার কি ঘোঁট পাকিয়ে বসে ব্যাটা কে জানে। কিছুদিন আগেও এই লোক জন শেফার্ডের ধামাধরা ছিল।

'শোনো তোমরা,' কর্তৃত্বের সুরে বলে উঠল সে। 'বুঝতে পারছি যে-ভাবেই হোক, শেফার্ড আমাদেরকে আজ বোকা বানিয়েছে। আমার পাওয়া তথ্য সঠিক ছিল না, সেটা এখন দেখতে পাচ্ছি। হয়তো আর কোথাও দিয়ে গরু পার করে ফেলেছে সে। যা হোক, ভবিষ্যতে পা বাড়াবার আগে সব খবর আমি অবশ্যই সতর্কতার সাথে যাচাই করে দেখব। তোমাদেরকে আরও একটা বিষয়ে আশ্বস্ত করতে চাই আমি, সেটা হচ্ছে, শেফার্ডের আজকের পরিকল্পনার খবর আমি ফ্যারেলের কাছ থেকে পাইনি। এ ব্যাপারে মেয়েটির কথায় যদি কেউ কিছু সন্দেহ করে থাকো তোমরা, এখনই ঝেড়ে ফেলো।

'আমরা জয়ী হতে যাচ্ছি। এই বেসিন আমাদের, আমাদেরই থাকবে। ওই ধাড়ি শয়তান শেফার্ড বিভিন্ন ফন্দি আঁটবে, আমাদের একতায় ফাটল ধরাবার চেষ্টা করবে। ধুরন্ধরটা ছোট মেয়েকে নিজের মতই বানাতে চাইছে, কাজেই ওর কথায় কান দেবে না কেউ।

'আমাদের এখনকার কর্তব্য হচ্ছে পালা করে নদীর পারে পেট্রল দেয়া। দুই নম্বর কাজ, জন আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে সত্যি সত্যি গরু পার করল কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। যদি পার করেই থাকে, তাহলে সব কটাকে খুঁজে বের করে আবার ওপারে ঠেলে দিতে হবে। আর তৃতীয় কাজ হচ্ছে ফরেস্টে জড়ো করা পালগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে গভীর বনে তাড়িয়ে দেয়া। যাতে ক্যাভালরি আসার আগে শেফার্ড ওগুলোকে আর জড়ো করতে না

www.boiRboi.blogspot.com

পারে।

'কারও কোন প্রশ্ন আছে? জেমস, তোমার?'

মাথা নাড়ল জেমস কিড। নেই।

'গুড। তাহলে, নেস্টার বন্ধুরা, তোমরা কাজ ভাগ করে নিয়ে এখন থেকেই নেমে পড়ো। ডিক ফ্যারেল, হ্যাচেট আর বাগনার, তোমরা এসো আমার সাথে।'

কুইন্সির নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে যে যার ঘোড়া নিয়ে পা বাড়াল। তিন গানম্যানকে নিয়ে অন্যদিকে রওনা দিল কুইন্সি। ঘোড়ায় চড়ার ফাঁকে ন্যান্সি যেখানে বুট দিয়ে মাটিতে আঁকিবুকি কাটছিল, জায়গাটা এক পলক দেখে নিল। ভাঙা তীর আঁকা আছে ওখানে। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ঘোড়া ছোটাল সে। পিছু পিছু হ্যাচেট আর বাগনারও দ্রুত রওনা হলো। সবার শেষে ঘোড়া ঘুরিয়ে আনার ছলে ভাঙা তীরটা ঠিকই দেখে নিল টেপ্লান।

ঘোড়ার গতি কিছুটা কমিয়ে তার পাশে চলে এল কুইন্সি। কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'আজই প্রথম ব্যর্থ হলাম। কঠিন প্রতিশোধ নিয়ে শয়তানটাকে জবাব দিতে হবে।'

'জন আর কোন কৌশল খাটিয়ে বসার আগেই,' ধীর কণ্ঠে বলল টেপ্লান।

তার মুখের দিকে তাকাল বেন, 'সেটা কি ভাবে?'

'অ্যানির মত কঠিন স্বভাবের মেয়ে যার আছে, সে নিশ্চই আরও কঠিন মানুষ। লোকটা ঠিকই বুঝে নিয়েছে আমাকে।'

'শুধু তোমাকেই নয়, টম হ্যাচেট আর জো বাগনারকেও।'

'টম আর জো, চমৎকার জুটি। কোত্থেকে জুটিয়েছে এদের?'

'করলাম আর কি! ব্যাপার হচ্ছে সত্যিকার লড়াই বেধে গেলে নেস্টাররা ভেড়ার পালের মত লেজ গুটিয়ে পালাবে, কিন্তু ওরা দু'জন তা করবে না। তুমি ওদের নিয়ে শহরে চলে যাও। লড়াই

শুরু না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকো। ওই পুঁচকে মেয়ে আমাদের সেট আপ দেখে গেছে। কিন্তু, ডেনিসদের মাথায় পোকা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। আমাকে এখন ওদের মাথার পোকা বের করতে হবে।'

'আমি, জো আর টম এক গোত্রের লোক,' বিরস কণ্ঠে বলল ফ্যারেল। 'তোমার ভাড়াটে গানম্যান!'

চকিতে তার দিকে ঘুরল কুইন্সি। যুবকের মন বোঝার চেষ্টা করল। 'তোমাকে কি লিখেছিলাম আমি?'

'বিশ্বস্ত একজন লোক দরকার তোমার।'

'ঠিক তাই,' গলা নামিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল কুইন্সি। 'তুমি আসলেই তাই। তোমাকে আমি শুধুই গানম্যান মনে করি না। মন খারাপ করার কোন কারণ নেই, যাও, যা বললাম করোগে'।'

হ্যাচেট ও বাগনারের সাথে কথা বলতে এগিয়ে গেল বেন কুইন্সি।

ততক্ষণে নদীর তীরে আর সবাই দু'তিনজনের দলে ভাগ হয়ে এগোতে শুরু করেছে। ডেনিস আর তার ছেলে ববির সাথে চলেছে জেমস কিঙ। কিছুটা এগিয়ে স্যাডলে ঘুরে বসল সে। দেখল কুইন্সি, ফ্যারেল, হ্যাচেট আর বাগনার দক্ষিণ দিকে চলেছে। মাইলের পর মাইল দীর্ঘ কটনউড সারির মাঝ দিয়ে ছুটছে ওরা। দলটা চোখের আড়াল হয়ে যেতে ডেনিসের দিকে ফিরে বলল, 'দেখেছ, ওরা চারজন কেমন একসাথে যাচ্ছে?'

'তাতে অসুবিধের কি হলো?' গুরুত্ব দিল না বৃদ্ধ। 'টম আর জো তার ভাড়া করা লোক। আর ফ্যারেল বন্ধু মানুষ—কুইন্সিকে সাহায্য করতে এসেছে। ওদের একসাথে থাকাই তো স্বাভাবিক।'

দেঁতো হাসি হাসল প্যাকাটি। 'মাসে পঁচাত্তর ডলারে ওরকম বন্ধু আমিও জোগাড় করতে পারি।'

বুঝল ডেনিস লোকটা কি বলতে চায়। তবুও তাকে

www.boiRboi.blogspot.com

নিরুৎসাহিত করার জন্যে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'মনে হয় বিশেষ কাজে লাগতে পারে বলেই ওদের আনিয়েছে কুইন্সি।'

'কিন্তু আগে থেকে বেন কি করে বুঝল "বিশেষ কাজ" দেখা দিতে পারে, আমাকে বুঝিয়ে বলো দেখি, ডেনিস!'

মাইলখানেক এগোনোর পর ঘোড়া থামাল কুইন্সি। ফ্যারেলের উদ্দেশে বলল, 'ঠিক আছে, এবার যাও তোমরা। সাবধানে থেকো। কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পোড়ো না যেন।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের তিনজনের রিজ পেরিয়ে ওপাশের ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া দেখল সে। পকেট থেকে টোব্যাকো স্যাক বের করে একটা সিগারেট রোল করে ধরাল। আয়েশ করে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে ঘোড়া ছোটাল কটনউড বনের আরও গভীরের দিকে।

জন শেফার্ড আজ তাকে বোকা বানিয়েছে, ভাবছে সে, অর্থাৎ তার বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। খবরটা যদি সত্যিই ডিকের কাছ থেকে আসত, তাহলে যাচাই করার ব্যাপার থাকত। কিন্তু ন্যান্সির দেয়া তথ্যে কোন ভেজাল থাকার তো কথা নয়, অথচ...। মেয়েটিকে সতর্ক করতে হবে, ভাবল সে। কোনটা আসল আর কোনটা নকল, সেটা ভাল করে যাচাই করে দেখে নেয়ার কথা বলতে হবে। ওকে আরও বেশি কাছে টানতে হবে। সাহস জোগাতে হবে।

চলতে চলতে ন্যান্সির সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কথা মনে পড়ল কুইন্সির। সান ডাস্ট আসার কিছুদিন পর বেসিনে এক টুকরো জমি কেনে সে। বিশালদেহী, হাসিখুশি চেহারার নবাগত বেন কুইন্সি স্থানীয় সবার সাথে পরিচিত হতে উন্মুখ তখন। সে সময়ে নাচের আসর বসল একদিন বোয়ান ক্রীক স্কুল হাউসে। জনাবিশেক মেয়ের সাথে ন্যান্সি-অ্যানিও ছিল সেখানে।

অসাধারণ সুন্দরী ন্যান্সি। একবার তাকালে চোখ ফেরানো কঠিন। তবু প্রথমদিন কুইন্সি ওর ধারে কাছেও গেল না ইচ্ছে করেই। ওদের দুই বোনের সাথে পরিচিত হবার পালা অনেকটা নিস্পৃহ ভাবে সারল। অন্য মেয়েদের সাথে নেচে কাটাল সারা আসর। এরমধ্যে বোঝা হয়ে গেছে, ন্যান্সির আগ্রহী দৃষ্টি ঘুরে ফিরে তার ওপরই পড়ছে বারবার। কিন্তু পুরোপুরি অগ্রাহ্য করল সে মেয়েটিকে। ওর টোপ ভালমত গেলার অপেক্ষায় থাকল। পার্টি শেষে ন্যান্সির চেহারা দেখে টের পেল ওষুধে ভালই কাজ হয়েছে। এরপর আস্তে করে সটকে পড়ল কুইন্সি।

দু'দিন পর তার জীর্ণ শ্যাকের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ন্যান্সি। দূর থেকে ওকে আসতে দেখে কাজের লোকেদের সব বার্নে পাঠিয়ে দিল সে। শীতল অভ্যর্থনা জানাল মেয়েটিকে। 'হ্যালো!'

'আমি ব্যাপারটা জানতে এসেছি,' পাত্তা না দিয়ে রাগ রাগ গলায় বলল ন্যান্সি। 'আমার সাথে সেদিন তোমার অবন্ধুসুলভ আচরণের কারণ কি?'

'অতিরিক্ত সুন্দরীদের এড়িয়ে চলি আমি।'

লোকটা প্রকারান্তরে ওর সৌন্দর্যের তারিফ করছে বুঝতে পেরে আরক্ত হলো ন্যান্সি। হেসে ফেলল। 'কেন?'

'কারণ রূপের গরবে তারা খুব গরবিনী হয়, স্বার্থপর হয়। আমি নির্লোভ, নিরহঙ্কারী, একদম সাদাসিধে মেয়ে পছন্দ করি।'

'তোমার ধারণা আমি খুব অহঙ্কারী?'

'মেয়েদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু রূপ যখন তোমার সীমাহীন, তখন তা হতে বাধা কোথায়?' তীরটা ছুঁড়ল কুইন্সি একটু বিরতি দিয়ে, 'আমার ব্যাপারে আগ্রহী কেন তুমি?'

জবাব না দিয়ে রেগেমেগে ঘোড়া ছোটাল ন্যান্সি। দু'দিন পর সান ডাস্টের মেইন স্ট্রীটে দু'জনের দেখা আবার। চোখাচোখি হতে

www.boiRboi.blogspot.com

লাজুক হাসি দিল ন্যান্সি। দাঁড়িয়ে পড়ল বেন, চমৎকার হাসিতে প্রত্যুত্তর দিল। তারপর বলল, 'আর বোধহয় আমাকে দেখে কোনদিন এত মিষ্টি হাসি ফুটবে না তোমার মুখে, মিস্ শেফার্ড।'

'মানে?' থতমত খেয়ে গেল ন্যান্সি। 'একথা কেন বলছ?'

'কারণ আমার ধারণা খুব শিগ্‌গির তোমার বাবার সাথে লড়াই বাধবে আমার।'

ইচ্ছে পূরণ হলো চতুর বেন কুইন্সির, পরদিনই ন্যান্সি আবার হাজির তার শ্যাকে। উৎসুক কুইন্সি ওষুধের কাজের গুণাগুণ বোঝার চেষ্টা করল, অল্পক্ষণেই যা বোঝার বুঝে নিল। এত সহজে কাজ উদ্ধার হবে ভাবেনি সে। অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝল, যতক্ষণ না ন্যান্সি ওকে আপন করে পাচ্ছে, ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই।

নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নেয়ার ব্যাপারটা তখন সামনে চলে এল কুইন্সির। ন্যান্সিকে বিয়ে করে জামাই হিসেবে লাইমস্টোন হাউসের অন্নে জীবন কাটাবে, না ঝুঁকিপূর্ণ অথচ রোমাঞ্চকর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবে, ভাবতে বসল সে। অনেক ভেবে পরেরটাকেই লোভনীয় মনে হলো।

ন্যান্সি সহজ সরল, ভাল মেয়ে। অসম্ভব সুন্দরী। যে কোন পুরুষের কাম্য নারী। কিন্তু কুইন্সির শুধু ওকে নিয়ে মন ভরবে না, তার চাই নগদ টাকা। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। তাও প্রায় বিনা পরিশ্রমে, শুধু একটু বুদ্ধি খরচ করে কামাই করা। সেই থেকে শুরু, আজ পর্যন্ত খেলিয়ে চলেছে সে ন্যান্সিকে।

ছোট কয়েকটা ন্যাড়া পাহাড়ের মাঝখানে বিলিংস প্লেস, ব্রোকেন অ্যারো। এখানেই আসতে বলেছে তাকে ন্যান্সি। পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এগোবার সময় শ্যাওলা জমা উঠানের ওপর মেয়েটির ঘোড়া দেখতে পেল কুইন্সি। বিলিংস প্লেসের ভাঙা পোর্চে বসে আছে ন্যান্সি।

ইয়ার্ডে এসে ঘোড়া থেকে নামল সে। ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে

ধরল মেয়েটি। দায়সারাভাবে ওকে চুমু খেয়ে দু'জন ছায়ায় বসল পাশাপাশি। ন্যান্সির চেহারায় উদ্বেগ।

'আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে, বেন,' ভয়ে ভয়ে বলল ও কোনমতে।

হ্যাট খানিকটা পেছনে ঠেলে দিল কুইন্সি। ওর খাটো খাটো লাল চুল সজারুর কাঁটার মত ওপর দিকে খাড়া হয়ে রইল। 'ভুল?' কপট বিস্ময়ে চোখ বড় করে তাকাল লোকটা। 'কিসের ভুল, ডার্লিঙ?'

'বিশ্বাস করো, আমি ধারণাই করতে পারিনি এরমধ্যে কোন চালাকি ছিল।'

একহাতে ন্যান্সির হাত ধরল লোকটা মুঠো করে। 'বাদ দাও তো ওসব, যা হবার হয়ে গেছে। সব আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

'একদিক দিয়ে আমি অবশ্য খুশিই হয়েছি,' একটু ভেবে বলল মেয়েটি। 'তোমাকে আর বাবাকে লড়াই করতে দেখলে সত্যিই খুব কষ্ট পেতাম।'

'জানি,' বলল কুইন্সি। 'তোমার জন্যে ব্যাপারটা মেনে নেয়া সহজ হত না। কিন্তু আমাকে আমার কাজ তো করতেই হবে। আশাকরি আমাকে তুমি ভুল বুঝবে না, ডার্লিঙ।'

'না, ঠিক তা নয়...' আমতা আমতা করতে লাগল ন্যান্সি।

ওর হাতে মৃদু চাপ দিল কুইন্সি। নীল চোখের কোমল দৃষ্টি মেলে তাকাল। 'আমি গরীব মানুষ, ন্যান্সি। অনেক কষ্ট করে আমাকে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। তার পুরোটা খরচ করে কয়েকটা গরু, এক টুকরো ঘাসের জমি আর একটা শ্যাক কিনেছি। তোমার বাবার নজর পড়েছে আমার ওই সামান্য ঘাসটুকুর ওপর। সেটা দখল করার প্রয়োজনীয় লোকবলও তার আছে। এ অবস্থায় আমি লেজ গুটিয়ে পালাব, না আমার মত পরিস্থিতিতে আর যারা পড়েছে, তাদের সাথে মিলে আমার যা আছে, তা রক্ষার জন্যে

www.boiRboi.blogspot.com

সংগ্রাম করব, তুমিই বলো!'

ন্যান্সি জবাব দিচ্ছে না দেখে শ্রাগ করল কুইন্সি। 'আমার জন্যে এটা জীবন মরণ সমস্যা। তোমার বাবা নিশ্চই নিজের যুক্তি খাড়া করেছে। কিন্তু নিজের স্বার্থ না দেখলে আমি বাঁচব কি করে?'

ন্যান্সির মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে রইল. চোখের কোণে পানি জমছে। বাবার সাথে কুইন্সির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই আমাকে মেনে নিতেই হবে, ভাবল সে। একজন নারী সবসময় তার প্রিয় পুরুষের স্বার্থ রক্ষার জন্যে কাজ করবে, নইলে সে সেই পুরুষের যোগ্য সঙ্গী হতে পারবে কি করে?

'বাবা গরু পার করেছে শুনেছি আমি, এখন কি হবে?'

'কি আর হবে, আমরা আবার ওপারে ঠেলে পাঠাব!'

'কিন্তু কিভাবে?' উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল ন্যান্সি। 'তোমার মত বাবার সাথেও তো যথেষ্ট লোকজন আছে!'

ঘাসের লম্বা একটা ডগা ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে চিবাতে থাকল চিন্তিত কুইন্সি। দৃষ্টি নীল দিগন্তে সেঁটে আছে।

'প্রথমে আমার জানা দরকার,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। 'কার পক্ষ নেবে তুমি, তোমার বাবার, না আমার?'

'তোমার, বেন,' জোর দিয়ে বলল ন্যান্সি। 'অবশ্যই তোমার পক্ষ নেব আমি!'

'তোমার বাবার জীবন বিপন্ন করতে বলব না আমি তোমাকে। তাহলে ভবিষ্যতে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে, সে আমি সইতে পারব না, ডার্লিঙ। তবে তোমার সাহায্য আশা করব আমি, কারণ ওটা খুবই দরকার আমার। আমাদের।'

ঘাড় কাত করে সায় দিল ন্যান্সি। একটা সুখানুভূতি গ্রাস করছে ওকে, গলা বুজে আসছে।

সরাসরি ওর দিকে তাকাল কুইন্সি। 'তাহলে ফিরে যাও র‍্যাঞ্চে, কোনখান দিয়ে গরু পার করেছে তোমার বাবা, বেসিনের

কোনখানটায় সেগুলো আছে, জানার চেষ্টা করো। জানার পর আজ যা যা তোমরা দেখেছ, শুনেছ, সে সব তোমার বাবাকে জানাও। বলো, তুমি জানতে পেরেছ, গরুগুলোকে খুঁজে পেলেই আমরা আবার ওপারে পাঠিয়ে দেব। আমরা যে টহল দিচ্ছি, সে কথাও তাকে বোলো।

'কথাটা শুনলে আর্শাকিরি শেফার্ড ভয় পাবে, রিজার্ভেশন থেকে ক্রুদের ডেকে আনবে সাহায্যের জন্যে। সেক্ষেত্রে তার অন্য দুটো গরুর পাল পাহারার জন্যে খুব অল্প লোকই থাকবে। আমরা সেই সুযোগে সেগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে গভীর ফরেস্টে তাড়িয়ে দেব। সবগুলোকে আবার জড়ো করতে তোমার বাবাকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে—সমস্ত ক্রুদেরকে কাজে লাগাতে হবে। তখন আমরা পার করে আনা গরুগুলোকে ওপারে তাড়িয়ে দিতে পারব।'

একটু থেমে আবেগ জড়িয়ে বলল, 'আমাকে স্বার্থপর ভাবতে চাও, ভাব। কিন্তু চিন্তা করে দেখো, আমার এই পরিকল্পনায় দুই পক্ষের সরাসরি সংঘাত বাধার সম্ভাবনা থাকছে না। তোমার বাবা নিরাপদে থাকবে। তোমার কথা ভেবেই আমি অমানুষ হতে পারছি না। বরং হবু শ্বশুরের নিরাপত্তার কথাও চিন্তায় রাখছি।'

ন্যান্সির বুকে চেপে থাকা বোঝাটা নেমে গেল। ওর বাবা নিরাপদ থাকবে, আর কি চাই তার? খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'কাজটা আমি করব, বেন।'

দাঁড়িয়ে পড়ল কুইন্সি। 'খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে দেখতে পাব আশা করছি, ন্যান্সি।'

'কাল রকে আসব?'

'এসো। ওখানে না পেলে আমার শ্যাকে চলে এসো। গুড-বাই, ডার্লিং।'

www.boiRboi.blogspot.com

তিন

দুপুরের দিকে জন শেফার্ড এক ক্রু নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরল। বাবাকে দেখতে পেয়ে কোরালের দিকে ছুটল অ্যানি। ধুলোয় তার গোঁপ পর্যন্ত ধূসর হয়ে আছে। মেয়েকে দেখে নির্মল হাসি দিল জন। অ্যানির অন্তর খুশিতে ভরে উঠল বাবাকে সুস্থ দেখে।

'কি খবর, বাবা?' পাল্টা হেসে বলল অ্যানি।

'ভাল। প্রথম পালটা নিরাপদে পার করে এনেছি আমরা।'

'সে আমি বুঝেছি।'

'কিভাবে?' গম্ভীর হয়ে গেল শেফার্ড। 'নরম্যান বলেছে?'

'ওকে দূর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে দেখেই বুঝেছি। হাত ইশারা করে বলল, সব ঠিক আছে। কথা হয়নি কোন।'

দ্রুত কিচেনে ঢুকে বাবার জন্যে টেবিল সাজাল অ্যানি। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল জন। কিছুক্ষণ একনাগাড়ে খেয়ে মুখ খুলল। গরু পার করার ঘটনা সব বলল। তারপর হেসে প্রশ্ন করল, 'কাল আমার চিঠি নিয়ে এক রাইডার এসেছিল?'

'কে, ফ্যারেল? এসেছিল, বাবা। কুইন্সিদের সাথে ওকেও আজ রিপল ফোর্ডে দেখেছি আমি। একপাশে চুপচাপ এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল, যেন পড়া না পারায় সবার সামনে টীচারের কানমলা খেয়েছে।

'তাই নাকি?' হেসে উঠল শেফার্ড। 'সব বলো তো আমাকে!'

'তোমার খবরের জন্যে ন্যান্সিকে নিয়ে ভোরে বেরিয়েছিলাম।

রিপল ফোর্ডের কিছুটা আগে দেখি জটলা করছে সবাই কুইন্সিকে ঘিরে, আর সে যেন কি বোঝাচ্ছে ওদের। একেকজনের যা ছিরি, বাবা, যদি দেখতে তুমি!' মুখ টিপে হাসল মেয়েটি। 'আমাদের দেখে সবাই এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যেন ভূত দেখেছে। দু'চার কথা বলে যখন বুঝলাম ওরা তোমার খবর জানে না, তখন ফিরে এলাম আমরা। অবশ্য নদীর পারে দাঁড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে বলে এসেছি কুইন্সিকে।'

হেসে উঠল শেফার্ড। প্লেট সামনে ঠেলে দিল। 'আমি জানতাম। ছেলেটাকে দেখে, ওর কথাবার্তা শুনে ওকে আমার কুইন্সির লোক মনে হয়েছিল। র‍্যাঞ্চে চাকরির অফার দেয়াতে বলল এদিকে থাকার ইচ্ছে নেই, সান ডাস্টে একরাত কাটিয়ে আবার চলে যাবে।

'তখনই বুদ্ধিটা মাথায় এল। ওর হাতে তোমাদের জন্যে নোট পাঠালাম। জানতাম ও সেটা পড়বে, জানাবে কুইন্সিকে। খবর পেয়ে সে তার দলবল নিয়ে শীতের মধ্যে সারারাত রিপল ফোর্ডে মশার কামড় খাবে আর ম্যাসাকারের কাদাপানিতে মার্চ করে বেড়াবে। আর সেই সুযোগে আমরা দশ মাইল দূরে বেঞ্জামিনের জায়গার কাছাকাছি দিয়ে বেসিনে চলে আসব। দেখো, একদম তা-ই ঘটেছে,' আবার হাসল জন।

ওর ওপর ডিক ফ্যারেলের গুলি চালাবার খবর এখনই বাবাকে জানাবে না ঠিক করল অ্যানি। হালকা সুরে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, বাবা, ওই ফ্যারেলকে কি তোমার খুনী মনে হয়?'

'যদি নাও হয়ে থাকে, এখানে থাকলে হতে সময় লাগবে না।' গম্ভীর হয়ে গেল শেফার্ড। 'ওকে যখন পরশু রাতে ক্যাম্পে প্রথম দেখলাম, অবস্থা দেখে খুব মায়া লেগেছিল। ওকে গানম্যান মনে হয়নি আমার। রাতে আশ্রয়, খাবার দিলাম। কথাবার্তা বলে ভাল লেগেছিল, তাই তো চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেটা

www.boiRboi.blogspot.com

রাখল না আমার কথা। তবে আমি হাল ছাড়ছি না। হয় ওকে আমার এখানে থাকতে হবে, নইলে চলে যেতে হবে সান ডাস্ট ছেড়ে। সে ব্যবস্থা আমি করব।'

পাইপে তামাক ভরে টানতে শুরু করল জন শেফার্ড। ভাবছে। এই অঞ্চলের প্রথম সাদা মানুষ সে। চল্লিশ বছর আগে যখন মাত্র কুড়ি বছরের টগবগে যুবক সে,তখন ভাগ্যের খোঁজে এখানে এসেছিল। সান ডাস্ট শহরের তখনও জন্ম হয়নি। বছরের পর বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছে সে এই র‍্যাঞ্চ। পুরো পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ ম্যাসাকার বেসিনে অন্য কারও পশু চরত না। গত পাঁচ বছর ধরে সরকারী এজেন্টের সাথে চুক্তি করে গরু সরবরাহের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। খেয়ালই করেনি কখন একজন একজন করে হোমস্টিডার ঢুকে পড়েছে।

যখন খেয়াল হলো, দেখল কোত্থেকে যেন বেন কুইন্সি নামের সাক্ষাৎ এক শয়তান এসে জেঁকে বসেছে, তার এত কষ্টে গড়া সবকিছুর মালিক হয়ে বসতে চাইছে। লোকটা এমনকি গানম্যান পর্যন্ত আমদানী করে চলেছে নিত্য নতুন। যে কোন সময় খুন খারাবি শুরু করে দেবে।

অথচ জন আজ পর্যন্ত কোন গানম্যান নিয়োগ করেনি। ওসব পছন্দ নয় তার। শান্তিতে বসবাস করাই তার নীতি। কিন্তু আর বাড়তে দেয়া যায় না শয়তানটাকে, ভাবছে শেফার্ড। ঠিক করল আজই সান ডাস্ট যাবে। সব জানিয়ে শেরিফকে একটা বিহিত করতে বলবে।

অ্যানির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'ন্যান্সি কোথায়?'

'ও ফেরেনি, বাবা। রিপল ফোর্ড থেকে ফেরার সময় কুইন্সিরা কি করছে দেখা দরকার বলে ফিরে গেল পথ থেকে। আমি চলে এলাম।'

একটু ভাবল শেফার্ড। গম্ভীর স্বরে বলল, 'আজ থেকে তোমরা

কেউ একা একা আর বাইরে যাবে না। বলা যায় না, শয়তানের দল কখন কি করে বসে!'

ইয়ার্ডে ঘোড়ার শব্দে কান খাড়া করল শেফার্ড। ঘোড়াটা থামল, একটু পর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল ন্যান্সি। ওকে দেখে স্বস্তির হাসি দিল সে। এগিয়ে এসে বাবাকে চুমু খেলো মেয়েটি। অ্যানি ওর জন্যে খাবার আনতে উঠল। কাজের ফাঁকে শুনতে পেল বাবার কাছে সব খবর নিচ্ছে ন্যান্সি। পার করে আনা গরুর পালটাকে বেঞ্জামিনের জমির পশ্চিম দিকের স্ক্রাব পিনন আর সেভারহিলস্ এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে শুনে বিস্মিত হলো। 'কেনেথ বেঞ্জামিন!' গলা চড়ে গেল ওর। 'সে তো বেন কুইন্সির দলের, তাই, না অ্যানি?' অ্যানি সম্মতি জানাতে আবার বলল, 'জানো, বাবা, সকালে অ্যানি চলে আসার পর আমি দূর থেকে ওদেরকে অনেকক্ষণ লক্ষ করেছি।'

'কি করছিল ওরা?' প্রশ্ন করল শেফার্ড।

'দক্ষিণে বেঞ্জামিনের জমির দিকেই যেতে দেখেছি ওদের।'

'সবাই একসাথে?'

'না। একজনকে ম্যাসাকারের উজানে, আরেকজনকে ভাঁটির দিকে পাঠিয়ে বাকি সবাই দক্ষিণ দিকে গেছে। যাবার আগে প্রথম দু'জনকে কুইন্সি দুটো রাইফেল দিয়েছে দেখলাম।'

বোনের জন্যে টেবিলে খাবার সাজিয়ে পাশে বসল অ্যানি। খাওয়ার ফাঁকে ওর সাথে সাধারণ এটা-ওটা নিয়ে কথা শুরু করল ন্যান্সি। খেয়াল করল, গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেছে জন শেফার্ড। আফসোস হলো ওর, যদি জানতে পারত বাবা কি ভাবছে!

উঠে পড়ল জন। 'টাউনে যাচ্ছি আমি। চাইলে তোমরাও আসতে পারো।'

'আমি যাব,' সাথে সাথে বলল অ্যানি।

ন্যান্সি কোন আগ্রহ দেখাল না। 'ইচ্ছে নেই বের হওয়ার।'

www.boiRboi.blogspot.com

নিজের রুমে গিয়ে ড্রেস বদল করল অ্যানি। নীল রঙের গাউন পরল, সাদা কলার। তৈরি হয়ে কিচেনে ফিরে এল। পায়চারি করছিল জন, থেমে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছোট মেয়েকে দেখল।

'ফ্যারেল তোমার দিকে গুলি ছুঁড়েছে, সে কথা তো বলোনি তুমি!'

বিরক্ত চোখে ন্যান্সিকে দেখল অ্যানি। নিশ্চই ও ফাঁস করেছে কথাটা। 'বলার মত তেমন কিছু না ওটা, বাবা।'

কিছু বলতে গিয়েও বলল না জন। হ্যাট নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দু'বোন অনুসরণ করল তাকে। বার্নে গিয়ে টেড ডেক্সটারকে বাকবোর্ড রেডি করতে বলে পাইপ টানতে থাকল র‍্যাঞ্চার। কি এক ভাবনায় ডুবে আছে।

মালিকের সাড়া পেয়ে একটু পর ফোরম্যান কীন নর্টন এসে পাশে দাঁড়াল। কপাল কুঁচকে তাকে দেখল জন। দু'বার কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বলল, 'কীন, আজ রাতেই বাকি পাল দুটো পার করে আনতে হবে আমাদের।'

'আজ রাতেই?' ইতস্তত করল ফোরম্যান।

ওপর নিচে মাথা দোলাল শেফার্ড। 'সকালে কুইন্সিকে দলবল নিয়ে দক্ষিণদিকে যেতে দেখেছে ন্যান্সি। মনে হয় আমাদের যে গরুগুলো বেসিনে আছে, আজ রাতে সেগুলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে ওরা। ঠিক আছে, খুঁজুক, বাধা দেয়ার দরকার নেই। ওরা যে সময় ওগুলোকে খুঁজে জড়ো করে পুশব্যাকের চেষ্টায় নষ্ট করবে, আমরা ততক্ষণে আমাদের কাজ সেরে ফেলব।'

'ঝুঁকি আছে,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল নর্টন।

'আমার তা মনে হয় না। তুমি যাও, সবাইকে কাজে নামিয়ে দাও।'

চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পেল ন্যান্সির। সকালে কোন ঝামেলা হয়নি দেখে যে ভয়টা ওর কেটে গিয়েছিল, সেটা এখন অনেক

বেশি ভারী হয়ে চেপে ধরতে চাইছে যেন। ওই পাল দুটোর কাছ থেকে শেফার্ডের ক্রুদের সরিয়ে আনার ওপর কুইন্সির পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে। সে ব্যর্থ হলে খুনোখুনি ঘটে যেতে পারে বলে ভয় হচ্ছে ন্যান্সির। কুইন্সিকে ওর থামাতে হবে।

•

ঘোড়া দুটোর লাগাম ধরেছে অ্যানি, জন শেফার্ড ঝিমোচ্ছে পাশে বসে, ঘোড়া চালনায় মেয়ের দক্ষতা দেখে ভেতরে ভেতরে গর্ব অনুভব করছে সে। ওর বাদামী রঙের হাত দুটো পুরুষের মতই শক্ত, কর্মঠ। মেয়ে না হয়ে ছেলে হওয়া উচিত ছিল ওর, ভাবল জন। পরক্ষণে চিন্তাটা দূর করে দিল। মেয়েই ভাল। অ্যানি কোনদিক থেকে ছেলেদের চেয়ে কম নয়, তারপরও ওকেই আবার ন্যান্সির চেয়েও বেশি মেয়ে বলে মনে হয় তার।

দশ বছর আগে মারা গেছে ওদের মা। মেয়েদের মধ্যে সে স্ত্রীকে দেখার চেষ্টা করে অনেক সময়, কিন্তু ন্যান্সির মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পায়নি কখনও। দৃঢ়তাহীনতা আর প্রবল ভাবাবেগ কাজ করে ওর মধ্যে। অ্যানি একেবারেই ভিন্ন। জন নিজের মত দৃঢ়চেতা বানানোর চেষ্টা করেছে ওকে। নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেনি, ভুল করলে যাতে তা নিজেই শুধরে নিতে শেখে ও। ফলে ভুল থেকে শিক্ষা নেবার ক্ষমতা ও সবকিছুর চুল-চেরা বিশ্লেষণ করার ধৈর্য আপনাআপনি অর্জন করেছে মেয়েটি, ন্যান্সির চরিত্রে যার চিহ্নমাত্রও নেই।

কাজের জন্যেই কাজ করে অ্যানি, প্রশংসা পাবার জন্যে নয়। উচ্ছ্বাসের চাইতে ব্যক্তিত্বের আধিক্য বেশি ওর মধ্যে। শেফার্ডের ধারণা যে লোক এই মেয়েকে আপন করে পাবে, বুঝতে পারবে, স্বর্গ তার হাতের মুঠোয় থাকবে, সে নিজেও যেমনটা একদিন পেয়েছিল অ্যানির মাকে বিয়ে করে।

'আমি দেখতে মার মত, তাই না, বাবা?' হেসে বাবার দিকে

তাকিয়ে বলল অ্যানি।

'আমি কি সেরকম কিছু বলেছি?'

'আমি বুঝি।'

'তুমি একটু বেশি বোঝো,' শেফার্ডও হেসে ফেলল।

গনগনে সূর্যের তাপে ঝিমোচ্ছে দগ্ধ স্যান ডাস্ট। খাঁ-খাঁ করছে রাস্তা ঘাট। শেরিফের অফিস খোলা দেখল শেফার্ড। ডীন আর্থার ভেতরেই বসা। তাকে আজ সব বলবে সে, এ পর্যন্ত কি করেছে, কি কি করতে যাচ্ছে; সব। তাকে নিরপেক্ষ থাকার জন্যে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু তার আগে অ্যানিকে হোটেলে রেখে আসতে হবে। তার এবং পরিবারের লোকদের জন্যে ওখানে রুমের পাকাপাকি ব্যবস্থা করা আছে, জন বা মেয়েদের যে যখনই শহরে আসুক, সেখানেই ওঠে।

'আমি একটা নতুন হ্যাট কিনব,' ঘোষণা করল অ্যানি। 'একটা পছন্দ করে রেখেছি আগেরবার এসে।'

শেফার্ড রসিকতা করে মন্তব্য ছুঁড়ল, 'আমার কখনও নিজের পছন্দ ছিল না।' অলসচোখে সড়কের দু'দিকে দেখতে লাগল সে। হোটেলের পোর্চে একজনকে দেখল, রেলিঙে পা তুলে বসে আছে। লোকটার ভাবভঙ্গি পরিচিত মনে হলো তার। বেসিন হাউসের দিকে আরও খানিকটা এগোতে চিনল সে তাকে—ডিক ফ্যারেল।

শেফার্ডের মনে হলো ছেলেটার সাথে কথা বলার এখনই উপযুক্ত সময়। হোটেলের সামনে বাকবোর্ডের গতি সামান্য কমিয়ে নেমে পড়ল সে। পেছনে না তাকিয়ে বলল, 'টোবিয়াস এডির ফীড স্টেবলে চলে যাও, অ্যানি।'

প্ল্যাঙ্কওয়াক পেরিয়ে দাঁড়াল জন। ফ্যারেলের চোখে চোখ রেখে নরম সুরে বলল, 'তুমি এখানে থাকবে না বলেছিলে আমাকে!'

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টেক্সান। 'কি বলেছি মনে আছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তা?' ভুরু তুলল জন।

'পরে ঠিক করেছি থেকে যাব।'

ওদিকে বাকবোর্ড থামিয়ে নেমে পড়েছে অ্যানি। বাবার পেছনে এসে দাঁড়াল। সেদিকে নজর না দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল জন, 'সরে যাও, অ্যানি।'

'না! দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করল মেয়েটি। 'যাব না।'

অ্যানিকে লক্ষ করল ডিক ফ্যারেল। ওর পেছনে, রাস্তার ওপর দাঁড়ানো বাকবোর্ডের ওপাশে বেলা ইউনিয়নের সামনে টম হ্যাচেট আর জো বাগনারকে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখল। মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে এদিকেই এগিয়ে আসছে ওরা।

রেগে উঠল জন শেফার্ড। ধমকে বলল, 'বলছি, এখান থেকে যাও! হোটেলে ঢুকে পড়ো!'

'আমি যাব না!' আবারও দৃঢ়ভাবে জবাব দিল মেয়েটি।

ততক্ষণে বাগনার লম্বা পায়ে রাস্তা পার হয়ে এপারে চলে এসেছে। হ্যাচেট রাস্তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ফ্যারেল। যাকে দমন করার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করে আছে ওরা, সে এখন সামনে হাজির। এমন সুযোগ ওরা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। তাছাড়া ওরা জানে ডিকও ওদেরই দলে। বুঝতে পারছে টেক্সান, এখন যে কোন মুহূর্তে একজন মৃত মানুষে পরিণত হবে জন শেফার্ড।

সামনে এগিয়ে পোর্চের বাইরে দাঁড়াল ডিক, সরাসরি তাকাল বাগনারের দিকে, 'সরে যাও তুমি।'

হাত বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে, দু'হাত দেহের পাশে ঝুলছে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বিভ্রান্ত হলো সে ফ্যারেলের নির্দেশ শুনে। চিকন কণ্ঠে বলল, 'ছুঁড়িটাকে সরাও ওখান থেকে।'

রাস্তায় নেমে এল ফ্যারেল। শেফার্ডকে নিজের আড়ালে রেখে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল লোকটার দিকে। 'আমি তোমাকে সরে

www.boiRboi.blogspot.com

যেতে বলেছি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে।

'কেন দেরি করছ? ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল বাগনার। 'ওই তো ব্যাটা দাঁড়িয়ে আছে!'

ডিক খুব কাছে এসে পড়েছে দেখে এক পা পিছিয়ে গেল সে। মস্তিষ্কের ধীরগতির কারণে হিসাব মেলাতে পারছে না। 'আমি তোমাকে সরে যেতে বলেছি,' একই কথা, একই ভঙ্গিতে আবার বলল ফ্যারেল। 'কানে যায়নি?'

'কেন?' খেপে গেল বাগনার। 'কুইন্সি তো বলেছে...'

চটাশ্! বিদ্যুৎগতিতে ডানহাত চালাল টেক্সান, বাগনারের গালে চড়টা এত জোরে আওয়াজ তুলল যে দূরে দাঁড়ানো অ্যানির গাল পর্যন্ত কুঁচকে উঠল। সোজা হবার সুযোগ পেল না বাগনার, মুখের ওপর আরেকটা শক্তিশালী ঘুসি খেয়ে উল্টে পড়ল চিত হয়ে।

লোকটা অন্ধের মত পিস্তল হাতড়াচ্ছে দেখে ওপর দিকে লাফ দিল ফ্যারেল, হাঁটু ভাঁজ করে তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল, নাক মুখ দিয়ে হুশ্‌শ্! করে বুকের সবটুকু বাতাস বেরিয়ে গেল তার। এরপর ভেস্টের ল্যাপেল দু'হাতে মুঠো করে ধরে লোকটাকে টেনে পায়ের ওপর দাঁড় করাল সে, ডান হাতের কনুই ভাঁজ করে মুঠো পাকানো ঘুসিটা দড়াম করে মারল তার কানের লতি বরাবর চোয়ালের ওপর।

মাথা পেছন দিকে ঝটকা মেরে ঘুরে গেল বাগনারের, ফ্যারেলের মুঠোয় ভেস্টের ল্যাপেল রেখে পেছনদিকে উড়ে গেল সে, টাই রেইলের ওপর 'ঘ্যাক!' করে আছড়ে পড়ল। বিকট মড়াৎ শব্দে দু'টুকরো হয়ে গেল রেইল, ধুলো উড়িয়ে রাস্তার ওপর ধপাস্ করে পড়ল বাগনার। অজ্ঞান হয়ে গেছে আগেই।

টম হ্যাচেটের দিকে ফিরল টেক্সান। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে, জনকে গুলি করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু এখন চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে ফ্যারেলকে দেখছে। আড়চোখে দেখল

ডিক, বাবাকে আড়াল করে টমের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি।

'টম!' ডেকে উঠল ফ্যারেল। 'ঘোড়ায় ওঠো। চলে যাও এখান থেকে।'

চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল লোকটার। এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। এরপর যে ওর দিকেও নেক নজর দেবে টেক্সানটা, কে জানত! জ্বলে উঠল ওর চোখ, কিন্তু সামলে নিল। ঘটনা ভিন্নরকম হয়ে গেছে, বাতাস এখন ডিকের পক্ষে। সময়মত সুযোগটা কাজে না লাগানোর জন্যে প্রচণ্ড আক্ষেপ হলো হ্যাচেটের।

'কেটে পড়ো!' ধমকে উঠল টেক্সান।

মান অপমানবোধ গিলে খেয়ে ফেলল হ্যাচেট, মুখ নিচু করে উঠে পড়ল ঘোড়ায়। লোকটা চোখের আড়ালে চলে যেতে জন শেফার্ডের সামনে এসে দাঁড়াল ফ্যারেল। 'পরেরবার ভাগ্য তোমার এত ভাল নাও হতে পারে, মিস্টার জন,' ধীরকণ্ঠে বলল সে।

রক্ত সরে গিয়ে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে শেফার্ডের। কোনমতে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা, এ কাজ কেন করলে তুমি?'

'যে-কেউ যে-কোনসময় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে, পারে না?' শান্তকণ্ঠে বলল যুবক। দৃষ্টি ঘুরিয়ে অ্যানিকে দেখল, পলকহীন দৃষ্টিতে ওকেই দেখছে মেয়েটি। হাত তুলে ওর উদ্দেশে নিজের হ্যাট স্পর্শ করল ফ্যারেল। ঘুরে অজ্ঞান জো বাগনারকে ডিঙিয়ে টোবিয়াস এডির স্টেবলে ঢুকে গেল।

দশ মিনিট পর যখন ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এল, অ্যানি তখন প্ল্যাঙ্কওয়াকে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির পাশে ঘোড়া থামাল সে। ওর দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অ্যানি।

'তুমি চলে যাচ্ছ, তাই না?'

নড করল ফ্যারেল।

www.boiRboi.blogspot.com

'খুশি হলাম,' বলল অ্যানি। 'আমাদের জন্যে নয়, তোমার জন্যে ভাল হবে সেটা। শত্রু পক্ষ ত্যাগ করেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ। সকালে তোমার সাথে রূঢ় আচরণ করার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।'

'তার কোন প্রয়োজন দেখি না,' বলল টেক্সান। 'তুমি ঠিকই করেছিলে। কারও খেয়ালের কাছে কখনও নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিয়ো না।'

'আমি দিইনি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল অ্যানি।

মুখের ওপর রক্তচাপ বাড়ছে বুঝতে পেরে আরেকবার হ্যাট স্পর্শ করল যুবক, পরক্ষণে ঘোড়া ছোটাল সবেগে। দেখতে দেখতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে তাকিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখল বাপ-মেয়ে।

চার

বাবা-অ্যানি চলে যাবার পর ঘরে ফিরে এল ন্যান্সি। নিজের বেডরুমের জানালা দিয়ে কোরালের দিকে তাকিয়ে রইল। কীন নর্টনকে স্যাডল চাপিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল কিছুক্ষণ পর। এই জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। সাথে সাথে কোরালে এসে হাজির হলো আবার।

টেড ড্রেক্সটার ওয়াগন শেডের দরজা বন্ধ করছিল, ওকে দেখে এগিয়ে এল। গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল ন্যান্সি, 'ভাবছি মন্টিকে নিয়েই একটু বেরোব আমি, টেড। মনে হয় ও আসলে

তততা খারাপ নয়।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল টেড। কালো রঙের বিশাল মন্টিকে বেঁধে কোরালের মধ্যেই স্যাডল চাপাল, কিন্তু বাইরে নিয়ে এল না। কাজ শেষ করে শিস দিল সে, লম্বা পাওয়ালা একটা বড় গ্রুললা ঘোড়া আওয়াজ শুনে দল থেকে সরে এল। টেডের পেছন পেছন হেঁটে এসে দাঁড়াল যেখানে রেইলের ওপর স্যাডল, ব্রিডল রাখা থাকে। যতক্ষণ স্যাডল পরানো হলো, একান্ত বাধ্যগতের মত দাঁড়িয়ে থাকল সেটা।

টেডের কাজ দেখে কিছু একটা সন্দেহ হলো ন্যান্সির। 'তুমিও বাইরে যাচ্ছ নাকি, টেড?'

মুখ তুলে তাকাল টেড। 'হ্যাঁ। তোমার সাথে যাব, মিস্ ন্যান্সি।'

'আমি ভাবছি, একাই যাব আমি,' বলল ও।

টেড মাথা ঝাঁকাল। 'নির্দেশ আছে, ম্যা'ম, বসের।'

ঘাবড়ে গেল ন্যান্সি। কুইন্সি যাতে আজ রাতের পরিকল্পনা বাতিল করে, সেজন্যে ওকে তার সাথে কথা বলতেই হবে। কিন্তু এইলোক সাথে থাকলে সেটা সম্ভব হবে না। খেপে গিয়ে বলল, 'তোমার নির্দেশের পরোয়া করি না আমি, টেড। একাই বেরোচ্ছি আমি!'

'না ম্যা'ম,' মৃদু তবে দৃঢ়তার সাথে বলল ডেক্সটার। 'আমি তোমার সাথে যাচ্ছি।'

ন্যান্সি মরিয়া হয়ে উঠল। 'আমি এলিন পোর্টারের ওখানে যাব, টেড!' টিচার এলিন পোর্টারের বাড়ি সান ডাস্টে যাবার পথ থেকে মাইল তিনেক দূরে।

আবার মাথা ঝাঁকাল টেড ডেক্সটার। 'তা হোক, ওরা যখন মিস্ অ্যানির দিকে গুলি ছুঁড়েছে, তখন তোমার দিকেও ছুঁড়তে পারে। তাছাড়া আমার ওপর নির্দেশ রয়েছে তোমাকে একা কোথাও যেতে না দেয়ার।'

www.boiRboi.blogspot.com

লোকটা নাছোড়বান্দা, কথা শোনানো যাবে না বুঝে এক মুহূর্ত ভাবল ন্যান্সি। তারপর বলল, 'আমি কিন্তু আজ রাতটা থাকব সেখানে।'

চিন্তা করল টেড। 'তাহলে তো বাগি নিয়ে বেরোতে হয়, কি বলো?'

আঁতকে উঠল ন্যান্সি। 'না না, তার দরকার হবে না,' দ্রুত বলল। 'জিনিসপত্র সামান্য যা দরকার স্যাডলব্যাগে ভরে নিচ্ছি আমি।' একটু থামল। 'তারপরও যেতে চাও তুমি?'

শ্রাগ করল ডেক্সটার। 'উপায় কি?'

জিনিসপত্র আনতে ঘরে গেল ন্যান্সি। টেড ঘোড়া দুটোকে পোর্চে নিয়ে এল। একটুপরই স্যাডলব্যাগ নিয়ে ন্যান্সি বেরিয়ে আসছে দেখে টেড এগিয়ে গেল ওটা তুলে নেয়ার জন্যে। শীতলভাবে ওকে অগ্রাহ্য করল মেয়েটি, সারা পথে লোকটার দিকে একবারও তাকাল না ও। একটা কথাও বলল না।

এলিন পোর্টারের কোরাল শূন্য দেখতে পেল টেড। ন্যান্সিও খেয়াল করল ব্যাপারটা, কিন্তু কিছু বলল না। ঘোড়া কোরালে রেখে ঘরের দিকে হেঁটে গেল চুপচাপ। টেড অনুসরণ করল তাকে। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আমাকে অপেক্ষা করতে বলো, মিস্ ন্যান্সি?'

ঘুরে তাকাল মেয়েটি। গলা চড়িয়ে বলল, 'না! তুমি এত নির্বোধ কেন? একা থাকতে দাও আমাকে, ফিরে যাও।'

হাত দিয়ে হ্যাট স্পর্শ করে পিছিয়ে গেল টেড। পেছনে সশব্দে দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল, কিন্তু তাকাল না সেদিকে। অপমানে কান গরম হয়ে গেছে। একলাফে স্যাডলে বসে ফিরে চলল সে। কিছু পথ এগোনোর পর অস্বস্তিবোধ করতে লাগল টেড। রিজের ওপর পৌঁছে ঘোড়া থামিয়ে নামল, একটা গাছের আড়ালে ওটাকে বেঁধে রেখে বসে পড়ল ঝোপের আড়ালে। এখান থেকে টিচারের

বাড়ি দেখা যায়। টোব্যাকো স্যাক বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল সে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলো।

অল্প কিছুক্ষণ পরই অবাক হলো ন্যান্সিকে কোরালে ঢুকতে দেখে। ঘোড়া হাঁকিয়ে দক্ষিণের সেডার হিলসের আড়ালে চলে গেল মেয়েটি দেখতে দেখতে। সিগারেট ফেলে দিয়ে চিন্তিত মনে ঘোড়ায় চাপল টেড। ন্যান্সির ট্রেইল অনুসরণ করে এগিয়ে চলল। মেয়েটি মিথ্যে বলেছে বুঝতে পেরে বিস্মিত।

সেডার হিলস্ অতিক্রম করে অরফ্যান ভ্যালির ওয়াগন রোড ধরেছে ন্যান্সি। মাইল খানেক বিস্তৃত উঁচু শেলের কাছে পৌঁছে ওর ট্রেইল হারিয়ে ফেলল টেড। আবার তা খুঁজে বের করতে ঘণ্টা খানেক সময় ব্যয় হয়ে গেল। ততক্ষণে সন্দিহান হয়ে উঠেছে সে। বুঝতে পেরেছে ন্যান্সি ইচ্ছে করেই ট্রেইল গোপন করার চেষ্টা করেছে। রাস্তা ছেড়ে পশ্চিমদিকে এগিয়েছে। তারপর শেল ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গেছে।

বেসিনের এদিককার চারণভূমি পার হয়ে ন্যান্সির ট্রেইল ক্যানিয়নের দিকে এগিয়ে গেছে। ক্যানিয়নের মুখে থামল টেড, কিছু মনে করার চেষ্টা করল। ক্যানিয়নের ওপাশে খানিকটা সমান জমি আর একটা ঘর আছে, মনে পড়ল ওর।

ধীরে ধীরে ক্যানিয়নের মধ্যে দিয়ে এগোল টেড। ও প্রান্তে পৌঁছে ডানদিকে সরে বোল্ডারের আড়ালে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল। সোজা নিচে একটা জীর্ণ শ্যাক। ওটার উঠানে একটা ঘোড়া। পোর্চে দু'হাতে থুতনি রেখে বসে আছে ন্যান্সি। মনে পড়ল টেডের, জায়গাটা আগে অন্য একজনের থাকলেও এখন ওটার মালিক বেন কুইন্সি।

লাইমস্টোন হাউসের মালিক জন শেফার্ডের মেয়ে তার বাবার চরম শত্রুর ঘরের দরজায় বসে আছে! কেন? এ কেমন কথা? হিসেব মেলাতে পারছে না টেড ডেক্সটার। বীতশ্রদ্ধ হয়ে হিসেব

www.boiRboi.blogspot.com

কষা বাদ দিয়ে শুধু দেখে যেতে থাকল সে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অধৈর্য হয়ে ইয়ার্ডে হাঁটাহাটি শুরু করল মেয়েটি। কিছুক্ষণ পর পর ঘাড় তুলে ট্রেইলের দিকে তাকাচ্ছে। অবশেষে সূর্য ডোবার একটু আগে হাল ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ল। কিন্তু ক্যানিয়নের দিকে না এসে উল্টোদিকে চলল।

দূর থেকে ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে উদ্বিগ্ন হলো টেড, এলাকাটা লাইমস্টোন হাউসের সাথে যুক্ত কারও জন্যে নিরাপদ নয়। তার ওপর অন্ধকার হয়ে আসছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোড়ার গতি দ্রুত করল সে। পূর্ণগতিতে ছুটল। খানিক দূর গিয়ে একটা বাঁক ঘুরেই ন্যান্সিকে দেখতে পেল, পেছনে ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গতি কমিয়ে ওর পাশে থামল কাউবয়। অন্ধকারে ন্যান্সির চেহারা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

'টেড নাকি?' প্রশ্ন করল মেয়েটি।

'আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত, মিস্ ন্যান্সি,' বলল টেড।

'কখন থেকে আমার পেছনে লেগেছ তুমি?' বিচলিত কণ্ঠ মেয়েটির।

'সেই প্রথম থেকে।'

'তাহলে তো তুমি আমাকে কুইন্সির ওখানে যেতে দেখেছ!'

'হ্যাঁ,' টেড নির্বিকার।

হাসতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ন্যান্সি। বেসুরো গলায় বলল, 'কি মনে হচ্ছে তোমার?'

অস্বস্তিভাব আড়াল করতে স্যাডলে কিছুটা নড়ে চড়ে বসল কাউবয়। 'সেটা তোমার ব্যাপার।' সাথে সাথে তাগাদা দিল, 'ফিরে যাওয়া উচিত এখন আমাদের।'

অনুগতের মত ঘোড়া ঘোরাল ন্যান্সি, দু'জনে পাশাপাশি ছুটল ক্যানিয়নের দিকে। ওটা পার হয়েও অনেকটা পথ চুপচাপ এগোল ওরা। টেড বুঝতে পারছে কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে।

কিন্তু আপাতত চুপ থাকাই ঠিক করেছে।

একসময় চাপ সইবার শক্তি হারিয়ে ফেলল মেয়েটি। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে টেডের ঘোড়ার ব্রিডল খামচে ধরে টেনে থামাল ওটাকে। গলা চড়িয়ে অধৈর্যের সাথে বলল, 'এভাবে চলতে পারে না! আমাকে জানতে হবে, আমাকে ভালবাস তুমি, তাই না?'

আচমকা আক্রমণে ঘাবড়ে গেল কাউবয়, কিন্তু সত্য গোপন করল না। কিছুটা কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে তুমি সবকিছু করতে তৈরি, তাই না?' বলে চলল ন্যান্সি, 'আমি তা জানি। সেজেন্যেই আমাকে অনুসরণ করছ তুমি। তোমার চোখ মুখ সে কথাই বলছে, ঠিক বলিনি?'

মাথা দোলাল টেড, মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। নিজের ঘোড়া টেডের আরও কাছে নিয়ে এল ন্যান্সি। হাত বাড়িয়ে ওর হাতের ওপর রাখল। 'তোমাকে ধন্যবাদ, টেড। তোমার সাহায্য খুব দরকার আমার,' থামল সে। ওর হাতের নিচে টেডের হাতের মাসলগুলো শক্ত হয়ে উঠছে টের পেল।

'আমি চাই তুমি আজ বিকেলের সব কথা ভুলে যাও,' কঠিন গলায় বলল ন্যান্সি। 'আমার আচরণ দেখে তুমি কি ভেবেছ জানতে চাই না আমি। কিন্তু এ ঘটনা যেন আর কেউ জানতে না পারে। কেউ না, টেড—কেউ না!'

'বেশ,' সংক্ষেপে জবাব দিল কাউবয়।

'আমাকে কথা দিচ্ছ তুমি?'

'হ্যাঁ।' সরে গিয়ে ওকে যাবার জন্যে জায়গা করে দিল 'ডেক্সটার।

লোকটার কাছ থেকে কথা আদায় করতে পেরেছে ন্যান্সি, কিন্তু সেজন্যে মর্যাদা প্রায় সবটুকুই বিসর্জন দিতে হলো। অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে স্পার দাবাল সে।

www.boiRboi.blogspot.com

সন্ধের আগেই ম্যাসাকার পার হয়ে উত্তরের পাল্টার কাছে পৌঁছে গেল কীন নর্টন। এখানকার পাঁচ কাউহ্যান্ডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে গেল জোসেফ ফার্গুসনের পালের দিকে। ওখানে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। তাকে ক্যাম্পে পৌঁছে দিল এক নাইট হার্ডার। ক্যাম্পের আগুন খানিক উস্কে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা ক্রুদের ডেকে নিজের কাজে ফিরে গেল লোকটা। রাতের পরিকল্পনা কীনের কাছে জানতে পেরে ক্রুরা যে যার কাজে নেমে পড়ল তখনই।

জোসেফের গরুর পাল এরমধ্যেই জড়ো করে রাখা হয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমের ঘন পাইন বনের মধ্যেকার অপ্রশস্ত ভ্যালিতে। জায়গাটা নদীর চর ও মাউন্টেন রেঞ্জের মাঝের মালভূমিতে। নিজের হাতের তালুর মতই সম্পূর্ণ অঞ্চলটা পরিচিত কীন নর্টনের। অনেকদিন পর একটা সত্যিকার কাজের দায়িত্ব পেয়েছে লাইমস্টোন হাউসের ফোরম্যান। অনেকদিন বসে থেকে যেন হাতে পায়ে জঙ ধরে গেছে, এখন বোধহয় সেসব ঝরানো যাবে। রোমাঞ্চ বোধ করছে নর্টন। নিজের ক্ষমতা, যোগ্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তার।

জোসেফকে জিজ্ঞেস করল, 'কতগুলো হয়েছে তোমার?'

'বক্স ক্যানিয়নের ওপাশে পিটারেরগুলো নিয়ে সোয়া আটশোর মত।'

মাথা দোলাল কীন। লোকবল এখন যা আছে, তা দিয়ে একবার যদি সবগুলোকে ক্যানিয়নের ওপাশে ঠেলে নেয়া যায়, তাহলে দ্রুত নদী পার করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। উঠে দাঁড়াল সে, তার সাথে ফার্গুসনও দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইরে চাক ওয়াগনটার পাশে ছোট একটা আগুন জ্বেলে গুন্ গুন্ করছে এক পাঞ্চার। সেদিকে হাঁটা শুরু করল কীন, তার একটু পেছনে ফার্গুসন। বলতে শুরু করল

ফার্গুসন. 'কুইন্সিকে সামাল দেয়ার ব্যাপারটা ভাল করে...'

থেমে গেল সে. কীনও দাঁড়িয়ে পড়ল। দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে একটা গুলির শব্দ এসেছে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল ওরা। আবার একযোগে অনেকগুলো গুলির শব্দ ভেসে এল। ঘুরেই ঘোড়ার দিকে ছুটল ফোরম্যান, চিৎকার করে বলল, 'নদীর দিকে ফিরিয়ে দাও ওগুলোকে!' বুঝে ফেলেছে সে এখনই স্ট্যাম্পেড শুরু হবে। কাজেই যে করে হোক, গরুগুলোকে নদীর দিকেই ঠেলে নিতে হবে।

স্যাডলে বসতে বসতেই শব্দটা শুনতে পেল সে। আতঙ্কে মুখ বিকৃত হয়ে গেল। ঘুমন্ত পশুগুলো আচমকা গুলির শব্দে জেগে উঠে প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছুটে পালাচ্ছে। আবারও গুলির শব্দ শুনল সে। একের পর এক অনবরত গুলি চলছে।

একটু পরই সামনে একপাল গরু দেখতে পেল নর্টন, প্রাণভয়ে ডাক ছাড়তে ছাড়তে ছুটে আসছে মাটি কাঁপিয়ে। রাইফেল তুলল সে, ওগুলোর সামনের মাটি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না পশুগুলো। দিক পরিবর্তনও করল না। গোঁয়ারের মত এদিকেই ছুটে আসছে সোজা। ঘোড়াটাকে স্থির রাখতে পারছে না কীন নর্টন, ঘাবড়ে গেছে ওটা।

এসে পড়ল পালের অগ্রগামী দলটা। কীনের সব চেষ্টা মাটি করে ঘোড়াটাও ওদের আগে আগে ছুটতে শুরু করল সোজা ক্যাম্প লক্ষ করে। মরিয়া চেষ্টায় সামনের ষাঁড়টার দিকে ঘোড়া নিয়ে এগোল কীন, ওটার পাশে মাটিতে গুলি করল। কোন লাভ হলো না, দিক পাল্টাল না ওটা।

আর মাত্র দুটো বুলেট বাকি আছে। স্যাডলের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল কীন। মেঘের গর্জন তুলে ছুটে আসতে থাকা গরুগুলোর দিকে তাকাল। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ওগুলোর পাশাপাশি ছুটে আসতে থাকা দুই রাইডারের কাঠামো দেখতে

www.boiRboi.blogspot.com

পেল সে। নিশ্চই বেন কুইন্সির লোক ওরা। সমানে গুলি চালাচ্ছে। এতক্ষণ চেষ্টা করেও পশুগুলোর দিক পরিবর্তন করাতে না পারার কারণ বুঝল সে। ওগুলোর ঘাড়ের ওপর সওয়ার হয়ে গুলি করছিল লোক দুটো, দিক পাল্টাবার সুযোগই দেয়নি। রাইফেল তুলে নিল নর্টন, অসহ্য রাগে সারাদেহ কাঁপছে তার। পর পর দুটো ফায়ার করল সামনের রাইডারকে লক্ষ্য করে, স্ট্যাম্পেডিঙের ভয়াবহ আওয়াজ ছাপিয়েও বিকট এক আর্তনাদ কানে এল তার। ঘুরে ক্যাম্পের দিকে ছুটল কীন নর্টন।

ঘাড়ত্যাড়া ফার্গুসন এ অবস্থায়ও তার পালাতে উদ্যত ঘোড়ার সাথে একটা দড়ির ফাঁস নিয়ে লড়াই করছে। চেঁচিয়ে তাকে পালাবার নির্দেশ দিয়ে শূন্য ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল কীন।

দেখতে দেখতে আতঙ্কিত অগ্রগামী দলটা ত্রসে পড়ল ক্যাম্পের ওপর। আগুন পাশ কাটাতে গিয়ে একটা আরেকটার ওপর আছড়ে পড়ছে। ওদের হুড়োহুড়ির ধাক্কা কীনের পনির ওপরও এসে পড়ল। ষাঁড়গুলো তেড়ে এল পনির দিকে। চাক ওয়াগনটা চোখে পড়ল তার, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। এলোপাতাড়ি ধাক্কায় ওটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘোড়াটা। ভীত-সন্ত্রস্ত ষাঁড়ের একের পর এক ধাক্কায় ওটার অবস্থা কাহিল। চাপের চোটে উল্টে গেল চাক ওয়াগন।

মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করতে থাকা পনির পিঠের নিচে আটকে পড়া পা মুক্ত করে একলাফে ওয়াগনের সাইডবোর্ড ধরে ওটার ওপর উঠে এল নর্টন। তারপর এক গড়ান দিয়ে উল্টোদিকের মাটিতে পড়ল। প্রায় মাটির সাথে ঝুঁকে ওটাকে ধরে বসে রইল। ওয়াগন বেড ও মাটির মধ্যেকার সামান্য ফাঁক দিয়ে ক্যাম্প মাটিতে মিশে যেতে দেখল সে অসহায়ের মত। ফার্গুসনকে একটা ষাঁড়ের ধাক্কায় উল্টে পড়তে দেখল, শিঙের গুঁতো আর লাথি খেতে খেতে উড়ে গেল লোকটা ঢালের দিকে। তার ঘোড়াটা পালাবার ফাঁক

খুঁজতে আগুপিছু করতে করতে ধাক্কা খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল. ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে অনেকগুলো ধাবমান গরুর পায়ের তলায় পিষ্ট হলো বেচারী। তারপর উদ্‌ভ্রান্ত পশুগুলোর পায়ে পায়ে একসময় দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ গরুটাও অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে। ওখানে অন্ধকারে ঝোপে ঝাড়ে বাধা পেয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সহস্র দিকে ছুটবে ওগুলো, যতক্ষণ না থামবে ততক্ষণ থামবে না।

ওয়াগনের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল বিধ্বস্ত ফোরম্যান। কোরালের অস্তিত্বই নেই, ওর ভেতরের ওয়াগন টানা ঘোড়াগুলোও উধাও। ওখানে এখন কালিগোলা অন্ধকার। খানিকক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে রইল সে। কাউকে ডাকাডাকি করার কোন অর্থ হয় না এখন, বনের মধ্যে পশুগুলোর সম্মিলিত আওয়াজ এতবেশি যে তা ভেদ করে সে ডাক কারও কানে পৌঁছবে না।

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে আগুন জ্বালল সে। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব কষতে চেষ্টা করল। একটু পর গাছের আড়াল থেকে একে একে টলতে টলতে বেরিয়ে এল পাঞ্চারের দল। ঘুম ভেঙেই এতবড় এক বিভীষিকার মুখোমুখি হতে হবে, কে জানত। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ফ্যালফেলে চাউনি একেকজনের। অন্ধকারে দূর থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে 'হ্যালো!' বলে নিজের উপস্থিতি জানাল। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার নাইট হার্ডার, ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো সে একটু পর। প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে তার ঘোড়া, টলছে একটু একটু। তখন এই লোকটাই কীনকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পে। একে একে ক্যাম্পের সব ক্রু এসে হাজির হলো, ফিরল না শুধু জোসেফ ফার্গুসন।

ওকে যেখানে পড়ে যেতে দেখেছিল, সেদিকে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল কীন। তারপর ঢাল বেয়ে নেমে খুঁজল। কিছুসময় পর

পেল তাকে, এবং ম্লানমুখে ফিরে এসে টার্পুলিনের ছেঁড়া একটা টুকরো তুলে নিয়ে গিয়ে ফার্গুসনের দেহের অবশিষ্টাংশ পরম যত্নে ঢেকে দিল। কেউ কিছু বলল না। মাটির দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল সবাই।

অনেকক্ষণ পর কথা বলল ফোরম্যান। প্রশ্ন করল নাইট হার্ডারকে, 'কিভাবে ঘটল সব?'

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা, কীন। একেবারে আচমকা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ওরা, কাউকে দেখতে পর্যন্ত পাইনি।'

আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল অন্যমনস্ক কীন। ভীষণ চিন্তিত। ডেড লাইনের মাত্র আটদিন বাকি, অথচ ছত্রভঙ্গ পশুগুলোকে দূর দূরান্ত থেকে একটা একটা করে খুঁজে আবার জড়ো করতে কম করেও দুই সপ্তা লাগবে।

'ঘোড়ার কি করবে?' সঙ্কোচের সাথে বলল নাইট হার্ডার।

চোখ বড় করে তার দিকে তাকাল ফোরম্যান। 'তুমি এসো আমার সাথে, নতুন কয়েকটা নিয়ে আসবে।'

ফার্গুসনের কথা ভুলতে পারছে না কেউ। শপথ করল এক পাঞ্চার, 'কুইন্সি যাতে আজ রাতের কথা মনে রাখে, সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

লোকটার দিকে তাকাল কীন। কিন্তু দৃষ্টি তার পেছনে। আগুনের আলোয় একটা ঘোড়ার চোখ জ্বলজ্বল করছে। সেদিকে এগোতে মাটিতে পড়ে থাকা এক লোককে দেখতে পেল কীন, এক পা ঘোড়াটার স্টিরাপে আটকে রয়েছে তার, হাতে লাগাম পেঁচিয়ে রয়েছে তখনও। দু'চোখ বিস্ফারিত, দেহ স্থির। চেহারায় স্থায়ী আতঙ্কের ছাপ। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল কীন। ঝুঁকে দেখল লোকটাকে। ডেনিস রিচির ছেলে ও, ববি। নর্টনের বুলেট ঢুকেছে ঠিক হৃৎপিণ্ডে, স্যাডল থেকে ফেলে দিয়েছে ছেলেটাকে। হয়তো

www.boiRboi.blogspot.com

ওকে এ পর্যন্ত হেঁচড়ে নিয়ে এসে আলো দেখে দোটানায় পড়েছে ঘোড়াটা, দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ক্যাম্পের সবাই এসে জড়ো হলো। মৃত ববিকে দেখে আঁতকে উঠল কয়েকজন। দারুণ ফুর্তিবাজ ছেলে ছিল। মাত্র মাসখানেক আগেও নাচের পার্টিতে দেখা হয়েছিল ওদের। ছেলেটার চমৎকার কৌতুক বলার ঢঙ পছন্দ করত সবাই। ফার্গুসনের পরিবর্তে ওর মৃত্যুতে খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু হতে পারল না কেউ। বিমর্ষ লোকগুলো ধরাধরি করে দেহটা আগুনের পাশে এনে যত্নের সাথে শোয়াল। কীন নর্টন নিজেও খুব দুঃখ পেয়েছে এ ঘটনায়। কিন্তু করার কিছু নেই তার। বিধ্বস্ত অবস্থায় আগুনের পাশে বসে থাকল সে।

এদিকে ক্যাম্পের কুক মাটি থেকে হাতড়ে হাতড়ে দোমড়ানো মোচড়ানো জিনিসপত্র উদ্ধারের চেষ্টা করছে। অন্যেরা ওয়াগন ঠিক করতে ব্যস্ত। খানিকপর কফি খেয়ে উঠে পড়ল কীন। নাইট হার্ডারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ভোর হবার আগেই নদী পার হলো ওরা। হার্ডারকে র‍্যাঞ্চে পাঠিয়ে দিয়ে নর্টন চলল ম্যাসাকারের পারঘেঁষা ওয়াগন রোড ধরে। মাইলকয়েক এগিয়ে কটনউড বনের মধ্যে রিচিদের ইয়ার্ডে থামল সে। ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে। বিশাল বিশাল কটনউডের কাণ্ড দিয়ে তৈরি ওদের শ্যাক। ডাক শুনে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল বৃদ্ধ ডেনিস।

তার চেহারা দেখে ভেতরটা মুচড়ে উঠল কীনের। ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার ছেলে আমার ক্যাম্পে পড়ে আছে, ডেনিস। ওকে বয়ে আনার মত আমার কাছে কিছু নেই, তাই আনতে পারিনি।'

'ধন্যবাদ, কীন।' ভাবলেশহীন কণ্ঠ ডেনিসের।

ডেনিস রিচিকে আলাদা চোখে দেখে নর্টন। ছেলে বউ শহরে রেখে লাইমস্টোন হাউসে পাঞ্চারের কাজ করত সে একসময়।

www.boiRboi.blogspot.com

নির্ভরযোগ্য লোক ছিল। নিজের একপাল গরু রাখার অনুমতি তাকে দিয়েছিল জন শেফার্ড। এক বছর খুব ভাল লাভ হলো, তাই চাকরি ছেড়ে এখানে এসে উঠল লোকটা। শেফার্ড, নর্টন কেউ কখনও উত্যক্ত করেনি। লোকটা ছোট র‍্যাঞ্চারদের দলে ভিড়েছে শুধু তাদের সাথে সহমর্মিতা দেখানোর জন্যে। অথচ গতরাতে তার যে লোকসান হলো, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চটির মালিক হলেও তা পূরণ হবে না কোনদিন।

মনটা ভার হয়ে গেল ফোরম্যানের। আন্তরিকতার সাথে বলল, 'আমি দুঃখিত, ডেনিস। কথাটা বিশ্বাস কোরো তুমি।'

কোন কথা নেই বৃদ্ধের মুখে। উদাস দৃষ্টি মেলে থ্রী ব্রেভসের বরফজমা শৃঙ্গগুলোর ওপর দিয়ে দূরে তাকিয়ে রইল।

ঘোড়ার মুখ ঘোরাল নর্টন। শান্তকণ্ঠে বলল, 'জোসেফ ফার্গুসনকে জেলি বানানো হয়েছে একই সময়।' ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকে দেখল ডেনিস, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে নিল। 'অনেক হলো। এবার এসব বাদ দাও, ডেনিস। তোমার ক্ষতি সারাজীবনেও পোষানোর ক্ষমতা কারও নেই।'

বেরিয়ে এল ফোরম্যান। শ্যাকের দরজায় হেলান দিয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল ডেনিস রিচি।

পাঁচ

কীন নর্টন চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ উদাস চোখে একভাবে থ্রী ব্রেভসের দিকে তাকিয়ে রইল ডেনিস। চোখ দুটো জবাফুলের মত

লাল। কপালের শিরা দপদপ্ করে লাফাচ্ছে, চামড়া ফেটে বেরিয়ে পড়বে যেন। বুকের ভেতর হাহাকার করছে লোকটার, গলার কাছে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে রয়েছে, ওঠে না, নামেও না।

একসময় রাইফেলটা দরজার বাইরে ঠেস্ দিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল সে। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই বেরিয়ে এল। ভেতরে দম বন্ধ হয়ে আসছে। সবকিছুই যেন পরিহাস করছে তাকে। কাছের একখণ্ড পাথরের ওপর গিয়ে বসল সে। পাইপে তামাক ভরে না ধরিয়েই টানতে শুরু করল। আগুন ধরাতে ভুলে গেছে।

কিছুক্ষণ পর বাড়ির চারদিকে ব্যস্ত পায়ে হাঁটতে শুরু করল লোকটা। দু'হাত পেছনে বাঁধা, দৃষ্টি মাটির দিকে। মাঝে মধ্যে বিড়বিড় করছে আর মাথা দোলাচ্ছে, যেন কারও সাথে জটিল বিষয়ে আলোচনা করছে।

বেলা বাড়তে কিছুটা স্থির হলো ডেনিস। ঘরে ঢুকে খাবার তৈরি করে খেলো। তারপর শেলফের ওপরের বাদামী রঙের এক ভাঙা টী পটে রাখা নিজের যাবতীয় সঞ্চয় বের করে পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। একটা পোটলাও ঝুলছে তার কাঁধে। রাইফেল নিয়ে হনহন্ করে কোরালে ঢুকল বৃদ্ধ। একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল, তারপর অন্যটার বাঁধন খুলে দিয়ে বেরিয়ে এল সোজা। একবারও তাকাল না পেছনে।

শহরে থামল না, ডাগ রোড ধরে রিমের ওপর পৌঁছে স্যাডলে ঘুরে বসল। পূর্ণ দৃষ্টি মেলে পেছনে তাকাল। বেসিনের অনেকখানি নজরে পড়ে এখান থেকে। জীবনের অনেকটা মূল্যবান সময় কাটিয়েছে সে এখানে—এই রিম আর ওই পর্বতমালার মধ্যবর্তী জায়গায় একদিন তার স্ত্রী ছিল, ছেলে ববি ছিল। হাসিখুশিতে ভরা ছোট্ট একটা সংসার ছিল। আজ সে সব ইতিহাস। ওরা কেউ নেই আজ। অসময়ে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। বুক বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখতে পারল না বৃদ্ধ।

www.boiRboi.blogspot.com

আবার চলতে শুরু করল। সমতল রেঞ্জ পার হয়ে পুবদিকে এগোল। র‍্যাফট মাউন্টেন রেঞ্জের চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে চলার সময় দিনের আলো ফুরিয়ে এল। সামনের পাহাড়গুলো ক্রমে নিচু হয়ে লঙরিচ মরুভূমিতে গিয়ে মিশেছে। একটুপর কমিশারির আলো চোখে পড়ল। রাত নেমে গেছে। চিন্তিত ডেনিস বারদুয়েক পথ হারাল, তারপর একসময় পৌঁছল কমিশারিতে।

দেড় দশক আগে ইন্ডিয়ানদের উচ্ছেদ করার জন্যে আর্মি গ্যারিসন অস্থায়ী ঘাঁটি বানিয়েছিল এখানে। কাজ শেষে ওরা চলে গেছে অনেকদিন, কিন্তু জায়গাটার নাম চিরদিনের জন্যেই কমিশারি হয়ে গেছে। কয়েকটা হোটেল, সেলুন, ভ্যারাইটি স্টোর, ব্ল্যাকস্মিথ শপ, বার্বার শপ গজিয়ে উঠেছে এখানে। বিভিন্নদিক থেকে ডজনখানেক ট্রেইল এসে মিশেছে শহরে। আশেপাশের পঞ্চাশ-একশো মাইলের মধ্যে যত ছোট ছোট র‍্যাঞ্চার আছে, নিজেদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া পশুর সন্ধানে প্রথমে এখানেই ভিড় করে তারা।

শহরের প্রধান ও একমাত্র সড়ক ধরে হোটেলের সামনে এসে থামল ডেনিস। টাই রেইলে ঘোড়া বাঁধার সময় ডানদিকে পোর্চের শেষ মাথায় অন্ধকারে একটুকরো আগুন একবার উজ্জ্বল হয়ে আবার নিস্তেজ হয়ে যেতে দেখল। কেউ একজন সিগারেট টানছে ওখানে বসে।

দরজা খুলে লবিতে ঢুকল ডেনিস। এক ওয়েটারকে দেখে বলল, 'খাওয়া দাওয়া কিছু পাব?'

'রাত অনেক হয়েছে,' জবাবে বলল সে। 'দেখি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কি না। আধঘণ্টা অপেক্ষা করো।'

বেরিয়ে এল ডেনিস। পোর্চের ধাপ পেরিয়ে রাস্তায় নামতেই পাশের সেলুন থেকে হাসির শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল। অন্ধকারে সিগারেট টানতে থাকা লোকটার সামনে দিয়ে গিয়ে সেলুনে ঢুকে

পড়ল সে। বারটেন্ডার ও একজন খদ্দের কি যেন আলাপ করছিল, তাকে দেখে চুপ হয়ে গেল।

বারটা ছোট। টেবিল চেয়ার সব এ মুহূর্তে ফাঁকা। হোটেল লবিতে সরাসরি যাওয়া আসার একটা দরজা আছে কাউন্টারের পাশের দেয়ালে। এগিয়ে এসে হুইস্কির অর্ডার দিল ডেনিস। টেন্ডার তার সামনের লোকটার দিকে তাকাল, সাথে সাথে লবির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

তার ঘোড়ার ব্র্যান্ড দেখতে গেল ব্যাটা, বুঝল ডেনিস। যাক্‌গে। কিছুই এসে যায় না। বড় ক্লান্ত লাগছে নিজেকে তার। এখন একা থাকতে চায় সে—চিরদিনের জন্যেই। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে পড়ল।

সে যখন বারের পেছনের আয়নার দিকে তাকিয়ে অবসন্ন মনে ভাবছে, তখনই ভেতরে ঢুকল ডিক ফ্যারেল। আয়নায় তাকে দেখল বৃদ্ধ। কোনদিকে না তাকিয়ে কোণার এক টেবিলে বসতে বসতে হুইস্কির অর্ডার দিল সে। লোকটা তাকেই অনুসরণ করে এসেছে কি না ভাবল ডেনিস। রিপল ফোর্ডের গতকাল সকালের সেই ঘটনার পর আর ওকে দেখেনি সে। যাক্‌গে, মরুক্‌গে। কিছুই পরোয়া করবে না ডেনিস। অতীতকে সে পেছনে ফেলে এসেছে চিরদিনের জন্যে।

কোনদিকে না তাকিয়ে হুইস্কি শেষ করল টেক্সান, তারপর ঘুরে বসল ডেনিসের দিকে। 'তুমি কি আমার খোঁজে এসেছ?' স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'না!'

'আর একবার জিজ্ঞেস করছি।'

'প্রয়োজন নেই। আমার যা বলার একবারই বলেছি!' দৃঢ়ভাবে বলল বৃদ্ধ।

পানীয়ের দাম চুকিয়ে বেরিয়ে গেল যুবক। আরেকবার হুইস্কি

www.boiRboi.blogspot.com

নিল ডেনিস। জীবনে সে একসাথে দুটো ড্রিঙ্ক নেয়নি, এই প্রথম। ঠিক করল পুরনো নিয়ম কানুন আর মানবে না সে।

পোর্চের আগের জায়গায় এসে বসল ফ্যারেল। নিশ্চিন্ত। লোকটা তার খোঁজে আসেনি। সকাল কেটেছে তার ব্ল্যাকস্মিথের সাথে ঘোড়ার নাল ঠিক করতে। বিকেল থেকে এই চেয়ারে বসে আছে, খাবার সময় ছাড়া একবারও ওঠেনি। সারাক্ষণ ভাবছে, নিজের সাথে লড়াই করেছে, যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছে—কেন করল সে একাজ। কেন সে জন শেফার্ডের জীবন রক্ষা করল? কেবলই মনে হচ্ছে পুরনো জীবন তার ধ্বংস হয়ে গেছে ওই ঘটনার সাথে সাথে।

অন্যরকম একটা ভাবনা পাখা মেলতে চাইল, কিন্তু দৃঢ়ভাবে সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে ও। হঠাৎ সচকিত হলো এগিয়ে আসতে থাকা দুটো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে। শব্দটা ভাল করে শোনার চেষ্টা করল, এবার মনে হলো যেন একটা ঘোড়াই।

সেলুন থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ডেনিস। ঘোড়ার শব্দে সে-ও মাথা তুলে তাকাল সামনের দিকে।

'ডেনিস!' ডাক দিল রাইডার। কণ্ঠটা বেন কুইন্সির।

দাঁড়িয়ে পড়ল বৃদ্ধ। তার পাশে ঘোড়া দাঁড় করাল কুইন্সি। সেলুনের জানালা দিয়ে বাইরে আসা চৌকো আলোয় লোকটার পা ও ঘোড়াটা শুধু দেখতে পাচ্ছে ফ্যারেল।

'ববির কথা শুনেছি আমি,' সমবেদনার কণ্ঠে বলল কুইন্সি। 'শেফার্ডকে খুন করে আমি তার বদলা নেব।'

'তাতে আমার ছেলে ফিরে আসবে?' আনমনে প্রশ্ন করল বৃদ্ধ।

'অন্তত আমার মন তাতে ভারমুক্ত হবে!'

সেলুনের আলোয় কুইন্সির প্রতি তার চেহারায় ফুটে ওঠা ঘৃণা টেক্সানের দৃষ্টি এড়াল না। 'এই কথা বলতে এত পথ এসেছ তুমি?'

বেন ইতস্তত করল। 'ঠিক তা নয়। সকাল থেকে তোমার খোঁজ

করছি আমি। খুঁজতে খুঁজতে...। সে যাক, এখানে কেন এসেছ?'

'দেশ ছেড়ে যাচ্ছি আমি।'

চোখ বড় হয়ে গেল কুইন্সির। 'কিন্তু লড়াই তো প্রায় জিতে গেছি আমরা। শেফার্ডের দু'দুটো গরুর পাল থ্রী ব্রেভসের দিকে ভাগিয়ে দিয়েছি...'

বাধা দিয়ে তিক্তকণ্ঠে বলল ডেনিস, 'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি।' পোর্চের দিকে ঘুরল সে।

'ফ্যারেল আছে এখানে?' পেছন থেকে বলল কুইন্সি।

'এসেছ যখন নিজেই খুঁজে দেখো,' খেঁকিয়ে উঠল বৃদ্ধ। হোটেলের লবিতে ঢুকে পড়ল।

ফ্যারেল লক্ষ করছে কুইন্সিকে। স্যাডলে পেছন ফিরে বসল লোকটা, হাত তুলে কারও উদ্দেশে নাড়ল। তারপর ঘোড়া টাই রেইলে বেঁধে সে-ও লবিতে ঢুকল। অন্ধকারে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল ফ্যারেল কিছুক্ষণ। একবার মনে হলো একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। নিশ্চিন্ত হলো, বাইরে আরেকজনের কথা মনে রাখতে হবে তাকে। উঠে পড়ল। লবিতে ঢুকে দেখল ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে শূন্য ডাইনিঙ রুমে উঁকি দিচ্ছে কুইন্সি।

পায়ের শব্দে ঘুরে তাকে দেখে হাসল। 'ফ্যারেল! কোথায় ছিলে তুমি? কাল রাত থেকে সারাটা দেশ চষে বেড়িয়েছি আমি তোমার খোঁজে!'

'এখানে কি ভেবে এলে?' ফ্যারেলের কণ্ঠস্বর কিছুটা রুক্ষ।

'টোবিয়াস বলল তুমি কমিশারি রোডের দিকে এসেছ। শুনে একটা চান্স নিলাম আর কি!' এগিয়ে এসে ওর বাহু ধরল কুইন্সি। 'চলো, খবর আছে।'

কোন পরিবর্তন হলো না ফ্যারেলের চেহারায়। এগিয়ে গিয়ে লবির দরজা দিয়ে সেলুনে ঢুকল। কাউন্টার থেকে পানীয় আর কয়েকটা সিগার নিয়ে হাত ইশারায় টেন্ডারকে চলে যেতে বলল

www.boiRboi.blogspot.com

কুইন্সি। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে কোণার এক টেবিলে বসল ফ্যারেল। কাজটা বোকার মত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুরুতেই বেনের মনে সন্দেহ ঢোকাতে চায়নি বলেই ঝুঁকিটা নিল। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখল গ্লাস, বোতল আর সিগার নিয়ে এগিয়ে আসছে কুইন্সি।

সিগারগুলো টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল সে। কাপড় চোপড়ে পুরু হয়ে ধুলোবালি জমেছে, নড়াচড়ার সময় ভাঁজ থেকে ঝুরঝুর করে পড়ছে। সেই সকালে ম্যাসাকার থেকে বেরিয়েছে লোকটা, কোথায় কোথায় ঘুরেছে কে জানে, তারপর আবার এতটা পথ পার হয়ে এখানে এসেছে, তবু ক্লান্তির তেমন প্রকাশ নেই চোখে-মুখে।

দুটো গ্লাস ভরল কুইন্সি। যে যার গ্লাস তুলে চুমুক দিল। সিগার ধরিয়ে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল কুইন্সি, তারপর দাঁত দিয়ে ওটাকে চেপে ধরে রইল। ফ্যারেল বুঝতে পারছে নিজেকে তৈরি করছে লোকটা। তৈরি সে নিজেও হয়ে আছে। কুইন্সিকে দেখেই বুঝে নিয়েছে সে এখানে কি ঘটতে যাচ্ছে আজ রাতে।

সরাসরি ওর দিকে তাকাল বেন কুইন্সি। 'প্রশ্নটা সোজাসুজিই করছি, ফ্যারেল, কি করছ এখানে?'

'কেটে পড়ছি,' ঝটপট জবাব দিল ফ্যারেল।

ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নিশ্চই আছে?'

'আছে। একটা নয়, দুটো। জো বাগনার আর টম হ্যাচেট।'

'ব্যাপারটা শুনেছি আমি। তাতে কি হয়েছে?'

'লোক দুটো শেফার্ডকে খুন করতে যাচ্ছিল, বেন। শেষে আমাকেই দেখতে হলো ব্যাপারটা।'

'সেজন্যে আমি খুশি, ফ্যারেল।'

পান্সে হাসি দিয়ে বলল টেক্সান, 'তাই নাকি? কিন্তু আমি যখন বাগনারকে সরে যেতে বললাম, সে কিন্তু তোমার দোহাই দিয়ে অন্যকিছু বলেছিল।'

মোটেও বিব্রত হলো না কুইন্সি, বরং আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল, 'যখন ওদেরকে কাজে নেই, বেতনের কথা শুনে মুখ হাঁ হয়ে গেল দুটোরই। একটা ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যেই তখন বলেছিলাম পরিস্থিতি হয়তো খুনোখুনির দিকে গড়াতে পারে। স্রেফ কথার কথা ছিল ওটা! কিন্তু ওরা তাকে সত্যি বলে ধরে রেখেছে কি করে বুঝব আমি?' একটু থেমে আবার বলল, 'আশা করি তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছ!'

গম্ভীর হলো ফ্যারেল। 'আর এই মুহূর্তে জানালার বাইরে থেকে আমাকে রাইফেলের নিশানা বানিয়ে রেখেছে কেউ একজন, তোমার কথায় রাজি না হলে আমার পিঠে গুলি ঢুকিয়ে দেবে, সেটার কি ব্যাখ্যা, কুইন্সি? খুনের নেশা পেয়ে বসেছে তোমাকে। একটু আগে শুনলাম বুড়ো ডেনিসের একমাত্র ছেলেটা খুন হয়েছে। আরও কত কি ঘটাবে তুমি সামনে, কে জানে। কোনরকম খুনোখুনির সাথে সংস্রব রাখতে চাই না আমি।'

সামনে ঝুঁকল কুইন্সি। উত্তেজিত। 'এভাবে কেন বলছ? বাক্স বাক্স টাকা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে, আর কি সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করে মরছ তুমি!'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে!'

'তার মানে তুমি নেই?' আরও ঝুঁকে এল সে।

মাথা দোলাল টেক্সান, 'ঠিক ধরেছ। তার মানে আমি নেই।'

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইল বেন। 'আমার কথা শোনো, ফ্যারেল। শেফার্ড মরেনি, এমনকি আহতও হয়নি। আর ববির ব্যাপারটা দুর্ঘটনা মাত্র। কাল সারারাত ধরে ফরেস্টের গরুগুলো তাড়িয়েছি আমরা, কোথায় কোন্‌টা গেছে খুঁজে বের

www.boiRboi.blogspot.com

করতে শেফার্ডকে তার সমস্ত ক্রু লাগাতে হবে। এতে পার করে বেসিনে আনা গরুর পাল পাহারার জন্যে কোন লোক থাকছে না, অর্থাৎ আমাদের হাতে পুরোপুরি আটকা পড়ে গেছে ধাড়িটা।'

'তাহলে তো কাজ সেরেই ফেলেছ তুমি, আমার জন্যে ভাবছ কেন?'

'এখনই তো তোমাকে সব চাইতে বেশি দরকার, কেন বুঝছ না? আমি যদি লাইমস্টোন হাউসে যাইও, তুমি কি মনে করো শেফার্ড আমার সাথে ডীল করবে? আমার কাছে গরু বেচতে রাজি হবে? উল্টে তখন কিন্তু, বেঞ্জামিন সবার সাথে কথা বলবে সে, ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারটা সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করবে। করবে না?'

'আমার ধারণা তোমার সাথে ব্যবসা করার চাইতে সে তার গরুগুলো আর্মির হাতেই তুলে দেয়া বেশি পছন্দ করবে।'

হাতের তালু দিয়ে টেবিলে জোরে এক চাপড় মারল কুইন্সি। 'একদম ঠিক বলেছ তুমি। কিন্তু নতুন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে গতকাল, যার নায়ক তুমি। মরা মানুষ শেফার্ডকে বাঁচিয়ে রেখেছ তুমিই, সে কথা ভুলবে না লোকটা। তোমার প্রতি নিশ্চই এখন খুব কৃতজ্ঞ সে। এটাকেই কাজে লাগাতে চাই আমি।

'তার কাছে গিয়ে তুমি যদি পরিস্থিতির ব্যাপারে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করো, বিশ্বাস করবে সে। রিজার্ভেশন থেকে গরু পার করে আনতে না দেবার আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তখন নিজের প্রস্তাব তার সামনে রাখো। আমার বিশ্বাস সে তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে। কারণ তার উপায় নেই। ডেড লাইন কাছিয়ে আসছে। অবশ্য দামটা আমাদের কথামত কম বলবে। কি বলো?' থেমে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল সে টেক্সানের মুখের দিকে। 'রাজি?'

টেবিল থেকে একটা সিগার তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে

লাগল যুবক। কয়েক সেকেন্ড পর মুখ তুলে কুইন্সির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না।'

'না?'

'না।'

একদম খাড়া হয়ে গেল লোকটা। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর ফ্যাকাসেমত একটু হেসে গ্লাসটা তুলতে গিয়ে ফেলে দিল টেবিল থেকে, দাঁড়িয়ে পড়ার উদ্যোগ নিল।

সঙ্কেতটা বুঝল টেক্সান। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে টেবিলটা দিয়ে জোরে গুঁতো মেরে বসল কুইন্সির পেটের ওপর। চিৎ হয়ে পড়া থেকে বাঁচতে ওটা খাবলে ধরতে গেল কুইন্সি, এই সময়ে বাইরে কারও দৌড়ে আসার শব্দ শুনতে পেয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টেক্সান। বেকায়দা মত উল্টে পড়ল লোকটা, ওর মধ্যেও অস্ত্র বের করার চেষ্টা করছে দেখে তার বুকের ওপর চেপে বসে ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিল।

পরক্ষণে গুলি করে মাথার ওপরের ঝুলন্ত লণ্ঠনটা চুরমার করে দিল। তারপর দরজা লক্ষ্য করে খালি করে ফেলল চেম্বার, থেমে গেল ছুটে আসতে থাকা পদশব্দ। এরপর ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল যুবক, আবছাভাবে বেনের কাঠামো দেখতে পেল, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে। ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে মাথা দিয়ে এক গুঁতো মারল লোকটার পেটের ওপর। একই সাথে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি চালাল মুখ সই করে। ছিট্‌কে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল কুইন্সি। সরে গেল ফ্যারেল পাশের দেয়ালের দিকে।

বাইরে কুইন্সির গানম্যান পড়ে গেছে মহা ফাঁপরে। কি করা উচিত ঠিক করে উঠতে পারছে না বেচারা। হাঁচড়ে পাঁচড়ে কুইন্সির উঠে দাঁড়াবার শব্দ শুনতে পেল ডিক ফ্যারেল, একটা চেয়ার তুলে শব্দ লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে মারল। কঠিন আঘাতে টুকরো

www.boiRboi.blogspot.com

টুকরো হয়ে গেল জিনিসটা। প্রচণ্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে অশ্রাব্য খিস্তি শুরু করল কুইন্সি। আবার একটা চেয়ার ছুঁড়ল ডিক, কিন্তু এবার সেটা লক্ষ্য ভুল করে কাউন্টারের আয়নার ওপর পড়ল, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল জিনিসটা। লবির দরজার দিকে একটা আলো দেখে বিপদ আসছে বুঝতে পারল সে। আলোতে বাইরের লোকটার সহজ টার্গেটে পরিণত হবে ও। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলল ডিক। লবির দরজার ফাঁক দিয়ে আসা সামান্য আলোয় বেনের কাঠামো দেখতে পেল আবার, লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত ষাঁড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা।

কাছাকাছি এসে মাথা সোজা রেখে লম্বা লাফ দিল ফ্যারেল। শব্দটা কানে গেল বেনের, ডানদিকে একটু সরেই ঘুসি চালাল সে ওর মাথা লক্ষ্য করে। ডিকের মনে হলো চৌচির হয়ে গেছে ওর মাথা। অবশ্য লাফে জোর থাকায় ঠিকই কুইন্সির ওপর এসে পড়ল সে, দু'জনেই হুড়মুড় করে পড়ল ছোট কাউন্টারের ওপর। ধাক্কার চোটে সেটা ছিট্‌কে পড়ল পেছনের শেলফের ওপর। সমস্ত গ্লাস, বোতল ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। ঠোকাঠুকি লেগে ভেঙেও গেল কয়েকটা।

বেন চিৎ হয়ে পড়েছে কাউন্টারের ওপর, এই সুযোগে তার নাক-মুখ লক্ষ্য করে সমানে ঘুসি চালিয়ে যাচ্ছে ডিক।

ওদিকে আলো নিয়ে কেউ একজন ঢুকল সেলুনে। মুহূর্তে আলো হয়ে গেল ভেতরটা। কুইন্সির তখন বেহাল দশা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারামুখ। হঠাৎ পাঁজরে রাইফেলের বাঁটের ভয়ানক বাড়ি খেয়ে মেঝেতে ছিট্‌কে পড়ল ডিক, অমনি ঘ্যাচ করে ভাঙা কাঁচের একটা টুকরো গেঁথে গেল হাতে। প্রচণ্ড ব্যথায় হাত অবশ হয়ে এল ওর। কোনমতে দাঁতে দাঁত চেপে টুকরোটা বের করে আনল। রক্তের ধারা ছুটল ক্ষত থেকে। জায়গাটা চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল ডিক ফ্যারেল।

তীব্র ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেল, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। আচমকা কানে এল টম হ্যাচেটের হেঁড়ে গলার আওয়াজ। খুশি খুশি গলায় বলে উঠল সে, 'তাহলে, মিস্টার টেক্সান গানম্যান, কেমন লাগছে এখন? কাল যদি জানতে আজ রাতে আমার হাতেই মৃত্যু লেখা রয়েছে তোমার, তাহলে কি বীরত্বটা দেখাতে? একেই বলে নিয়তি।'

চেহারা হঠাৎ করে কঠোর করে ফেলল লোকটা। 'এবার তৈরি হও।' বোল্ট টানল সে। রাইফেলের ব্যারেল ডিকের বুক সোজা তুলল। একই মুহূর্তে ওর পেছনে লবির দিকের দরজাটা সামান্য ফাঁক হতে দেখল ফ্যারেল, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল সেলুন। পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে ওর ওপর পড়ল লোকটা, তারপর আস্তে করে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ফ্লোরের স ডাস্টের রঙ পাল্টে যাচ্ছে দেখল ডিক। একটুপরই নিথর হয়ে গেল হ্যাচেট। ততক্ষণে ভেতরে চলে এসেছে ডেনিস রিচি।

সময় নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ফ্যারেল। ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। নেকারচিফ দিয়ে ক্ষতস্থান খুব কষ্টে বাঁধল ও, তারপর তাকাল ডেনিসের দিকে। তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ। 'ঘোড়া পর্যন্ত যেতে পারবে?'

'পারব বোধহয়,' দুর্বলস্বরে বলল যুবক।

'যাও তাহলে,' ব্যারেল দুলিয়ে দরজা নির্দেশ করল বৃদ্ধ।

কুইন্সি বসে আছে পড়ে থাকা কাউন্টারে হেলান দিয়ে। মুখ ফুলে ঢোল, চোখ প্রায় বোজা, ঠোঁট ফুলে দ্বিগুণ। রক্তে একেবারে মাখামাখি সব। মাথা নিচু করে আছে লোকটা। টম হ্যাচেট হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গুলি খাবার সাথে সাথে মারা গেছে।

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল ফ্যারেল। চেয়ার ধরে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করল, তারপর এগোল দরজার দিকে। চৌকাঠ ধরে

www.boiRboi.blogspot.com

মাথা ঘুরিয়ে ডেনিসকে দেখল। ধীরে ধীরে বলল, 'কেন বাঁচালে আমাকে?'

'সে তুমি বুঝবে না। তবে ভবিষ্যতে আরও সাবধানে থাকার চেষ্টা কোরো! যাও এখন।'

টলতে টলতে বেরিয়ে এল ডিক ফ্যারেল।

ছয়

লাইমস্টোনের একটা টিবির ওপর দাঁড়িয়ে রোজকার মত চারদিকে চরে বেড়ানো পশুগুলোর ওপর নজর রাখছে টেড ডেক্সটার। পুবদিক থেকে এক রাইডারকে আসতে দেখে এগোল সে। স্যাডলের পাশে রাইফেল ধরে রাখল হাত দিয়ে। কটনউডের বাইরে মুখোমুখি হলো সে আগন্তুকের। লোকটার সমস্ত মুখে কালসিটে পড়ে আছে। বুক পেট জুড়ে কাটাকুটির দাগ। কপাল, চোয়ালের একপাশ আর ঠোঁটের ডানদিক বিশ্রীভাবে ফুলে আছে। হাতের ফোলা আঙুলগুলো দিয়ে স্যাডল হর্ন ধরে বসে আছে সে। নিস্তেজ।

দেখেই তাকে চিনতে পারল কাউবয়। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল তার। 'ডিক ফ্যারেল না তুমি?'

'ঠিকই চিনেছ। শেফার্ডের সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

সজোরে মাথা ঝাঁকাল পাঞ্চার। 'শয়তানের চ্যালা কোথাকার! ভাগো এখান থেকে, জলদি!' রাইফেলের বাঁট কোমরের পাশে চেপে ধরে কক্ করল সে। ফ্যারেলের চেহারায় কোন ভাবান্তর

ঘটল না তাতে। কেমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শুধু।

দ্বিধায় পড়ে গেল টেড। মনে পড়ল সেদিন যখন এ চিঠি দিতে এসেছিল, রেগেমেগে অ্যানি লোকটার দিকে রাইফেল তুলল, এমন করেই চুপচাপ তাকিয়ে ছিল লোকটা। গুলি করে অ্যানি ওর মাথার হ্যাট উড়িয়ে দেবার পরও একইরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। আজও আবার...

গলারস্বর আরও কঠিন করার চেষ্টা করল কাউবয়। 'কি হলো, স্যাডল থেকে উড়িয়ে দিতে হবে নাকি তোমাকে?'

'চাইলে দিতে পারো,' নির্বিকারভাবে বলল ফ্যারেল।

কী ঘুঘু লোকরে, বাবা! ভাবল টেড, বন্দুক পরোয়া করে না! গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'শেফার্ড নেই, দেখা হবে না।'

'দেরি করব আমি। চাইলে আমার অস্ত্র নিজের কাছে রাখতে পারো তুমি।'

'তাই রাখব।'

ওর সিক্সগান নিয়ে নিল টেড, ভেতরদিকে যেতে ইশারা করল। র‍্যাঞ্চ হাউসের লম্বা বারান্দার দিকে এগোল টেক্সান। কিচেনের দরজা পার হয়ে যাবার সময় সেটা খুলে যাবার শব্দ শুনতে পেল। অ্যানি শেফার্ড বেরিয়ে এল দরজায়। ওকে দেখে হ্যাট ছুঁয়ে নড করল যুবক। অনেকটা কৈফিয়তের মত টেড ডেক্সটার বলল, 'তোমার বাবার সাথে দেখা করতে চায়, মিস্ অ্যানি,' আঙুল তুলে ডিককে নির্দেশ করল। 'বাঙ্কহাউসে নিয়ে যাচ্ছি আপাতত।'

বাঙ্কহাউসের সামনে সাবধানে নামল ফ্যারেল, টেডের দিকে তাকাল। বাঙ্কহাউসের দরজা মেলে ধরে আছে সে। ডানদিকে সামান্য ঝুঁকে ভেতরে ঢুকল ডিক, হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পাঁজর ডলছে। দুইসারি বাঙ্কের মাঝখানে লম্বা টেবিল, তার সাথের লম্বা বেঞ্চে ধপ্ করে বসে পড়ল। দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকল

www.boiRboi.blogspot.com

টেড ডেক্সটার। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল। 'আমাদের কারও সাথে এ দশা ঘটেনি তো তোমার?'

শীতল চাউনি দিয়ে তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল যুবক। 'না।'

পেছনে পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল টেড, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল অ্যানি শেফার্ড। ওকে সম্মান জানাতে দাঁড়িয়ে হ্যাট তুলল ডিক। তখনই ওর হাতের তালুর তাজা, গভীর ক্ষতটা দেখতে পেল টেড। অ্যানিরও দৃষ্টি এড়াল না ব্যাপারটা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'বোসো। বসে থাকো। দেখে তো মনে হচ্ছে লড়াই করে আসছ তুমি।'

কিছুটা সংকোচের সাথে বসল যুবক। বলল, 'তোমার বাবার কাছে এসেছি।'

'বাবা তো...'

'বোলো না, মিস অ্যানি,' হড়বড় করে উঠল পাঞ্চার। 'লোকটাকে বিশ্বাস করা ঠিক না।'

বিরক্ত হলো মেয়েটি। গলার স্বর আপনাআপনি চড়ে গেল কিছুটা। 'দয়া করে চুপ থাকো তুমি। কথা বলতে দাও।'

কি করবে বুঝতে না পেরে মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে থাকল কাউবয়, তারপর বাইরে চলে গেল। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না তার। ফ্যারেলের দিকে ফিরল অ্যানি। 'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না তুমি। শহরে কি ঘটেছে সে সব জানে না ও।'

'না না। আমি কিছু মনে করিনি,' ফ্যাকাসে হাসি দিয়ে বলল যুবক।

'খুব খারাপভাবে কেটেছে দেখছি তোমার হাতটা, বোসো, ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি আমি।' বেরিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল, 'খেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' মিথ্যে করে বলল ডিক।

বেরিয়ে গেল অ্যানি। নড়েচড়ে বসতে গিয়ে পাঁজরের ব্যথাটা

টের পেল ফ্যারেল, গুয়োরটা মেরেছে খুব জোরে। অবশ্য ব্যথা অনেক কমে গেছে, নড়াচড়া না করলে তেমন একটা অনুভব হয় না। তবে নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগছে তার। সারারাত বিশ্রাম হয়নি, কুইন্সি এলাকায় ফিরে আসার আগেই এখানে পৌঁছুবে বলে কষ্ট হলেও একটানা ঘোড়া ছুটিয়েছে।

একটু পর গামলায় গরম পানি, তোয়ালে, খানিকটা মলম আর ক্ষতস্থান বাঁধার জন্যে টুকরো কাপড় নিয়ে ফিরল অ্যানি। যত্ন করে ক্ষত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে প্রশ্ন করল, 'কুইন্সি, না?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল যুবক। বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি করে বুঝলে?'

'ধারণা করেছি।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'সে কি মারা গেছে?'

'না।'

টেবিলের ওপর হাত রেখে বেঞ্চে বসল অ্যানি। বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল এ সময়। দুটো কণ্ঠ শুনতে পেল ফ্যারেল। কয়েক মুহূর্ত পর জন শেফার্ড ও কীন নর্টন এসে ঢুকল বাঙ্কহাউসে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে প্রথমে মেয়ের দিকে, পরে যুবকের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'হ্যালো, ফ্যারেল! ফিরে এলে কি মনে করে?' নিরুত্তাপ কণ্ঠ জন শেফার্ডের।

যুবককে চেনামাত্র ফোরম্যানের চেহারা কঠোর হয়ে উঠল। তীব্র ঘৃণার সাথে বলল, 'শয়তান কুইন্সির কুকুরটা মনে হয় পিত্তের খোঁজে এসেছে, জন।'

'থামো, কীন।' ফ্যারেলের চেহারা, হাতের ব্যান্ডেজ ভাল করে লক্ষ করে বলল শেফার্ড, 'মনে হচ্ছে ভালই ঝড় বয়ে গেছে তোমার ওপর দিয়ে?'

নড করল টেক্সান। ওর কথা বিশ্বাস করবে র‍্যাঞ্চার? কতটুক

www.boiRboi.blogspot.com

বলবে ও? একমুহূর্ত ভেবে স্থির করল সবটাই বলবে। তারপর শেফার্ড যা ভাল বুঝবে, করবে।

'কাল রাতে কমিশারিতে কুইন্সির সাথে ঝগড়া হয়েছে আমার। আমি চলে যাচ্ছি ব্যাপারটা তার পছন্দ হয়নি। কুইন্সির ভাড়া করা লোক আমি, তার হুকুমে যে কোন অপকর্ম করতে চুক্তিবদ্ধ, কাজেই আমার কথা তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না। তবুও বলছি, খুনীদের আমি ঘৃণা করি, আর বেন কুইন্সি একজন খুনী। তোমার বিরুদ্ধে ও যে গভীর ষড়যন্ত্র করেছে সে ব্যাপারে জানাতে এসেছি আমি।'

'সে সব জানি আমি,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল জন শেফার্ড।

'সবটুকু নয়!' তাকে চোখ কোঁচকাতে দেখে যোগ করল, 'প্যাটারসন তোমার গরু কিনবে, সে কথা কি জানো তুমি?'

'আমার গরু···' আসমান থেকে পড়ল র‍্যাঞ্চার। 'সে তো চুক্তিই বাতিল করে দিয়েছে, আমি ন্যাকি গরুকে হুইস্কি খাইয়ে মোটা তাজা করেছি।'

'কিন্তু কুইন্সি বেচলে সে কিনে নেবে।'

হতভম্ব হয়ে গেল কীন নর্টন। শেফার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু ওর তো বেশি গরু নেই!'

'কুইন্সির নেই সত্যি, কিন্তু হবে। কিভাবে, তা জানা নেই তোমাদের,' বলল ফ্যারেল।

শেফার্ড বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। 'কিভাবে?'

'আসলে তোমার মাথায়ই আসেনি যে কুইন্সি আর প্যাটারসন, দু'জনে মিলেই এ সব ঘটাচ্ছে। প্যাটারসন অসময়ে তোমার সাথে চুক্তি বাতিল করেছে, রিজার্ভেশন থেকে গরু সরিয়ে নিতে নোটিশ দিয়েছে। এখন ম্যাসাকার বেসিন ছাড়া আর কোথাও ঘাসের অস্তিত্ব নেই। নেস্টারদেরকে সাত-পাঁচ বুঝিয়ে তোমার সেদিকে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ও। সারাদিন-রাত পাহারা আর গুলির মুখে

ডেড লাইনের আগে গরুর পাল ম্যাসাকার পার করে এপারে আনতে পারবে বলে মনে করো তুমি?'

দীর্ঘক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল জন শেফার্ড। চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল। 'মনে হয় না।'

'তাহলে ওগুলো আর্মির হাতে তুলে দেবে, না যে দাম পাওয়া যায় তাই লাভ মনে করে বেচে দেবার চেষ্টা করবে?'

'তাই বলে কুইন্সির কাছে অন্তত নয়!'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমার মত একজন অচেনা লোক যদি কিনতে আসে, তাহলে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জন শেফার্ড। শ্রাগ করে বলল ডিক, 'ঠিক এটাই ঘটাতে চাইছে ওরা। কুইন্সির পরিকল্পনা এভাবেই এগোবে। আমিও এর একটা অংশ ছিলাম। ওর টাকায় তোমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল আমার।'

রহস্যের জট খুলতে পারছে না নর্টন। প্রশ্ন করল, 'ডেড লাইনের ব্যাপার তো তারপরও থেকে যাচ্ছে, তাই না?'

'তাতে কোন ক্ষতি নেই,' বলল ফ্যারেল। 'নেস্টাররা যদি তোমাদের বাধা না দেয়, তাহলে সময়ের মধ্যেই গরুগুলো জড়ো করে পার করে আনতে কোন সমস্যা হবে না। তোমাদের গরু ওরা বেসিনে চরতে দেবে না, কিন্তু বাইরে নিয়ে যেতে বাধা দেবে কেন? তখন সে প্রশ্ন উঠবেই না।'

'গরু কি করবে কুইন্সি?'

'বেচে দেবে প্যাটারসনের কাছে। তোমাদের সাথে যে চুক্তি ছিল, সেই অনুসারে প্রতিটি চল্লিশ ডলার হিসেবে মোট আড়াই হাজার গরুর দাম একলাখ ডলার এর মধ্যে সরকার পাঠিয়েও দিয়েছে এজেন্টের কাছে।' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল যুবক, 'আড়াই হাজার গরু তোমার কাছ থেকে দশ হাজারে কিনবে বেন কুইন্সি, তারপর এজেন্টের কাছে বেচবে ষাট হাজারে।

খাতাপত্রে এক লাখ ডলারে কেনা দেখিয়ে চল্লিশ হাজার মেরে দেবে প্যাটারসন। ষাট হাজার থেকে তোমাকে দশ হাজার দিলে কুইন্সির থাকবে পঞ্চাশ হাজার। বুঝতে পারছ, এবার?'

বেঞ্চের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল হতভম্ব র‍্যাঞ্চার। মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় শুরু হয়ে গেছে তার। প্রৌঢ় ফোরম্যান ঘুরে ফিরে বারবার শুধু মনিবের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বেশ অনেকটা সময় পর মুখ খুলল শেফার্ড। শুকনো, হতাশ কণ্ঠে বলল, 'বজ্জাতটা ব্ল্যাকমেইল করে আমাকে পথে বসাবার ব্যবস্থা করেছে! ঠিক আছে, তোমাকে ধন্যবাদ, ফ্যারেল। নিশ্চিন্ত থাকো, কারও কাছেই গরু বেচব না আমি। দেখি কি করে টাকা কামাই করে হারামীর বাচ্চারা।'

দাঁড়িয়ে পড়ল টেক্সান। 'কথাগুলো জানিয়ে তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছিলাম, এবার যেতে হবে আমাকে।'

ঘর ছেড়ে যায়নি অ্যানি, এতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। ফ্যারেল উঠে দাঁড়াতে বলল, 'উঠো না, আরেকটু বোসো তুমি।' সোজা শেফার্ডের সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। 'একটু চিন্তা করে দেখো, বাবা। এভাবে একে চলে যেতে দিতে পারো না তুমি।'

বুঝতে পারল না শেফার্ড মাথা গরম থাকায়। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'না, কেন, ইয়ে…মানে…'

'বাবা!' দ্রুত বলল অ্যানি। 'এর ভেতর আরও বিষয় রয়ে গেছে। আমার ধারণা শুধু এটুকুই জানাতে ও আসেনি এখানে।' ফ্যারেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি সে কথা, ডিক? যা বলতে এসেও না বলেই চলে যাচ্ছ?'

নিজের অজান্তেই বড় হয়ে উঠল যুবকের দু'চোখ। ওর মনের কথা পড়ে ফেলেছে চতুর মেয়েটি! কিছুটা বিব্রত হয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'একটা আইডিয়া অবশ্য ছিল, তবে শেফার্ডের পছন্দ না-ও হতে পারে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'বলো আমাকে!' উৎসাহিত হলো শেফার্ড।

আবার বসল ডিক। ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, 'এটা ঠিক, কুইন্সি তোমাকে সবদিক থেকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। কিন্তু ডেড লাইন তুলে নিলে সে চাপ থাকবে না।'

'বদমাশ এজেন্টই তো সেটা চাপিয়েছে,' তিক্তকণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার।

'চাপিয়েছে যখন, চাপমুক্তও সে-ই করতে পারবে,' শান্তকণ্ঠে বলল ফ্যারেল। পলকের জন্যে অ্যানির দিকে তাকাল, মেয়েটির চোখে গভীর প্রত্যাশা দেখতে পেল সে। 'শোনো, মিস্টার শেফার্ড, অতটা ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমার মত প্যাটারসনও কিন্তু অসুবিধায় পড়ে গেছে। লোভ আর কুইন্সির তালে পড়ে সেটা এখনও মাথায় ঢুকছে না লোকটার। তোমার গরু তাকে নিতেই হবে, নইলে শীতে না খেয়ে মরবে ইন্ডিয়ানরা। এ সময় বাইরে থেকে এত পশু সংগ্রহ করে আনার পথও বন্ধ হয়ে গেছে তার জন্যে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল র‍্যাঞ্চারের চেহারা।

'সেক্ষেত্রে ডেড লাইন সপ্তা দু'য়েকের জন্যে পেছনে সরাতে পারলে কি দাঁড়ায়?' পালা করে সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বলল টেক্সান, 'বাইরের আউটফিট থেকে প্রয়োজনীয় কাউহ্যান্ড ভাড়া করে আনতে পারো তোমরা। ধীরে সুস্থে একটা একটা গরু খুঁজে জড়ো করে বেসিনে পার করে নিয়ে আসতে পারো এর মধ্যে। বেসিনের কোণায় কোণায় সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে পাহারা বসালে নেস্টাররা কিছুই করতে পারবে না তখন।'

'সত্যিই তো!' উৎসাহের সাথে বলে উঠল অ্যানি। মেয়ের উৎসাহে যোগ না দিয়ে চিন্তিত শেফার্ড বলল, 'সে না হয় মানলাম, কিন্তু ডেড লাইন সরানো...'

'সরানো সম্ভব!' তার মুখের কথা কেড়ে নিল যুবক।

www.boiRboi.blogspot.com

'সম্ভব? কিভাবে? আমি বলতে গেলে তো প্যাটারসন হেসেই উড়িয়ে দেবে।'

'আমি বললে হাসবে না প্যাটারসন। আমার অস্ত্র তার হাসি ভুলিয়ে দেবে,' গম্ভীর হয়ে বলল টেক্সান।

জ্বলে উঠল কীন নর্টনের চোখের তারা। কিন্তু অস্ত্রের কথা শুনেই জন শেফার্ডের চেহারা পাল্টে গেল। বিরস কণ্ঠে দ্রুত বলে উঠল, 'না। আমার টাকা পয়সা, সম্পদ রক্ষা করার জন্যে কোন গানম্যান দরকার নেই আমার। কখনোই নয়।'

কালো হয়ে গেল ফ্যারেলের চেহারা। ক্ষুব্ধ হলো সে। উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম খুলে ফেলল এক ঝট্‌কায়। দৌড়ে পেছন পেছন এসে ওর হাত ধরে বসল অ্যানি।

'ডিক, বাবার কথা বোঝোনি তুমি। রাগ করে চলে যেয়ো না, প্লীজ!'

তাকালও না ফ্যারেল। ঝট্‌কা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিয়ে এক লাফে স্যাডলে চড়ে বসল।

ওর ঘোড়ার ব্রিডল খামচে ধরে আবারও অনুনয় করল অ্যানি, 'বাবা তোমার কথার অর্থ বোঝেনি। তাকে বোঝার সুযোগ না দিয়ে যেয়ো না তুমি, প্লীজ!'

'ঠিকই বুঝেছে সে,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল যুবক। 'এখন সরে দাঁড়াও।'

জেদ চেপে গেল মেয়েটির মাথায়। ব্রিডল ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে বলল, 'বেশ, যাও। আমিও আসছি তোমার পেছন পেছন।'

উত্তর দিল না ফ্যারেল। স্পার দাবিয়ে চলে গেল ওয়াগন রোডের দিকে।

সাত

দরজার কাছে টেড ডেক্সটারের ঘোড়াটা দাঁড়ানো দেখে ওটা নিয়ে ডিক ফ্যারেলের পেছনে ছুটল অ্যানি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলল তাকে। গতি কমিয়ে যুবকের পাশাপাশি চলতে চলতে বলল, 'তোমার পেছন পেছন আসব বলেছিলাম না?'

মেয়েটির দিকে তাকাল ফ্যারেল। বলল, 'তাহলে অনেক দূর যেতে হবে তোমাকে, আমি টেক্সাস যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে। আমার তাতে আপত্তি নেই।'

নীরবে পথ পেরিয়ে যাচ্ছে দু'জনে। কথা নেই কারও মুখে। পরস্পরের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির লড়াই চলছে যেন। পড়ন্ত বিকেল। সূর্য গ্রী ব্রেভসের ওপাশে নেমে যাই যাই করছে। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। ম্যাসাকারের তীর ধরে দীর্ঘ পথ পার হলো দু'জনে।

সন্ধে হয়ে এল একসময়। ঘোড়া থেকে নামল ডিক, গাছের আড়ালে রাতের জন্যে ক্যাম্প করল। নদীতে নিয়ে ঘোড়াকে পানি খাওয়াল। দেখাদেখি অ্যানিও তাই করল। ক্যাম্পের পাশে লম্বা লম্বা ঘাস দেখে দু'জনে দু'জনার ঘোড়া বাঁধল ওরা। বাইরে অন্ধকার ছেয়ে গেছে ততক্ষণে।

ছোট একটা আগুন জ্বেলে নিজের বেডরোল খুলল যুবক। তার ভেতর থেকে কফি পট, কফি স্যাক ও টম্যাটো স্যুপের ক্যান বের করল। নীরবে কফি পট নিয়ে নদী থেকে পানি ভরে এনে আগুনে চাপাল অ্যানি। আগুনের পাশে নিজেকে দু'হাতে আলিঙ্গন করে

www.boiRboi.blogspot.com

জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ব্যাপারটা খেয়াল করল ফ্যারেল, নিজের কোট ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'রাখো,' বলে ডেক্সটারের স্যাডল রোল খুলে ভেতর থেকে তার কোটটা বের করল অ্যানি। হাতা অনেকখানি করে গুটিয়ে গায়ে দিয়ে বিব্রত হাসি দিল।

কফি পটের দিকে তাকিয়ে আগুনের পাশে বসে পড়ল ডিক। ঘটনার অবাস্তব দিক নিয়ে ভাবছে। নিজে থেকে প্রথমে মুখ খুলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছে তার।

পানি ফুটে উঠতে পট নামিয়ে ভেতরে কফি ঢালল মেয়েটি। আগা বাঁকানো ছোট ছুরি দিয়ে স্যুপের ক্যান খুলে আগুনের ওপর ধরে গরম করল ফ্যারেল, দু'জনে চুপচাপ স্যুপ আর কফি খেয়ে নিল।

'আমাদের এসব বন্ধ করা উচিত এখন,' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল ফ্যারেল।

অ্যানি তাকাল ওর দিকে। 'তাহলে বলো, আমার সাথে ফিরে গিয়ে বাবার ভুলটা ভাঙাবে তুমি?'

'না। কিন্তু তোমার ফিরে যাওয়া উচিত। সবাই খুঁজছে তোমাকে। এখানে দু'জনকে একসাথে দেখলে নতুন ঝামেলায় পড়ে যাব আমি।'

মাথা নড়ল ও। 'তুমি না গেলে আমিও যাব না।'

চিন্তিত হলো যুবক, কয়েক সেকেন্ড পর ওর দিকে তাকিয়ে টেনে টেনে বলল, 'আমার মনে হয় যাবে তুমি। নইলে...'

উঠে দাঁড়াল সে। দেখাদেখি অ্যানিও দাঁড়িয়ে পড়ল। যুবকের গলার স্বরে কিছু একটা ছিল যা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।

'তোমাকে আর একবার সুযোগ দেব আমি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ফ্যারেল।

'বলেছি তো, যাব না।'

এগিয়ে এসে আচমকা অ্যানিকে জড়িয়ে ধরল টেক্সান, সজোরে চুমু খেলো ওর নরম ঠোঁটে। প্রতিবাদ করল না মেয়েটি, বাধা দেয়ার চেষ্টাও করল না। নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে রইল শুধু। মেয়েটির উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ, ওর রেশমী চুলের মিষ্টি ঘ্রাণ মাতাল করে তুলতে চাইল যুবককে, কিন্তু নিজেকে শান্ত করল সে। হঠাৎ করেই ছেড়ে দিল অ্যানিকে। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলল, 'যদি আমাকে আর কিছু করে বসতে বাধ্য করতে না চাও, তাহলে এখনই ফিরে যাও তুমি।'

কোনরকম রাগ-অভিমান দেখাল না মেয়েটি। শান্ত, সংযত কণ্ঠে শুধু বলল, 'কোন কিছুতেই তোমাকে আমি বাধ্য করতে চাই না, ডিক। আমি শুধু চাই তুমি ভাবাবেগ নয়, যুক্তিতে ফিরে এসো।'

হতাশ হয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল যুবক হাল ছেড়ে। মনে মনে নিজের নিয়তির গুষ্ঠি উদ্ধার করতে শুরু করল। এমন নির্বোধের মত কাজ করে বসায় নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। মাথা নিচু করে কোনমতে বলল, 'আ-আমি দুঃখিত, মিস্ শেফার্ড। আমি ভয় দেখিয়ে তোমাকে ফিরে যেতে বাধ্য করতে চেয়েছিলাম।'

মাথা নিচু বলে দেখতে পেল না যুবক, ওর অবস্থা দেখে মুচকে হাসছে অ্যানি। চেহারায় কোন অপমান বা দুঃখবোধের রেশ নেই। সরে এসে ফ্যারেলের পাশে বসল ও। 'তুমি একজন দাম্ভিক মানুষ, ডিক,' মোলায়েম স্বরে বলল। 'তোমার ভেতরের মানুষটাকে আমি তোমার চাইতেও বেশি বুঝতে পারছি।'

বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটাচ্ছে ফ্যারেলের। মনের ভাব লুকাতে প্রাণপণ শক্তিতে দৃষ্টি আগুনের দিকে ধরে রাখল।

'ভাগ্য তোমাকে প্রতারণা করেছে, ডিক,' মোলায়েম কণ্ঠে আবার বলল ও। 'তুমি ভুলও করেছ। সে সব ধরতে পেরে নিজে নিজেই প্রতিকার করতে গিয়ে আবারও ভুল করছ। কুইন্সির ব্যাপারটাই ভেবে দেখো। আমি জানি না আগে কি ঘটেছে

তোমাদের মধ্যে, জানতে চাইও না, কিন্তু এটা বুঝি, ওর হয়ে আমাদের সাথে বিনা কারণে শত্রুতা বাধানোর ব্যাপারটা প্রথম থেকেই মেনে নিতে পারোনি তুমি। সেদিন সান ডাস্টের রাস্তায় দুই খুনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তুমি তোমার গন্তব্য নিজেই বেছে নিয়েছিলে। বাবা যখন তোমার সাথে কথা বলছিল, তখনই তোমার চেহারা দেখে তা বুঝেছি আমি। দেখেছি তোমার বিবেক কিভাবে ন্যায্য কাজ করতে তোমাকে বাধ্য করেছে।'

হাত দিয়ে কয়েকটা ঝরা পাতা নাড়াচাড়া করল অ্যানি। নিঃশ্বাস চেপে ধরে চুপচাপ বসে রইল যুবক।

'গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে যা করা প্রয়োজন, আজ বিকেলে ঠিক তাই করেছ তুমি। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারেনি বাবা। তাকে দোষ দিই না। কঠোরভাবে নিজের বিশ্বাস আঁকড়ে রাখা সরল, নীতিবান মানুষ সে, কারও অন্যায় আচরণ সহ্য হয় না তার, আবার খেপে উঠে আইন নিজের হাতে তুলে নিতেও অভ্যস্ত নয়। তোমার কথা শুনে সে মনে করেছে এজেন্টকে খুন করার কথা বলতে চাইছ তুমি।'

চুপ করেই থাকল ফ্যারেল। একটু থেমে আবার বলল অ্যানি, 'আমি কিন্তু ঠিকই বুঝেছি যা বোঝার। তোমাকে দেখেই তোমার ফিরে আসার কারণ বুঝে নিয়েছি। তুমি তোমার অতীত ঝেড়ে ফেলতে চাইছ, ঠিক বলিনি আমি, ডিক?'

মাথা নাড়ল যুবক, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল।

'জেদ থাকা ভাল। কিন্তু তুমি এখন যা করছ তা সঠিক নয়। এখান থেকে এভাবে যদি টেক্সাস ফিরে যাও, তাহলে শান্তি পাবে না কোনদিনও।' থামল মেয়েটি। চুপ করে থাকল মুহূর্ত কয়েক। তারপর একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথা তুলে ওর দিকে তাকাল টেক্সান।

www.boiRboi.blogspot.com

'চলো ফিরে যাই,' বলল অ্যানি।

'চলো।'

উঠে ঘোড়া আনতে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল ফ্যারেল। লক্ষ করলে দেখতে পেত, অ্যানির চোখের কোণা চিকচিক করছে।

দিনের আলো ফোটার আগেই ঘুম ভেঙে গেল ফ্যারেলের। নিজের বুট, কম্বল আর কোট হাতে করে নিঃশব্দে বাঙ্কহাউসের বাইরে চলে এল সে, যেন অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। সিঁড়ির ধাপে বসে বুট পরে নিল। দেহের সমস্ত পেশী তীব্র প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু হাত থামাল না সে। কারও পায়ের শব্দ শুনে চাপা স্বরে প্রশ্ন করল, 'কে ওখানে?'

'ডেক্সটার। ভাবলাম তোমাকে একটু সাহায্য করি গিয়ে।'

নীরবে হাত মুখ ধুয়ে নিল দু'জনে। কিচেনের দরজার নিচ দিয়ে আলোর রেখা বাইরে আসতে দেখে মনে মনে হাসল ডিক। জানে, অ্যানি আছে ওখানে। রাতেই শেফার্ডের সাথে কথাবার্তা শেষে জানিয়ে রেখেছে, সকালে ওকে সী-অফ্ করবে সে।

নিজের বিশাল গেল্ডিঙে স্যাডল চাপাল ডিক ফ্যারেল। আরেকটার পিঠে মালপত্র বাধা ছাঁদার কাজে ডেক্সটার ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাজ শেষে দু'জনে ঘোড়া দুটোকে বাঙ্কহাউসের কোণায় হিচ র‍্যাকের সাথে বেঁধে কিচেন শ্যাকে ঢুকল। চাইনিজ কুকের তৈরি ব্রেকফাস্টের চমৎকার ঘ্রাণে জিভে পানি এসে গেল ফ্যারেলের, প্রায় হামলে পড়ল সে খাবারের ওপর। গত ছত্রিশ ঘণ্টায় সামান্য টম্যাটো স্যুপ আর কয়েক চুমুক কফি ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি। ও জানে না আগামী ছত্রিশ ঘণ্টায় আর কিছু জুটবে কি না। তাই সঙ্কোচ ভুলে ইচ্ছেমত খেলো।

গতরাতে শেফার্ডের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ওর। ন্যান্সি, অ্যানি আর ফোরম্যানও ছিল। ফ্যারেলের পরিকল্পনা শুনে সবাই মত

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়েছে এ এলাকায় দীর্ঘদিন একজন লোককে গুম করে রাখা সহজ কাজ হবে না। কাজটা ডিকের জন্যে আরও কঠিন হবে, কারণ পুরো অঞ্চল প্রতিপক্ষের নখদর্পণে। অথচ ডিক থ্রী ব্রেভসকে দূর থেকে দেখা ছাড়া ওখানকার কিছুই চেনে না। তবু ঠিক হয়েছে ওখানেই যাবে সে। অন্যরকম অভিযানে।

এলাকার ভৌগোলিক খুঁটিনাটি ওকে বিস্তারিত জানিয়েছে কীন নর্টন। মাঝে মাঝে ডিক সব মনে রাখতে পারছে কি না, প্রশ্ন করে তাও পরীক্ষা করেছে। একসময় সন্তুষ্ট হয়ে কাঁধ চাপড়ে বাহবা দিয়েছে, সাফল্য কামনা করেছে ওর। কিন্তু একটা বিষয় খচ্‌খচ্ করেই চলেছে ওর মনের মধ্যে, সান ডাস্টে প্রথম রাতেই ন্যান্সি শেফার্ডকে গোপন খবর ফাঁস করতে দেখেছে কুইন্সির কাছে। দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না ডিক। ভেবে পাচ্ছে না, যে মেয়ে নিজের বাবার জীবন বা সম্পদের পরোয়া করে না, সে কেমন মেয়ে? ভাবতে গিয়ে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল টেক্সানের। ঠিক করল, বেরিয়ে যাবার আগেই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করতে হবে।

কুক শ্যাকের বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ভাবনায় ছেদ পড়ল যুবকের। ঘুরে তাকাল দরজার দিকে। প্রায় সাথে সাথেই ভেতরে ঢুকল ন্যান্সি ও অ্যানি। সামনে এগিয়ে এসে ডিকের উল্টোদিকে টেবিলের পাশে দাঁড়াল অ্যানি। খাওয়া হয়ে গেছে শুনে মৃদু হাসল। 'এখন রওনা করলে সন্ধের মধ্যে পাস পেরিয়ে যেতে পারবে তুমি।'

অন্যমনস্কভাবে নড করল ডিক ফ্যারেল। অ্যানির কথা শুনছে না ও, শুনছে টেডের সাথে ন্যান্সির আলাপ। ভেতরে আসেনি মেয়েটি, দরজার কাছে দাঁড়িয়েই চাপা স্বরে টেডকে বলছে, 'মন্টিকে তৈরি করে দেবে? আমি একটু বেরোব।' ঘাড় কাত করে সাথে সাথে বেরিয়ে গেল কাউবয়। দরজার ওপাশে পায়চারি শুরু করল ন্যান্সি।

বেরিয়ে এল ফ্যারেল। অ্যানিও এল। অন্ধকারে ওর দিকে

ফিরল মেয়েটি। সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলল, 'সবকিছুই তোমাকে একা হাতে করতে হচ্ছে, ডিক। আমরা কেউ কোন কাজে আসতে পারছি না।'

'সে জন্যে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কোন সাহায্যের প্রয়োজন আমার নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফ্যারেল।

কণ্ঠস্বর গাঢ় করে বলল অ্যানি, 'সাবধানে থেকো, আমার বিশ্বাস তুমি সফল হবেই।'

'তোমাকে কিছু বলার ছিল,' উসখুস করতে করতে বলল ফ্যারেল। 'গত সন্ধ্যায় আমি যা করেছি, খুব অন্যায় হয়েছে সেটা। বিশ্বাস করো, তোমাকে ফেরত পাঠাবার জন্যেই ওরকম আচরণ করেছি। বলতে পারো ওটা অভিনয় ছিল।'

বেশ কিছু সময় চুপ রইল অ্যানি, তারপর শুধু বলল, 'ও আচ্ছা।'

এত ওজনদার কথার এমন হাল্কা এক টুকরো উত্তর শুনে বিব্রতবোধ করল টেক্সান। অ্যানি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট হলো, মাথায় ঢুকল না ওর।

চট্ করে হাত বাড়িয়ে দিল অ্যানি। 'গুডলাক, ডিক। ফিরে এসো।'

হাতটা ধরতে না ধরতেই পিছলে বেরিয়ে গেল যুবকের মুঠো থেকে। সাথে সাথে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি। কেমন যেন গোলমেলে ঠেকল ওর। কি যেন বলল মেয়েটি—ফিরে এসো! কেন বলল? কাজ শেষে ওর তো টেক্সাস চলে যাবার কথা।

কারও কোরালের দিক দৌড়ে যাবার শব্দে সচেতন হলো টেক্সান। দ্রুত এগোল। কোরালে আলো জ্বলছে। গম্ভীর মুখে মন্টিকে স্যাডল পরাচ্ছে ডেক্সটার, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখছে ন্যান্সি। ফ্যারেলকে দেখে সামান্য একটু হাসল।

পাত্তা দিল না ফ্যারেল। এগিয়ে গিয়ে মন্টির পিঠ থেকে স্যাডল তুলে র‍্যাকের ওপর রাখল, তারপর ঘোড়াটার বাঁধন খুলে তাড়িয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

দিল কোরালের ভেতর দিকে। হাঁ-হাঁ করে উঠল হতভম্ব কাউবয়। 'এটা কি করলে তুমি, ফ্যারেল? মিস্ শেফার্ড বাইরে যাবে যে!'

'না। আজ তো নয়ই, আগামী দু'দিনও বাইরে যাবে না ও,' চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকা ন্যান্সির দিকে চোখ রেখে গম্ভীরভাবে বলল ফ্যারেল। 'তুমি ওকে বাইরে যেতে ঘোড়া দিয়ো না, ডেক্সটার!'

'কেন?'

'কারণটা মিস্ শেফার্ড ভাল বলতে পারবে।'

রাগে দু'চোখ জ্বলে উঠল ন্যান্সির। ডিকের মুখোমুখি হয়ে বলল, 'কোন সাহসে তুমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলছ? সরে যাও এখান থেকে!'

'না।'

ঠাশ্ করে ফ্যারেলের গালে চড় কষে দিল ন্যান্সি। তবু নড়ল না ডিক। কোনরকম শব্দও করল না। ওদিকে ঘটনা দেখে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল পাঞ্চার।

'এখান থেকে সরবে তুমি?' ঝাঁঝিয়ে উঠল ন্যান্সি।

'না, মিস্। পেছন থেকে গুলি খেতে ভাল লাগবে না আমার।'

'তার মানে?' বলল বটে, তবে গলায় আগের জোর নেই মেয়েটির।

'মানেটা তুমি খুব ভাল জানো, মিস্। আমার মুখ থেকে সে সব শুনতে কি ভাল লাগবে তোমার?'

বোকার মত ওর দিকে তাকিয়ে রইল ন্যান্সি। একটু আগের তেজের চিহ্নও নেই। আমতা আমতা করে বলল, 'তোমার কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, পরে দেখব আমি।' বলতে বলতে অন্ধকারে ধুপ্‌ধাপ্ পা ফেলে চলে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল ডেক্সটার, 'তুমিও তাহলে জানো ব্যাপারটা!'

টেডের দিকে দু'পা এগিয়ে চড়া গলায় বলল ফ্যারেল: 'আমিও জানি মানে, তুমি জানলে কিভাবে?'

'কুইন্সির কাছে যেতে দেখেছি আমি ওকে,' বলল কাউবয়।

খেপে গেল টেক্সান। 'তারপরও তুমি ওর বাইরে যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলে কোন বুদ্ধিতে?'

'মেয়ে যদি তার বাপের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তার কি করতে পারি, বলো?' তিক্ত কণ্ঠে বলল পাঞ্চার। 'বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কাজ যে হয়নি তাতো নিজেই দেখতে পাচ্ছ।'

রাগ দমন করল টেক্সান। 'শোনো, টেড, এ পর্যন্ত তোমাকে যতটুকু দেখেছি তাতে তোমাকে আমার যথেষ্ট দায়িত্ববান মনে হয়েছে। নিজের জীবনের পরোয়া আমার নেই। কিন্তু বিশ্বাস করো, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ মেয়ে বাইরে বেরোতে পারলে সব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে আমার। সেজন্যে তোমাকে অনুরোধ, অন্তত তিনটে দিন যেন ন্যান্সি একা না বেরোতে পারে।'

'ঠিক আছে,' নড করল ডেক্সটার। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'নিশ্চিন্তে থাকো তুমি, ফ্যারেল। তিনদিন ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ পাবে না ও। কথা দিচ্ছি আমি।'

হাসল ডিক। 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, ডেক্সটার।'

'গুডলাক!' হেসে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

মাল বোঝাই ঘোড়াটাকে সামনে রেখে থ্রী ব্রেভসের পথে বেরিয়ে পড়ল টেক্সান। ভোরের আলো ভালভাবে ফুটতে তখনও দেরি আছে।

সান ডাস্ট থেকে এজেন্সি যেতে বেসিনের পশ্চিম অংশ চিরে বেরিয়ে গেছে ওয়াগন রোড। তারপর খানিকটা দক্ষিণে ঘুরে থ্রী ব্রেভস পাসের সাথে মিশেছে। সূর্য ওঠার অনেক পর ওয়াগন রোডে উঠল ডিক। দুপুর নাগাদ পাসের নিচে ক্যানিয়নগুলোর কাছে পৌঁছে

www.boiRboi.blogspot.com

গেল। তুষার পড়ছে। মাটিতে পড়ে সাথে সাথে গলে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

বিকেলের আগে ওয়াগন রোড ছেড়ে উঁচু একটা ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল সে। ক্যানিয়নের কোথাও কোথাও বরফ গলা প্রায় হাঁটু-পানির স্রোত। পছন্দসই একটা জায়গার খোঁজে পানির মধ্যে দিয়ে মাইল খানেক এগোল সে। অবশেষে একটা গুহামত জায়গা দেখে ঘোড়া থামাল। মালটানা ঘোড়ার পিঠ থেকে সব কিছু নামিয়ে রাখল সেখানে। নিজের সাথে অল্প কিছু খাবার আর পানি নিল, তারপর ফেলে আসা পথ ধরে এগিয়ে চলল।

ওয়াগন রোডে নেমে আগের মতই মালটানা ঘোড়াটাকে সামনে রেখে এগোল। উদ্দেশ্য সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের ধোঁকা দেয়া। তিন মাইল এগিয়ে ভারবাহী ঘোড়াটাকে লাইমস্টোন হাউসের পথে ফেরত পাঠিয়ে দিল ডিক। গতরাতে ঠিক হয়েছিল আজকের রাত পাসের এ পাশেই কাটাবে, কিন্তু বরফের অবস্থা দেখে এগিয়ে চলারই সিদ্ধান্ত নিল সে। সারারাত এভাবে বরফ পড়লে পাস থেকে বেরোনোর রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ঝুঁকি নিয়ে পথ কমাতে খাড়া ক্যানিয়ন বেয়ে ওপরে উঠে পাসে ঢুকে পড়ল ফ্যারেল। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পশ্চিম থেকে বয়ে আসা তীব্র হিমেল বাতাস নাকে মুখে ঝাপ্টা মারছে অনবরত। এখানকার বরফ জমাট বেঁধে বেশ শক্ত হয়ে গেছে। খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছে ওকে।

অন্ধকারে একসময় গাছপালা চোখে পড়তে বুঝল ডিক, পাস পেরিয়ে থ্রী ব্রেভসের পশ্চিম পাশে চলে এসেছে সে। এদিকের সবই অচেনা। পাইন বনের ঝোপের পাশে বাকি রাতটুকু কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল সে।

আগুন জ্বেলে প্রথমে ঘোড়াকে খাওয়াল। তারপর নিজে খেয়ে আগুনের পাশে বেডরোলের ওপর বসে ভাবতে শুরু করল।

তুষারপাত ভারী হলে পাস বন্ধ হয়ে যাবে। তখন পুবদিকে, অর্থাৎ ম্যাসাকারের দিকে যাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে এই অচেনা এলাকাতেই লুকিয়ে থাকতে হবে তাকে। খুব বেশি ঝুঁকির কাজ হবে সেটা। কাছাকাছি উতে ইন্ডিয়ানদের পল্লী আছে, ওরা কেউ দেখে ফেলতে পারে। তাছাড়া খাবার দাবারের বেশিরভাগ ওপারে রেখে এসেছে—সেটাও সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এটা ওটা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ফ্যারেল।

খুব ভোরে উঠে চলতে শুরু করল যুবক। দুপুরের আগে ইন্ডিয়ানদের প্রথম বাড়ি নজরে পড়ল। আরও পরে এক বৃদ্ধ উতেকে দেখতে পেল হেঁটে যাচ্ছে। তার স্কুঅ নীরবে অনুসরণ করে চলেছে তাকে।

পড়ন্ত বিকেলে প্রশস্ত একটা ভ্যালি পার হয়ে এজেন্সি এলাকায় পৌঁছল টেক্সান। সামনে একটা উতে পল্লী। ক্যানভাস আর চামড়ার তৈরি কুঁড়েগুলো ওয়াগন রোডের দু'দিকে দারিদ্র্যের নির্মম সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের হাড় জিরজিরে, পেট ফোলা নোংরা শিশুরা পথে খেলা করছে। রাস্তার পুরোটা জুড়ে ময়লা আবর্জনা ছড়ানো ছিটানো, দেখলেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে। তার মধ্যে আবার শখানেক নেড়ি কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে অসহনীয় পরিবেশ তৈরি করেছে।

কাঠের তৈরি কয়েকটা বড় বড় টিম্বার ওয়্যারহাউসের পর লম্বা একটা কোরাল দেখল ফ্যারেল। এখান থেকেই উতেদের বীফ রেশন বণ্টন করা হয়। ওটা পার হয়ে পশ্চিমে এগোল সে। খানিকপর এজেন্সি অফিসে পৌঁছে গেল।

হিচ্ রেইলে ঘোড়া বেঁধে বিরাট টানা বারান্দায় উঠল। 'এল' শেপের পাথরের তৈরি বিল্ডিঙটার সামনের কামরার দরজায় 'এজেন্ট' লেখা বোর্ড ঝুলছে। জোরে জোরে কয়েকবার কড়া নাড়ল সে।

www.boiRboi.blogspot.com

'এসো,' কেউ একজন হেঁকে উঠল ভেতর থেকে। দরজা ঠেলে ঢুকল ডিক। ভেতর দিকের কোয়ার্টারে যাবার দরজায় দাঁড়ানো দেখল প্যাটারসনকে। চোখে ঘুম জড়ানো লোকটার। বোকার মত কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা, তারপর চিনতে পারল। 'ডিক না! ডিক ফ্যারেলই তো?'

'ঠিক চিনেছ, মিস্টার প্যাটারসন। কেমন আছ তুমি?'

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল এজেন্ট। 'বোসো, বোসো,' ব্যস্ত হয়ে উঠল। অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলল, 'সারাদিন রাইড করে এসে একটু শুয়েছিলাম, তা কি মনে করে? স্টোভটা জ্বালিয়ে বোসো, ঠাণ্ডা কাটাও, আমি আসছি এখুনি।' ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ভেতর দিকে যেতে যেতে বলল, 'বাতিটাও কষ্ট করে ধরিয়ে নাও।'

কাজের ফাঁকে মনে মনে মহড়া দিয়ে চলল ফ্যারেল। লোকটা ওকে চিনতে পারায় কাজ অর্ধেক সহজ হয়ে গেছে ভেবে মন খুশি হয়ে উঠল। স্টোভ ধরাল প্রথমে, তারপর লণ্ঠন ধরিয়ে রুমের ভেতর দৃষ্টি বোলাল। পেছনের দেয়ালের সাথে দাঁড়ানো প্যাটারসনের রোলটপ ডেস্কের ওপর কাগজপত্রের স্তূপ জমে আছে। পিক্দানি পরিষ্কার করা হয়নি বহুদিন। রুমটাও ঝাড়া মোছা করা জরুরী দরকার। অফিস রুমের চেহারাই লোকটার নোংরা মানসিকতা প্রকাশ করছে।

একটা ট্রেতে পানির জগ, হুইস্কির বোতল আর দুটো গ্লাস চাপিয়ে কয়েক মিনিট পর ফিরে এল প্যাটারসন। ধুলো ঝেড়ে একটা সোফায় বসল ফ্যারেল। যে যার ড্রিঙ্কে চুমুক দিল ওরা। হেলান দিয়ে অনেকটা উদাসীনভাব দেখিয়ে প্যাটারসন বলল, 'কুইন্সি আর তোমার কাজ কেমন চলছে?'

'ভাল। আমি তোমার জন্যে খুশির খবর নিয়ে এসেছি।'

সামনে ঝুঁকে এল এজেন্ট। 'কি? শেফার্ড ধরা দিয়েছে?' গভীর প্রত্যাশায় চকচক করছে লোকটার চোখ।

নড করল ডিক, 'সেরকমই। ব্যাপারটা আমি শেফার্ডকে বোঝানোর পর কুইন্সির সাথে লম্বা বৈঠক হয়েছে লোকটার। অনেক ঝোলাঝুলি করার চেষ্টা করেছে ব্যাটা, কিন্তু আমার বন্ধুর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারেনি।'

বিজয়ের হাসিতে চেহারা উজ্জ্বল করে আবার হেলান দিল প্যাটারসন। ওর লোভী চেহারা দেখতে অসহ্য লাগছে, তবু নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ফ্যারেল।

'শাবাশ!' বলল প্যাটারসন। 'শাবাশ! শেফার্ড কিছু সন্দেহ করেনি তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না!'

হাসল এজেন্ট। চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে লোকটার। দেয়ালের দিকে ঘুরে বসল। বুঝল ফ্যারেল ওষুধে কাজ হয়েছে শয়তানটার। মিনিট খানেক পর ফিরে তাকাল। 'চমৎকার!' চোখে মুখে পূর্ণ সন্তুষ্টি ফুটিয়ে বলল, 'ঝগড়াঝাঁটি ছাড়াই এত চমৎকার ভাবে কাজ হয়ে যাবে, চিন্তাই করিনি।'

'তা বটে, তবে একটুখানি ফ্যাকড়া রয়ে গেছে, মিস্টার প্যাটারসন।'

'কি?' ভুরু কুঁচকে তাকাল এজেন্ট।

মুখ অন্ধকার করে আড়ষ্টভাবে বলল ফ্যারেল, 'কুইন্সির কাছে যে টাকা আছে, তাতে কুলাচ্ছে না। কিছু বেশি দিতে হবে শেফার্ডকে।'

আঁতকে উঠল প্যাটারসন। 'খুব খারাপ কথা। কুইন্সির উচিত ছিল নিজের এস্টিমেটের মধ্যে থাকা।' ঘাড় নাড়ল সে আপনমনে। 'কত বেশি চাইছে হারামজাদা?'

'তিন হাজার,' কাঁচুমাচু হয়ে বলল ডিক। 'কুইন্সি অবশ্য বলে দিয়েছে তোমার কাছে তার বিক্রির দাম আগেরটাই থাকবে। এখন লোন হিসেবে টাকাটা তার দরকার হয়ে পড়েছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

আশ্বস্ত হলো এজেন্ট। তাড়াতাড়ি বলল, 'সেটা বড় কোনও ব্যাপার নয়। এই সামান্য টাকায় কাজ আটকে থাকবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলতে হবে সব। আবহাওয়ার মতিগতির কোন ঠিক ঠিকানা নেই, কখন আবার খারাপ হয়ে পড়ে, কে জানে!' এক মুহূর্ত কিছু ভাবল লোকটা। তারপর আবার বলল, 'তবে...নগদ টাকা এ মুহূর্তে নেই আমার কাছে। সাথে এত টাকা রাখি না আমি, দিনকালের ঠিক নেই তো!'

নগদ টাকা নেই, ঘুঘু প্যাটারসন চেক দিয়ে লেনদেনের প্রমাণও রাখবে না। ফ্যারেল দেখেছে এর আগেও কুইন্সিকে নগদ টাকা দিয়েছে সে, কাজেই পরিকল্পনা করার সময় বিষয়টা মাথায় রেখেছিল ফ্যারেল। এখন ঘটনা সেদিকেই যাচ্ছে, মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও।

'যত্তোসব ঝামেলা,' বিরস কণ্ঠে বলল লোকটা। 'শেফার্ডকে সব টাকা একসাথেই দিতে হবে, কিছু বাকি টাকি রাখা যাবে কি না, বলেছে কিছু কুইন্সি?'

'বলেছে। বাকি রাখা যাবে না, নগদ দিতে হবে পুরোটাই।'

কিছু সময় ভাবল প্যাটারসন। তারপর যেন মহা ঝামেলায় পড়েছে এমনভাবে বলল, 'তাহলে তো আমাকে সান ডাস্ট যেতে হবে। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে দিতে হবে।'

'কুইন্সিও আমাকে সেরকমই বলেছে।'

পায়চারি শুরু করল লোকটা। 'ঠিক আছে, তোমার সাথেই বেরিয়ে পড়ব। কাল ভোরে যদি রওনা হই আমরা, তাহলে রাতের মধ্যেই পাস পার হয়ে যেতে পারব, তাই না?'

'কাল রাতে না হলেও পরশু সকালে অবশ্যই পারব,' বলল ফ্যারেল।

'ঠিক আছে, বেডরোল কোথায় তোমার?'

ধীরে ধীরে বলল ডিক, 'তোমার এখানে থাকা কি ঠিক হবে

আমার, মিস্টার প্যাটারসন? অনেকেই দেখবে আমাকে। কে আমি, কি চাই—এসব কথা উঠবে। পরে কোন ঝামেলা হলে সে সব সামনে চলে আসতে পারে।'

'তাহলে কোথায় থাকবে তুমি?'

'সে হবেখন। বনের মধ্যে কোথাও কাটিয়ে দেব রাতটা।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল এজেন্ট। উঠে দরজার দিকে এগোল ডিক, সেও চলল ওর সাথে। দরজার কাছে পৌঁছে একটা আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল যুবক। 'এই যাহ্! কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম! কুইন্সি বলেছে, আর্মি পাঠাবার দরকার নেই এখন। ডেড লাইনের আগে সব গরু জড়ো করা শেফার্ডের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমরা ওগুলো অনেক দূরে দূরে তাড়িয়েছি তো! সেজন্যে শেফার্ডকে কয়েকটা দিন বেশি সময় দিতে হবে। তাই কুইন্সি তোমাকে একটা নোট পাঠিয়ে আর্মি মুভমেন্ট আপাতত বন্ধ করাতে বলেছে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' বলল লোকটা। 'আজ যেন কত তারিখ? ও হ্যাঁ, ছাব্বিশ তারিখ আজ। হিসেবমত তিন-চার দিনের মধ্যে রওনা হবে ওরা। কাল সকালের মধ্যে যদি আমার মেসেজ ফোর্ট লিগেটে পৌঁছানো যায়, তাহলে মুভ করবে না। সময় আছে হাতে। এখনই চিঠি দিয়ে একজনকে ফোর্ট লিগেটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাল সময়েই কথাটা মনে করেছ।'

সামান্য নড করে স্টেটসন মাথায় চাপিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল টেক্সান। 'সকাল সকাল বেরিয়ে পোড়ো। একটা অতিরিক্ত কোট সঙ্গে নিয়ো, পথে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

'ঠিক আছে। গুড নাইট, ফ্যারেল!' বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল এজেন্ট।

www.boiRboi.blogspot.com

আট

ফ্যারেলের হাতে বেদম মার খেয়ে বিল হার্ডির বাড়িতে নেস্টারদের সাথে আশ্রয় নিয়েছে জো বাগনার। সেই থেকে সর্বক্ষণ দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। নেস্টাররা তবু পোকার খেলে বা পালা করে পেট্রল ডিউটি দিয়ে সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু তার কিছুই করবার নেই। কুইন্সির নির্দেশ, সে খবর না দেয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়া চলবে না।

মেজাজ তাই খিঁচড়ে আছে তার। আজ সকালে পেট্রল সেরে জেমস কিঙ ফিরে আসার পর থেকে পরিবেশ একেবারেই পাল্টে গেছে ঘরের। কিঙ দেখে এসেছে শেফার্ডের লোকজন পার করে আনা গরু বেসিনজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। ওগুলো কি করে নদী পার হলো এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেনি বাগনার। সেই থেকে নেস্টাররা কেমন যেন অবন্ধুসুলভ আচরণ করছে ওর সাথে।

'হেরে গেছি আমরা। লাইমস্টোন হাউসকে আর ঠেকানো গেল না। কোথায় গেল তোমাদের কুইন্সি বাহাদুর? তিনদিন কোন খবর নেই। আস্ত একটা ধড়িবাজ লোক। প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, শেফার্ডকে ঠেকানোর নামে আমাদেরকে উস্কে দিয়ে ও আসলে অন্য কোন মতলব হাসিলের তালে আছে। এই সমস্ত গানম্যান ভাড়া করেছে সে শেফার্ডকে ঠেকানোর জন্যে নয়, আমাদের বিরুদ্ধে লাগাবে বলে,' ইত্যাদি বলে সবাইকে খেপিয়ে তুলতে লাগল জেমস কিঙ।

'আমার কথা কেউ কানে তোলোনি তোমরা'। এখন হলো? একটা পাল শেফার্ড পার করে নিয়ে এল, কিছুই করতে পারলাম না আমরা। নিশ্চিত খবর পেয়েছে বলে আমাদেরকে নিয়ে রিপল ফোর্ডে বসিয়ে রাখল কুইন্সি। পরের রাতে ডেনিসের একমাত্র ছেলেটা খুন হলো, সেই শোকে বুড়ো দেশ ছেড়ে চলে গেল। এবারে কার পালা, কে জানে! বাকি দুটো পালও শেফার্ড ঠিকই পার করে আনবে, দেখে নিয়ো তোমরা।

'ধড়িবাজটা আমাদের ওপর নজরদারি করার জন্যে তার এই চ্যালাকে এখানে বসিয়ে রেখে নিজে গেছে শেফার্ডের কাছে। ঘুস খেয়ে তাকে নির্বিঘ্নে গরু পার করে আনার সুযোগ দিতে।'

বিক্ষুব্ধ মনে বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে নেস্টাররা। কিঙের যুক্তি বাতিল করতে পারছে না, মেনে নেবে কি না, তাও বুঝতে পারছে না। যদি ওর কথা সত্যি হয়, তাহলে সবাইকে চলে যেতে হবে এ তল্লাট ছেড়ে।

অভিযোগের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কিঙের কাছে কড়া ধমক খেল বাগনার। 'চোপ্ রও!' প্রায় তেড়ে এল লোকটা। 'সত্যি কথা শুনে আঁতে ঘা লেগে গেল? তাহলে বলো, তোমার বস্ কি কাজে, কোথায় ব্যস্ত আছে এই তিনদিন?'

সবাই ভুরু কুঁচকে যে যার বাঙ্ক থেকে ওকেই লক্ষ করছে দেখে মাথা নিচু করে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে গেল বাগনার। নজর পড়ল বিল হার্ডির পনেরো বছরের মেয়েটির ওপর। যথেষ্ট সুন্দরী সে। বাস্কেটে কিছু উচ্ছিষ্ট হাড়গোড় নিয়ে এসে একটা বাচ্চা কুকুরকে খাওয়াচ্ছে।

'হাউন্ডটা তো ভারি সুন্দর!' কাছে এসে বলল বাগনার।

চট্ করে মুখ তুলল মেয়েটি। লোকটার শয়তানী হাসি দেখে অস্বস্তিতে পড়ে গেল। তার নোংরা দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যেতে ইচ্ছে হলো ওর, কিন্তু পা উঠল না।

www.boiRboi.blogspot.com

'তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি!' বলল বাগনার। 'ঘরের ভেতর বসে থাকো নাকি সারাক্ষণ? নাচের পার্টিতে যাও না?'

'যাই।'

'দেখিনি তো! দেখলে তোমাকে নিয়ে ছেলে-ছোকরাদের সাথে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিতাম আমি।'

অস্বস্তি বেড়ে গেল মেয়েটির। জুতোর ডগা দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকল।

দু'পা এগিয়ে এল বাগনার। 'আমার ঘোড়াটা দেখেছ? চমৎকার বে। চার পায়ে সাদা মোজা পরিয়ে রাখি আমি। মেয়েদেরকে পছন্দ করে ওটা। তা, ইয়ে মানে, যদি কখনও তোমার ইচ্ছে...'

শার্টের কলারে হ্যাঁচকা টান পড়ায় পেছন দিকে ঘুরে গেল বাগনার। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখের ওপর টন খানেক ওজনের এক ভয়ানক ঘুসি খেয়ে মুহূর্তে ধরাশায়ী হলো। সাথে সাথে হোলস্টারের দিকে হাত চলে গেল তার। অস্ফুট চিৎকার করে উঠল মেয়েটি, অমনি খাওয়া ছেড়ে বাগনারের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাচ্চা কুকুরটা। মরিয়া হয়ে ওটার ঘাড়ে এক রদ্দা মারল বাগনার। এক গড়ান দিয়ে উঠে দেখল সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বিল হার্ডি, চোখে তার খুনের নেশা। ঘরের ভেতর থেকে অন্যরাও কখন যেন বেরিয়ে এসেছে। স্টিফেনের ছেলের হাতে একটা রাইফেল দেখা যাচ্ছে।

'বাগনার!' হুঙ্কার ছাড়ল বিল হার্ডি। 'এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।'

'কেন? কি করেছি আমি?' প্রতিবাদ করল বাগনার।

কিঙ এসে দাঁড়াল কাছে, মেয়েটি তখন মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে হাউন্ডটার গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হার্ডির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল সে, 'কি করেছে হারামজাদা?'

জবাব না দিয়ে আগুন ঝরানো চোখে বাগনারের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল হার্ডি। 'আর কখনও আমার মেয়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে দেখলে তোমাকে খুন করে ফেলব আমি। বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। আর কখনও এখানে আসবে না।'

'শালা কি বজ্জাত দেখেছ?' চেঁচাল কিঙ। 'একটা বাচ্চা মেয়েকে পর্যন্ত উত্যক্ত করতে ছাড়ে না! দাঁড়াও শালা, তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব আজকে।' হাত তুলে ওকে মারতে তেড়ে এল সে, কিন্তু বেঞ্জামিন ধরে ফেলল। ওকে ধরে রেখে আগুন ঝরা চোখে বাগনারের দিকে তাকাল সে। 'এখনও গেলে না তুমি? নাকি ধোলাই না খেয়ে নড়তে চাও না!'

নেস্টারদের এতদিন তেমন একটা গ্রাহ্য করেনি বাগনার, কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। তাই আপাতত এখান থেকে কেটে পড়াই উত্তম মনে হলো তার। মাটি থেকে স্টেটসনটা তুলে নিয়ে না ঝেড়েই মাথায় চাপাল, এগিয়ে গেল কোরালের দিকে। মিনিট খানেকের মধ্যে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল কোন দিকে না তাকিয়ে।

পেছন পেছন ছুটে গেল জেমস কিঙ। চিৎকার করে বলল, 'আজ বড় বাঁচা বেঁচে গেলে, বাগনার। ভবিষ্যতে এ এলাকায় যদি দেখেছি কখনও, জানে মেরে ফেলব তোমাকে। কথাটা মনে রেখো!'

বেরিয়ে এসে দক্ষিণ পুবে ঘোড়া ছোটাল বাগনার। দাঁতের ব্যথায় আঁধার দেখছে চোখে।

ভীষণ রাগে আগুন হয়ে আছে জো বাগনার। জেমস কিঙের কথাগুলো কানের মধ্যে গুঁতো মারছে এখনও। এ অপমানের শোধ তাকে নিতেই হবে, প্রতিজ্ঞা করল সে মনে মনে। তার আগে

www.boiRboi.blogspot.com

কুইন্সিকে সব জানাতে হবে, বড় বাড় বেড়েছে শালাদের!

সান ডাস্ট যত এগিয়ে আসছে, তত বাড়ছে দাঁতের ব্যথা। সেই সাথে খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। নাড়ীভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাওয়ার অবস্থা। গত দু'দিন আধপেটা খেয়ে আছে সবাই। কারণ হার্ডির বাড়ির মেয়েরা এত মানুষের রান্না করতে রাজি হয়নি, বাধ্য হয়ে চেয়ে আনা একটা বড় ওয়াশ কেটলিতে কোনরকমে স্টু রান্না করে খেতে হয়েছে বহিরাগতদের। আজ এ পর্যন্ত তাও জোটেনি। কি সব আবোল তাবোল বকে সবার মাথা গরম করে দিয়েছে শালা প্যাকার্ড, তাই শুনে রান্না-খাওয়া শিকেয় তুলে রেখেছে হারামখোরের দল। খিদের চোটে মাথা ঝিমঝিম করছে তার।

ঠিক করল শহরে ঢুকে প্রথমে কিছু পেটে দিয়ে নেবে, তারপর দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ব্যথার দাপট এতই অসহ্য হয়ে উঠল যে খিদের কথা ভুলেই গেল বাগনার। সোজা ডাক্তারের কাছে ছুটল।

পরদিন সকালে বেসিন হাউস হোটেলের পোর্চে দাঁড়িয়ে রাস্তার ভিড়ে কুইন্সিকে দেখতে পেল সে। বিস্মিত হলো তার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে। রক্তে মাখামাখি জামা কাপড়। হ্যাটের নিচ থেকে উস্কোখুস্কো চুলের কিছু কিছু বেরিয়ে আছে। সারা মুখে অসংখ্য কাটাকুটি, প্রায় বোজা চোখ দুটো টকটকে লাল, ঠোঁট দ্বিগুণ পুরু হয়ে ঝুলছে। বাঁ দিকের চোয়াল ফোলা, কপালের ডানদিকে আস্ত একটা সুপারি।

নীরবে তার সামনে এসে দাঁড়াল বাগনার, মনের ভাব গোপন রাখার চেষ্টা করল। ওর ফুলে থাকা গালের দিকে তাকিয়ে ভুরু উঁচু করল কুইন্সি। 'তোমার আবার এমন চেহারা হলো কেন?' নিজের ব্যাপারে কিছু বলল না, বাগনারও কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। সংক্ষেপে শুধু দাঁত তোলার কথা জানাল তাকে।

'ঠিক আছে, হার্ডির ওখানে চলো,' বলল কুইন্সি। 'কথা আছে।'

মাথা নাড়ল বাগনার, সব ঘটনা নিজের মত করে বলল। কোন মন্তব্য ছাড়াই চুপচাপ শুনে গেল বেন কুইন্সি। তারপর বলল, 'এসো আমার সাথে।' ঘুরে হাঁটা ধরল সে শেরিফ ডীন আর্থারের অফিসের দিকে। কিছু একটা ভাবছিল শেরিফ আনমনে, পায়ের শব্দে মুখ তুলল। তার চোখে প্রশ্ন দেখে বলল কুইন্সি, 'আর্থার, আমি চাই তুমি জো বাগনারকে তোমার ডেপুটি করে নাও।'

ওর বলার মধ্যে কর্তৃত্বের সুর শুনতে পেল বাগনার।

নয়

এজেন্ট প্যাটারসনকে নিয়ে পাসের নিচে রাতের ক্যাম্প করল ডিক ফ্যারেল। গতকাল এখানে যে পরিমাণ বরফ ছিল, আজ তার চাইতেও কয়েক ইঞ্চি উঁচু হয়ে আছে। যে হারে তুষার পড়ছে, তাতে ওপরদিক আর পাসের অবস্থা নিশ্চই শোচনীয়, ভাবতে ভাবতে প্যাটারসনের শোবার ব্যবস্থা করল টেক্সান। কয়েকটা ঝোপ কেটে মাটিতে রেখে তারওপর বেডরোল বিছিয়ে দিল। সারাদিন একটানা রাইডিঙের ফলে নড়াচড়া করবার মত শক্তি নেই তখন এজেন্টের, কোনমতে এসে ধপ্ করে বসে পড়ল সে বিছানায়।

ওয়ারব্যাগ থেকে ফ্লাস্ক বের করে কয়েক চুমুক ব্র্যান্ডি খেয়ে ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করল। রাতের খাবার খেয়ে অনেক সুস্থবোধ করল দু'জনেই। কুইন্সির কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করে চলল এজেন্ট, জবাবে সত্যি-মিথ্যে দিয়ে সমানে চালিয়ে গেল ফ্যারেল। শুনতে শুনতে একসময় দারুণ তৃপ্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল

www.boiRboi.blogspot.com

প্যাটারসন।

ফ্যারেলের ঘুম এল না সহজে। নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। যে কাজে হাত দিয়েছে, তাতে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। আপাতত ওর মূল সমস্যা প্যাটারসনকে আটকে রাখা। অবশ্য শারীরিক হামলা করা বা ঝুঁকি নিয়ে কিছু করার যোগ্যতা বা সাহস যে তার নেই, তা বোঝা হয়ে গেছে ফ্যারেলের। তবু সতর্ক থাকতে হবে। ঘুমন্ত লোকটার শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ভুঁড়ির ওঠা নামা দেখতে দেখতে তীব্র ঘৃণা অনুভব করল যুবক। শালা একটা লুটেরা, অন্যের রক্তে-মাংসে গড়া সম্পদ কেড়ে নিজের ভোগে লাগাতে চায়।

সকালে আরও ভারী হয়ে তুষার পড়া শুরু হলো। দ্রুত ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। ওয়াগন রোডে পৌঁছে বরফের পুরুত্ব দেখে ঘাবড়ে গেল ডিক। ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত দেবে যাচ্ছে নরম তুষারে। এখানেই এই অবস্থা, চূড়ার অবস্থা কি হতে পারে কল্পনা করে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল সে। কম নয়, জায়গামত পৌঁছতে প্রায় আট মাইল পথ ভাঙতে হবে ওদের, কি হবে কে জানে!

একটানা চলতে থাকল দু'জন। যত ওপরে উঠছে, তত বেশি বাড়ছে তুষারের গভীরতা। অবচেতন মন ফিরে যেতে বলছে, তবু নিজের সিদ্ধান্তে অটল ডিক। এগিয়ে যেতেই হবে। পাস পার হয়ে থ্রী ব্রেভসের পুব পাশে পৌঁছতে হবে।

টানা পাঁচ ঘণ্টা কসরত করে পাসে প্রবেশ করল ওরা। এখানকার অবস্থা এককথায় ভয়ঙ্কর। বরফ ঘোড়ার পেট ছুঁই ছুঁই করছে, তবে সৌভাগ্য এখানে বাতাস পেছন থেকে বইছে। একসময় চলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে থামল ফ্যারেল। 'পায়ে হেঁটে ট্রেইল ভাঙতে হবে, মিস্টার প্যাটারসন। নইলে ঘোড়া দুটোকে বাঁচানো যাবে না।'

মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল এজেন্ট। ভয়ের ছাপ চেহারায়,

আমার মনে হয় ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। পাস পার হওয়া আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে, ডিক!'

কঠিন একটা জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিল যুবক। তার বদলে খানিকটা হতাশার সুরে বলল, 'তুমি চাইলে চলো, ফিরে যাই। আমার কি? পানিতে গেলে যাবে তোমার টাকা।'

নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে দেরি হলো না প্যাটারসনের। 'কিন্তু এর মধ্যে কি করে পাস পার হই?' নিরীহ মেষ-শাবকের মত চেহারা বানিয়ে বলল সে।

'চাইলেই যে সহজ হবে, সে কথা বলছি না। তবে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই বলে কোথায় যেন শুনেছিলাম একটা কথা। আমরা যখন মানুষই, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল এজেন্টের। অবশেষে তার ভেতরের লোভের জয় হলো। মাথা ঝাঁকাল, 'চলো তাহলে।'

দশ

একটার পর একটা বাধা পেরিয়ে সন্ধের দিকে যখন পাস অতিক্রম করল ওরা, ফ্যারেলের মনে হলো যেন দুনিয়া জয় করে ফেলেছে। নিরাপদ এক জায়গা দেখে আগুন জ্বালল সে। তাঁবু গাড়ল। তারপর নাকে মুখে কিছু গুঁজে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিল ওরা যে যার বিছানায়। আগুনের উষ্ণ পরশে ঘুমিয়ে পড়ল মুহূর্তে।

তুষারমুক্ত মেঘলা সকালে প্রথম ঘুম ভাঙল ট্রেস্লানের। মরার

www.boiRboi.blogspot.com

মত ঘুমোচ্ছে এজেন্ট। কোট পরে বুট পায়ে দিল সে। এগিয়ে গিয়ে পাইনের কাণ্ডে ঠেস দিয়ে রাখা তার ওয়ারব্যাগটা খুলল। ভেতরে হাতড়ে একটা ছোট বেলি-গান পাওয়া গেল, ওটা নিয়ে ব্যাগ বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিল ডিক। খানিক দূর গিয়ে গায়ের জোরে অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কাজ সেরে সন্তুষ্ট মনে ফিরে এল। ঘুম থেকে জেগে গেছে তখন প্যাটারসন। বোকা বোকা চোখে আগুনের দিকে চেয়ে আছে। 'মর্নিং!' বলল ট্রেস্লান।

নাশতা আর গরম কফি খেয়ে সিগারেট ধরাল ও, এজেন্ট পকেট থেকে সিগার বের করে ধরিয়ে আয়েশ করে টানতে লাগল। এবার মুখ খোলার সময় হয়েছে, ভাবল যুবক। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তেরছা দৃষ্টিতে তাকাল এজেন্টের দিকে। 'আড়ষ্ট লাগছে, তাই না?'

গুঙিয়ে উঠল লোকটা। 'রাতে সান ডাস্ট পৌঁছে পুরো এক হপ্তা ঘুমাব আমি।'

'যদি না পৌঁছতে পারো?'

'পাগল নাকি? পৌঁছতেই হবে আমাকে!'

মাথা দোলাল যুবক। 'কিন্তু পুরো সপ্তা যদি ছোটার দরকার পড়ে, পারবে তুমি?'

ওর কথার সুরে একটা কিছু আছে খেয়াল হতে ঝট্ করে তাকাল প্যাটারসন। 'কিসের কথা বলছ তুমি, ডিক?'

'তোমার আর সান ডাস্টের কথা, সপ্তা খানেকের মধ্যে তোমাদের কারও সাথে কারও দেখা হচ্ছে না কি না!'

'কেন?' বিস্মিত হলো এজেন্ট। সোজা হয়ে গেল।

'কারণ তুমি আর আমি অনেক পথ দৌড়ে বেড়াব। তারমধ্যে খানিকটা পথ আবার পাসিও লাগবে-হয়তো আমাদের পেছনে!'

সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল এজেন্ট। 'পাসি?'

'এখনও বুঝতে পারছ না? অফিসে তোমাকে আসলে মিথ্যে বলেছি, আমাকে কুইন্সি পাঠায়নি, শেফার্ডের পক্ষ থেকে এসেছি, আমি।'

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো প্যাটারসন, চোখে-মুখে উদ্বেগ। 'তার মানে শেফার্ড রাজি হয়নি?'

'রাজি হবে? সে তো এখন ধীরে সুস্থে কাজ সারছে। আমি ঠেকিয়ে দিয়েছি, তাই তোমার সৌজন্যে তার হাতে সময়ের অভাব নেই এখন।'

ঝাড়া দু'মিনিট ওর দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। হতভম্ব হয়ে গেছে। কয়েকবার কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু শব্দ বেরোল না গলা দিয়ে। ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, নিজের অবস্থা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। অক্ষম রাগে চিৎকার করল, 'এভাবে পার পাবে না তুমি, ফ্যারেল! আমি সরকারী লোক, আমাকে কিডন্যাপ করার শাস্তি জানো? সারাজীবন জেলের ঘানি টানতে হবে তোমাকে, মনে রেখো।'

'তা ঠিক,' নির্বিকারভাবে বলল ও। 'যদি তুমি নালিশ করো, প্রমাণ সাপেক্ষে তেমন ঘটবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস নিজের কবর নিজে খুঁড়বে না তুমি। বোসো ঠাণ্ডা হয়ে, বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি।

'প্রথম হচ্ছে, কুইন্সির চক্রান্তের সাথে তুমি জড়িত, বিপদে পড়লে তোমাকে ফাঁসাতে কোন কসুর সে করবে না। দ্বিতীয় কারণ, তুমি যখন ফিরতে পারবে, প্যাটারসন, ততদিনে প্রত্যেকটা গরু পার করে বেসিনের সব জায়গায় ছড়িয়ে দেবে শেফার্ড। কড়া পাহারা বসাবে। কুইন্সি আর তার লোকজন সেগুলোর কোনটার একগাছি পশমও ছুঁতে পারবে না। সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল ক্যাভালরি, তুমি নিজ হাতে চিঠি লিখে ওদের অভিযানও বন্ধ করে দিয়েছ। শেফার্ডকে বাধা দেয়া তো দূরের কথা, নিজেদের দুর্ভোগ

ঠেকাতে ব্যস্ত থাকতে হবে এখন নেস্টারদের।

'এবার ভেবে দেখো তোমার নিজের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে। বে-কুইন্সির কাছ থেকে গরুর সাপ্লাই পাচ্ছ না তুমি, কারণ শেফার্ড তা কাছে বিক্রি করবে না। তাহলে এই শীতে উতেদের বীফের কি ব্যবস্থা করবে তুমি?'

আহাম্মকের মত চেয়ে রইল প্যাটারসন।

'আশপাশের আউটফিটগুলো খুঁজে বড়জোর শ পাঁচেক গরু পেলেও পেতে পারো। তাও যখন সবাই টের পেয়ে যাবে গাধার মত নিজেই নিজের ফাঁদে আটকা পড়েছ তুমি, তখন আট-দশগুণ দর হাঁকবে প্রতিটি গরুর। হ্যাঁ, বাইরে থেকে, দূর দূর থেকে জোগাড় করে আনার চেষ্টা তুমি করতে পারতে, যদি সময় থাকত। কিন্তু বাইরের সাপ্লাই আসার পথ ঘাট যে এখনই বন্ধ হয়ে গেছে, নিশ্চই বুঝতে পারছ তুমি?' হাত তুলে বরফ ইঙ্গিত করল টেক্সান।

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে আবার বলল, 'অভুক্ত উতেরা যখন মার্চ করে ওয়াশিংটন যাবে, তখনকার তোমার অবস্থাটা একবার ভাবতে চেষ্টা করো, মিস্টার প্যাটারসন!'

এজেন্টের ঠোঁট নড়লেও কোন শব্দ সরল না এবারও।

'তোমার বাঁচার রাস্তা একটাই, তা হচ্ছে, চুক্তিমত শেফার্ডের গরুগুলো কিনে নেয়া। নিজের চামড়া বাঁচানোর আর কোন রাস্তা সত্যিই খোলা নেই তোমার।'

হঠাৎ গলায় স্বর খুঁজে পেল এজেন্ট। রেগেমেগে বলে উঠল 'কুইন্সি বোকা লোক নয়। আমি না পৌঁছলে সজাগ হয়ে যাবে।'

'এবং দলবল নিয়ে ছুটে আসবে, তাই বলতে চাইছ তো? ও এদিকে তোমার খোঁজে চলে এলে শেফার্ডের কাজ তো আরও সহজ হয়ে যাবে, তাকে বাধা দেয়ার জন্যে কেউ থাকবে না! আফসোস হচ্ছে আমার তোমার জন্যে। লোভে চোখ অন্ধ হয়ে আছে বলেই পায়ের তলায় যে মাটি নেই তা চোখে পড়ছে না

www.boiRboi.blogspot.com

তোমার। থাকো আমার সাথে ক'দিন, দেখবে মগজ কেমন খোলতাই হয়ে গেছে।'

লোকটার অবস্থা দেখার মত হয়েছে, কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে, চেহারা যেন মরা মানুষের—একবিন্দু রক্ত নেই কোথাও। ঘোলাটে চোখে শূন্য দৃষ্টি মেলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে ওকে দেখছে।

সিগারেটের শেষ অংশ আগুনের মধ্যে ফেলল ফ্যারেল। নিজের বেডরোল গোটাল। 'আমাদের রওনা করা উচিত,' বলে পেছন ফিরে আগুন মাটি চাপা দিল। প্যাটারসন তার ওয়ারব্যাগ পাগলের মত হাতড়াচ্ছে শুনেও না শোনার ভান করল। দুই মিনিট সময় দিল ও তাকে, তারপর বলল, 'জিনিসটা আমি ফেলে দিয়েছি, প্যাটারসন।'

অবশেষে যখন ফিরে তাকাল, দেখল কাঁদো কাঁদো চেহারা করে দাঁড়িয়ে আছে এজেন্ট।

সেদিন ডিক ফ্যারেল চলে যাবার পর থেকে ন্যান্সি শেফার্ডের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। সারাদিন চুপচাপ কি যেন ভাবে মেয়েটি। পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে, ফার্গুসন, ববি খুন হয়েছে, চাপা উত্তেজনা সবদিকে, ব্যাপারগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। তার ওপর টেক্সান লোকটা বলে গেল, সবই নাকি কুইন্সির চক্রান্তের ফল। সে-ই নাকি নেস্টারদের ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর বাবাকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে এসব ঘটিয়ে বেড়াচ্ছে।

বেনকে নিয়ে সুখের সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখে ন্যান্সি। তার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সমর্থন আছে বলেই বাবার গোপন খবর তাকে জানিয়েছে ও, কিন্তু কোনরকম খুন জখমের প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই ওর। টেডকে প্রশ্ন করে জেনেছে, কুইন্সির সাথে ওর সম্পর্কের কথা ফ্যারেলকে সে জানায়নি। তাহলে কিভাবে জানল

লোকটা সে কথা? কুইন্সি বলেছে? ও যদি বেনের কাছ থেকেই জেনে থাকে এসব, তাহলে কুইন্সির সব কথাই ওর পক্ষে জানা সম্ভব। বেন কি আমার কাছে কিছু গোপন করে গেছে?

বহু ভেবেও জট খুলতে পারছে না মেয়েটি। বেনের সাথে দেখা হওয়া জরুরী। তার কাছ থেকে এসবের ব্যাখ্যা জানতে হবে। যার সাথে ঘর বাঁধবে, যাকে সঙ্গী বানাবে সারাজীবনের, তার সম্বন্ধে নিজের বিবেক পরিষ্কার রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে ন্যান্সির।

কিন্তু ওর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। টেডকে বলে দেখেছে, কোন লাভ হয়নি, মাথা নিচু করে সরে গেছে সে। ঘোড়া তৈরি করে দিতে রাজি হয়নি। ফ্যারেল চলে যাবার পর থেকেই টেড যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। ঠিক করল ন্যান্সি, নিজেই বের হবার চেষ্টা করবে সে। কারও সাহায্য ছাড়াই।

রাতের বেলা একা একা কোরালের প্যাস্‌চারে ঢুকল সে। ছোটবেলায় বাবার কাছ থেকে শেখা দড়ির ফাঁস বানিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা করল, কিন্তু একটা ঘোড়াকেও বাগে আনতে পারল না। ডেক্সটার শিস দিয়ে গানের সুর বাজাচ্ছে কাছাকাছি কোথাও বসে, অথচ ওকে সাহায্য করতে আসছে না। জেদের চোটে আরও খানিকক্ষণ চেষ্টা চালাল ন্যান্সি, তারপর ব্যর্থ হয়ে একসময় ক্ষুব্ধ মনে ফিরে চলল। রাগে-দুঃখে ভেতরটা জ্বলছে। ওর মনে হলো ঘোড়াগুলো পর্যন্ত সব বেঈমান হয়ে গেছে।

'অন্ধকারে ঘোড়ায় লাগাম পরানোর চেষ্টা করা ঠিক নয়, মিস্ ন্যান্সি,' অন্ধকার থেকে শান্তকণ্ঠে বলল পাঞ্চার। 'ঘাবড়ে গিয়ে লাথি মেরে বসতে পারে ওরা।'

'আমার জন্যে তোমার দরদ আছে জেনে খুশি হলাম,' ব্যঙ্গের সুরে বলতে বলতে তার দিকে এগোল ন্যান্সি। 'আমাকে তুমি ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকে রেখেছ, ভাবছি কথাটা বাবাকে জানাব

www.boiRboi.blogspot.com

আমি।'

'জানাও।'

বিস্মিত হলো ন্যান্সি। 'তোমাকে সে বরখাস্ত করতে পারে!'

'আমার কথা না শুনে তা করবে না সে।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করবে না বাবা।'

'মিস্টার শেফার্ড, মিস্ অ্যানি যাচাই করবে আমার কথা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

সত্যি, ভাবল ন্যান্সি। ঘটনা এরকমই ঘটবে। অন্তত অ্যানি ঘটিয়ে ছাড়বে। বয়সে ছোট হলে কি হবে, ওর ভাবনা-চিন্তা, কাজ-কাম সবই উপযুক্ত পুরুষের মত। টেড কিছুতেই নরম হচ্ছে না দেখে একবার শেষ চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিল। সুর নরম করে বলল, 'আমি যদি কথা দিই ডিক ফ্যারেলের কথা কিছুই বলব না কুইন্সিকে, তাহলে যেতে দেবে আমাকে, টেড?'

'না।'

'তার সাথে আমার দেখা হওয়া খুব জরুরী, টেড।'

'দুঃখিত, মিস্।'

'আমার ওপর বিশ্বাস নেই তোমার, না?'

খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ডেক্সটার, তারপর আবেগহীন গলায় বলল, 'না। "বিশ্বাস" শব্দটার অর্থ ঠিক বোঝো না তুমি। যদি বুঝতে, তাহলে যে তোমার বাবাকে ধ্বংস করতে চায়, তার দিকে ঝুঁকতে না।'

থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ন্যান্সি। হুঁশ ফিরতে কোরাল থেকে বেরিয়ে এল দ্রুত পায়ে।

কিন্তু এখানেই ইতি ঘটল না ব্যাপারটার, বরং কুইন্সির সাথে দেখা করার তাগিদ আরও বেশি করে অনুভব করল ন্যান্সি। পরদিন নতুন বুদ্ধি বের করল, যদি অ্যানিকে রাজি করিয়ে শহরে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে একটা সুযোগ জুটে যেতেও পারে। কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

হলো না। কাজের অজুহাত, বাবার নিষেধ—এসব বলে রাজি হলো না অ্যানি।

রাতে জন শেফার্ড আর কীন নর্টন নতুন একদল লোক নিয়ে ফিরল। পুরনো ক্রুদের সাথে যোগ দেবে এরা। রাতে কাজের বিষয়ে শলা-পরামর্শ হলো। ডিক ফ্যারেলের কথাও উঠল, কিন্তু সে কতটা কি করতে পেরেছে, জানার উপায় নেই। ফোর্ট লিগেট থেকে ক্যাভালরি না এলেই তার কাজের সফলতা জানা যাবে। ভোরের আলো ফোটার আগে নতুন পাঞ্চারদের নিয়ে রিজার্ভেশনের দিকে চলে গেল জন আর তার ফোরম্যান।

দুপুরের আগে উঠানে এসে ঘোড়া থামাল এক আগন্তুক। ঘোড়ার শব্দে ওরা দু'বোন বেরিয়ে এল। বেশ-ভুষা আর লিভারি ঘোড়া দেখে লোকটাকে শহুরে মনে হলো ওদের।

'জন শেফার্ড কি আছে?' জিজ্ঞেস করল আগন্তুক।

'রিজার্ভেশনের দিকে গেছে,' বলল অ্যানি। 'কেন?'

'তাকে ধরা সম্ভব হবে?'

'ঠিক কোনখানে পাওয়া যাবে, বলতে পারব না। অবশ্য যদি খুব ভাল ট্র্যাকিঙের ক্ষমতা তোমার থাকে, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু কেন দরকার তাকে?'

'শুনেছি গরুর কাস্টমার খুঁজছে সে, সেই জন্যে।'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে কষ্ট করার হাত থেকে আমি বাঁচিয়ে দিতে পারি,' কাষ্ঠহাসি হেসে বলল ও। 'তুমি ভুল শুনেছ, মিস্টার। একটা গরুও বিক্রি করবে না বাবা।'

আত্মবিশ্বাসী হাসি দিল আগন্তুক। 'আমার পাওয়া তথ্য কিন্তু অন্যরকম বলে।'

'তোমার তথ্যের সূত্রটা কি জানতে পারি?'

'সান ডাস্টের বাতাস।'

মুচকে হাসল অ্যানি। হাত তুলে থ্রী ব্রেভসের দিকে দেখিয়ে

বলল, 'বাবা ওইদিকে কোথাও আছে। খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করো গিয়ে তোমার বাতাসের তথ্য কতটা সত্যি।'

লোকটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে জোরে হেসে উঠল ও। 'ডিকের কথার প্রমাণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখো।'

'কি রকম?' চোখ কোঁচকাল বড় বোন।

'ডিক ফ্যারেল ফস্কে যেতে এটাকে ভাড়া করেছে কুইন্সি, কোনমতে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'ননসেন্স!' ঝাঁঝের সাথে বলল ন্যান্সি।

অপ্রস্তুত হয়ে ওর দিকে তাকাল অ্যানি। 'ভেতরে যাচ্ছি, ঠাণ্ডা লাগছে।'

কিচেনে এসে রুটি সেঁকতে সেঁকতে লক্ষ করল, অস্থির হয়ে কিচেনময় পায়চারি করছে ন্যান্সি। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে?'

দাঁড়িয়ে পড়ল ন্যান্সি। 'কি হবে? কিছু না!'

ওর কথার ঝাঁঝ অ্যানির কান এড়াল না। 'যে রকম খাঁচায় বন্দী-সিংহীর মত তড়পাচ্ছ কদিন ধরে, আমি ভাবলাম কি না কি বুঝি হয়েছে তোমার।'

চোখ লাল হয়ে উঠল মেয়েটির। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'অবশ্যই হয়েছে! কোথাকার এক ডিক ফ্যারেল এসে কী সব আজগুবি খবর দিয়ে জীবনটা জাহান্নাম বানিয়ে দিয়ে গেল আমাদের!'

হাঁ হয়ে গেল অ্যানি। তাকিয়ে রইল বোনের দিকে। 'আজগুবি? ডিকের কথা বিশ্বাস করোনি তুমি?'

'আচ্ছা! সে তাহলে এখন তোমার কাছে শুধুই ডিক!'

'ঠিক আছে, না হয় ফ্যারেলই। কিন্তু তার কথা বিশ্বাস হয়নি তোমার?'

'না। কেন হবে? ও একটা ভাড়াটে গানম্যান, খুনী। তোমাকে খুন করতে গুলি চালিয়েছিল। ওকে তুমি নেস্টারদের সাথে দেখেছ, সেখান থেকে এসে একগাদা গাল-গল্প শুনিয়ে গেল লোকটা। ওই নেস্টাররাই যে ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠায়নি, সে ব্যাপারে কি করে নিশ্চিত হলে তুমি?'

'তুমি যা ভাবছ, ব্যাপার মোটেই সে রকম নয়। এইমাত্র যে লোকটা এসেছিল, তার উপস্থিতি আর প্রস্তাবই প্রমাণ করছে ডিক সত্যি কথা বলেছে।'

'আবার ডিক!'

'হ্যাঁ, ডিক! তো কি হয়েছে? বাবার প্রাণ বাঁচিয়েছে ও কুইন্সির ভাড়াটে গানম্যানদের হাত থেকে, তা জানো?'

উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট বোনের সামনে এসে থামল সে। রাগের বদলে বিস্ময়ের সাথে বলল, 'কি ব্যাপার, ওর প্রেমে পড়েছ নাকি, অ্যানি?'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল ও। মুখ ঘুরিয়ে নিল।

স্তব্ধ হয়ে গেল ন্যান্সি। যখন মুখ খুলল, বোনের প্রতি গভীর মমতা আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে। 'কিন্তু ও যে গানম্যান, অ্যানি! যে তোমার মত এক মেয়ের দিকে গুলি ছুঁড়তে পারে, সে কি না করতে পারে, ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি।' স্নিগ্ধ হাসি ফুটল অ্যানি শেফার্ডের মুখে। 'আমি তার অতীত জেনেছি, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন দেখি না। সে এখন কি, সেটাই আসল বিবেচনার বিষয়। তাছাড়া আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে কেউ তাকে বাধ্য করেনি! তুমি জানো না, রেড, ও আসলেই ভাল মানুষ। বাবা ওকে বুঝতে পেরেছে। ও...'

'ও তোমাকে ভালবাসে?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল ন্যান্সি।

'জানি না।'

চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল তার। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে করুণা করতে ইচ্ছে করছে আমার। পুরুষদের চেনো না তুমি। আর

www.boiRboi.blogspot.com

ডিক ফ্যারেলকে ভালবাসলে কোনদিন চিনতে পারবেও না। তুমি আস্ত একটা বোকা মেয়ে!'

সূর্য ওঠার আগে কোরালে ঢুকল ন্যান্সি, রাইডিঙের জন্যে নিষিদ্ধ তিনদিন পার হয়েছে গতকাল। আজ যদি বাইরে যেতে বাধা দেয় টেড, তাহলে তুলকালাম বাধিয়ে ছাড়বে ও। কিন্তু নিজের ঘোড়া স্যাডল পিঠে বাইরে যেতে তৈরি হয়ে আছে দেখে অবাক হলো ও। টেডকে দেখল বার্নের দরজায় বসে সিগারেট ফুঁকছে, এদিকে তাকাচ্ছে না। তার উদাসীনতা দেখে গা জ্বলে গেল। খোঁচা মেরে বলল, 'তোমার ঘোড়া দেখছি না যে? কোথায় সেটা?'

'বাইরে। ছেড়ে দিয়েছি।'

'আজ তাহলে একা বাইরে যেতে বাধা নেই আমার?'

টেড শ্রাগ করল। আধখাওয়া সিগারেটটা টোকা মেরে দূরে ফেলে দিল। 'নাহ্। এখন আর ক্ষতি করতে পারবে না তুমি।' ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বার্নে ঢুকে গেল পাঞ্চার।

লাইমস্টোন হাউস দৃষ্টির আড়াল হয়ে যেতেই ঘোড়ার গতি দ্রুত করল ন্যান্সি। একটানা প্রায় একঘণ্টা চলার পর একটা লাইমস্টোন স্তূপের পাশে নামল, এখানকার একটা পাথরের নিচে ও আর কুইন্সি যে যার চিঠি রেখে যায়। হাতড়ে স্বাক্ষরবিহীন একটা চিঠি বের করল ন্যান্সি। তাতে লেখা: *তৃতীয়বারের মত লিখছি, তোমার সাথে দেখা হওয়া দরকার।*

দুপুর পর্যন্ত বাড়িতে আছি। রাতে শহরে থাকব।

কাগজটা পকেটে পুরে কুইন্সির বাড়ির পথে ঘোড়া ছোটাল ও, কিন্তু হতাশ হলো বাড়িতে কেউ নেই দেখে। তবু ভেতরে ঢুকল। স্টোভে কয়েকটুকরো কাঠ চাপিয়ে দিয়ে এক কামরার কেবিনটার দিকে নজর দিল। চেহারা একেবারে করুণ ওটার, ওলট পালট হয়ে আছে সবকিছু। নাশতার প্লেট কাপ এখনও টেবিলের ওপরেই পড়ে

আছে।

কোট খুলে রেখে ঘর গোছাতে ব্যস্ত হয়ে গেল ন্যান্সি। একটুপর খুরের শব্দে পেছনের দরজা খুলতে কুইন্সিকে ঘোড়া নিয়ে কোরালে ঢুকতে দেখল। ওকে দেখে দ্রুত ঘরে চলে এল সে। সজোরে ওকে জড়িয়ে ধরে ক্ষুধার্তের মত চুমু খেল লোকটা। পেছনে হেলে কুইন্সির দিকে তাকাল ন্যান্সি।

'বেন, কি হয়েছে তোমার? মুখে কাটা দাগ, চোখে রক্ত জমে আছে, কেন?'

'ফাইট,' সংক্ষেপে বলে হাসল কুইন্সি। নিজেই প্রশ্ন করল, 'তুমি কোথায় ছিলে?'

'কার সাথে ফাইট করেছ?'

'একটা লোকের সাথে,' পাশ কাটাতে চেষ্টা করল সে। ন্যান্সিকে ছেড়ে দিল। 'আমি দু'দিন ধরে খুঁজছি তোমাকে।'

'বের হতে পারিনি,' সহজভাবেই বলল ন্যান্সি।

ওকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল কুইন্সি। কোট খুলে বরফগলা পানি ঝাড়ল। তীক্ষ্ণচোখে ওকে দেখছে ন্যান্সি। ভেতরের উত্তেজনা বাড়ছে। কুইন্সির কাছে আজ সব জানতে চাইবে ও। আশা আছে সব খুলে বলবে সে ওকে। সত্যি কথা বলবে।

'আমি জানি কার সাথে ফাইট করেছ তুমি। ডিক ফ্যারেলের সাথে, তাই না?'

কোট ঝাড়া বন্ধ হয়ে গেল কুইন্সির। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, 'কে বলেছে তোমাকে?'

'র‍্যাঞ্চে এসেছিল লোকটা। তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই আমি, বেন, এদিকে এসো।' চেয়ার ছেড়ে উঠল ন্যান্সি। কোট বাঙ্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে এল কুইন্সি। ভুরু কুঁচকে আছে।

গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ন্যান্সি। 'ফ্যারেল আমাদের র‍্যাঞ্চে একটা গল্প শুনিয়েছে। যদি সত্যি হয়, আমি চাই তুমি

www.boiRboi.blogspot.com

আমাকে বলবে সেটা। সে বলেছে, তুমি আর প্যাটারসন মিলে অনেকদিন থেকে চক্রান্ত করছ যেন বাবা বাধ্য হয়ে তোমার কাছে সস্তায় সব গরু বেচে দেয়। পরে তুমি সেগুলোকে আবার প্যাটারসনের কাছে বিক্রি করবে। কথাটা সত্যি?'

চেহারা কালো হয়ে গেল বেনের। কাঁধ, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'তাহলে ফ্যারেল সব বলে দিয়েছে?'

'কথাগুলো সত্যি?'

'আর কি কি বলেছে শয়তানটা?'

'তুমি নাকি বাবার কাছে গরু কেনার প্রস্তাব নিয়ে যেতে বলেছ লোকটাকে?'

'তাই বলেছে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যাঁ, সত্যি বলেছে ও?'

কদাকার হয়ে উঠল কুইঙ্গির চেহারা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের তুষারপাত দেখতে থাকল।

'বেন!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ন্যান্সি, 'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। এসব কি সত্যি?'

ঘুরে ওর দিকে তাকাল কুইঙ্গি। 'অবশ্যই,' উদ্ধত কণ্ঠে বলল সে।

প্রচণ্ড আঘাতে বোবা হয়ে গেল ন্যান্সি। হাত বাড়িয়ে টেবিলের কোণা ধরে নিজেকে ঠেকাল। একটুপর সামলে নিয়ে ছুটে গিয়ে কনুই ধরে এক টানে লোকটাকে নিজের দিকে ফেরাল। 'বেন, তোমার নেস্টারদের নেতা সাজা, আমার সাথে প্রেম করা, সবকিছুর পেছনে শুধু বাবাকে ব্ল্যাকমেইল করাই উদ্দেশ্য ছিল তোমার?' দু'চোখে বাঁধভাঙা বিস্ময় নিয়ে লোকটাকে দেখছে ও।

হাসল লোকটা। দু'হাতে ওর বাহু চেপে ধরল। 'সুইটহার্ট, তোমার আমার জন্যেই টাকা চাই আমার। অনেক টাকা, তোমার

বাবা চাইলেই তা দিয়ে দেবে না। সে জন্যেই এই পথ ধরেছি আমি।'

জোর খাটিয়ে নিজেকে মুক্ত করল ন্যান্সি। শীতল কণ্ঠে বলল, 'তাহলে বাবাকে খুন করার হুকুম তুমি তোমার গানম্যানদের সত্যিই দিয়েছিলে?'

মাথা দোলাল কুইঙ্গি।

'কাল এক লোককে গরু কিনতে পাঠিয়েছিলে তুমি?'

অধৈর্য হয়ে উঠল বেন, দৃষ্টি কঠোর হলো। 'এতসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন তুমি? যা কিছু করছি, আমাদের ভালর জন্যেই করছি।'

'বেন, সত্যিই তুমি ভালবাস আমাকে, আমাকে নিয়ে সংসার পাততে চাও?'

একগাল হাসল কুইঙ্গি। গলায় আবেগ ঢেলে বলল, 'অবশ্যই, ন্যান্সি।'

'তাহলে আজ তার প্রমাণ দাও,' এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল ন্যান্সি। 'শহরে চলো, আজই বিয়ে করব আমরা।'

কিছুক্ষণ নিষ্পলক ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'বিয়ে ছেলেখেলা নয়, তার জন্যে পরিবেশ-পরিস্থিতি চাই। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, যথেষ্ট টাকা পয়সা চাই আমার। তুমি বড়লোকের মেয়ে, গরীবের জীবন ধারণের গ্লানি সইতে পারবে না। অধৈর্য হয়ো না, পয়সাগুলো পকেটে আসার পর নিশ্চই বিয়ে করব আমি তোমাকে।'

'মিথ্যে কথা বলছ! তুমি মিথ্যেবাদী!' চেঁচিয়ে উঠল ন্যান্সি।

হাসি মিলিয়ে গেল কুইঙ্গির। হিংস্র, উন্মত্তের মত চিৎকার করে চলল ন্যান্সি, 'ভালবাস! আমাকে বিয়ে করবে! আসলে তুমি প্রথম থেকেই আমার সাথে অভিনয় করে আসছ, বাবার বিরুদ্ধে আমাকে ব্যবহার করে আসছ। বোকা আমি। পুরুষ জাতির ব্যাপারে

www.boiRboi.blogspot.com

তোমাকে আদর্শ বানিয়ে গতকালও অ্যানিকে বক্তৃতা শুনিয়েছি, আর আজ সেই আমিই নিঃস্ব হয়ে গেলাম, কি বোকা আমি!'

হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল সে। কিছু ভাবল নতমুখে। তারপর কুইন্সির সামনে এগিয়ে এল। সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল; 'আজ থেকে আমাদের খেলা শেষ। ফিরে যাচ্ছি আমি, তবে তার আগে স্মৃতি হিসেবে একটা উপহার দেব তোমাকে,' বলেই 'চটাশ!' করে ডান হাতে সজোরে এক চড় কষে দিল ও কুইন্সির গালে।

সেও তৈরি ছিল। বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে ন্যান্সির নাক মুখ লক্ষ্য করে মারল, টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে দেয়াল ধরে পতন ঠেকাল মেয়েটি। তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল বর্বর প্রতারকটার দিকে। তারপর বিছানার ওপর থেকে কোট তুলে গায়ে দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়া দেখল কুইন্সি, পেছনে একবারও না তাকিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল মেয়েটা।

অনেকটা পথ নিঃশব্দে পেরিয়ে এল ও। ক্যানিয়ন, উঁচু-নিচু রাস্তা, মাঠ, কটনউড সব পার হয়ে লাইমস্টোন স্তূপটার কাছে এসে দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলল। ঘোড়া থেকে নেমে বসল সেই বড় পাথর খণ্ডটার ওপর, এতদিন যেটাকে পোস্টবক্সের মত ব্যবহার করেছে। দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদল অনেকক্ষণ।

একসময় থামল। কাছাকাছি কারও উপস্থিতি অনুভব করে মুখ তুলে দেখল সামনেই দাঁড়িয়ে আছে টেড ডেক্সটার। চেহারায় সহানুভূতি। পরিপাটি ভাঁজ করা পরিষ্কার একটা নেকারচিফ্ ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে আছে সে। মুখে কথা নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

এগারো

ঝিরঝিরে তুষারে ভিজে একাকার হয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেনেথ বেঞ্জামিনের লাইন ক্যাম্পে এল কুইন্সি সেদিন বিকেলে। রাজ্যের উদ্বেগ চেহারায়। ডিক ফ্যারেলকে নিয়ে মহা ভাবনায় আছে। মানুষ ফ্যারেলকে ভয় করে না কুইন্সি, করে ওর বুদ্ধিকে। তার কতটা ক্ষতি করে গেছে শয়তানটা, সেটাই দুর্ভাবনার কারণ। সব জায়গায় ঘুরে, সবার সাথে কথা বলে মাপার চেষ্টা করেছে তার কাজের বারোটা বাজাতে কতটা কি করে গেছে হারামীর বাচ্চাটা, কিন্তু তল পায়নি।

তবে এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারছে বেন, খেলার পরিণতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। আর এমন সময়ই কি না যত রকমের গেরো লাগতে শুরু করল! দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষতে চেয়েছিল সে, হারামজাদাটা সময় মতই ছোবল মেরেছে। হতাশা ছেয়ে ধরতে চাইছে, ঝাড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাঙা করছে সে নিজেকে। পরাজয় মেনে নিতে পারে না কুইন্সি, কিছুতেই না।

বেঞ্জামিনের ক্যাম্পটা চিমনি ব্রেকস ও ম্যাসাকারের মাঝামাঝি জায়গায়। বাগনারের সাথে নেস্টারদের ঝামেলা হবার পর থেকে এটাকেই ব্যবহার করছে তারা কাজের সময় বিশ্রাম আর যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে। সাকুল্যে একটাই ঘর। ছাউনি একদিকে কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে ঘোড়া রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুষার গলা পানি গড়িয়ে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে সেখানকার মেঝে।

ইয়ার্ড পেরিয়ে এল কুইন্সি, কারও সাড়াশব্দ পেল না। অথচ চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঘোড়া রাখার জায়গায় জেমস কিঙের রোয়ান বাঁধা দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল সে। এরকম এক লোকের সাথে একা সময় কাটানো খুব সুখের হবে মনে হলো না তার। কিন্তু ঠাণ্ডা কাটাতে ভেতরে না ঢুকেই বা উপায় কি? আগুনের পাশে খানিক না বসলে আর চলছেই না। কিঙের ঘোড়ার পাশে নিজেরটাকে বেঁধে দরজার দিকে এগোল সে।

লোকটার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে—নিজেকে সাবধান করল। বাগনারের কাছ থেকে সেদিনের ঘটনা সব শোনার পর কিছুটা দূরে রাখার চেষ্টা করে আসছে ও লোকটাকে। এটাও এক বিষফোঁড়া, সময় হলেই উপযুক্ত চিকিৎসা করবে সে এরও, এখন নয়।

মাথা নুইয়ে নিচু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল কুইন্সি, অল্প আলোয় চোখ মানিয়ে নিয়ে তাকাল। শ্যাকের পেছনের দেয়ালঘেঁষা দোতলা বাঙ্কের নিচেরটায় শুয়ে আছে কিঙ। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার নিচে দু'হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে আছে সে। কুইন্সিকে ঢুকতে দেখেও তাকাল না। শুধু বলল, 'খুব ঠাণ্ডা, না?'

সায় দিয়ে কোট খুলে পানি ঝরিয়ে ওটা একটা আঙটায় ঝুলিয়ে দিল কুইন্সি। স্টোভটা যথেষ্ট উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ওটার ওপর হাত মেলে ধরে গরম করল সে। কটনউডের তৈরি একটা টুল টেনে স্টোভের একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল, সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে টানতে শুরু করল। তার আনমনাভাব দেখে বুঝল কিঙ, খোশগল্প করার মেজাজে নেই লোকটা।

শরীর কিছুটা গরম হতে উঠল কুইন্সি। গানবেল্ট খুলে শুকানোর জন্যে কোটের পাশে ঝুলিয়ে ওপরের বাঙ্কে শুয়ে পড়ল। ছাদের কাছাকাছি বলে এখানে উত্তাপ বেশি, আরামে চোখ মুদে আসছে ওর।

'শুনলাম তোমার বাগনারকে ডেপুটি বানিয়েছে আর্থার?' নিচ

www.boiRboi.blogspot.com

থেকে বলল কিঙ।

'ঠিকই শুনেছ।'

কিছু সময় চুপ থেকে আবার বলল কিঙ, 'ওকে বলে দিয়েছি আমার নজরে পড়লে ওকে খুন করব আমি।'

'ও সান ডাস্টে পড়ে থাকলে তোমার অসুবিধে কি? ওকে কাজে লাগাতে হতে পারে আমাদের,' হালকা মেজাজে বলল কুইন্সি।

শব্দ করে হাই তুলে চুপ হয়ে গেল কিঙ। নীরবতার সুযোগে কুইন্সির ভাবনাগুলো ফিরে আসতে শুরু করল। ফ্যারেল ওর পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে ফিরে গেছে টেক্সাস, না ধাড়ি শেফার্ডটার সাথে হাত মিলিয়ে এখানেই ঘাপটি মেরে বসে আছে? সব কিছু শোনার পর জন শেফার্ড নিশ্চই শক্ত হয়েছে, কিন্তু কতখানি? কতদিনের জন্যে···?'

কিঙের কথায় ভাবনায় ছেদ পড়ল। 'শেফার্ড কি করছে, কুইন্সি?'

'আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়া গরু খুঁজে মরছে হয়তো!'

'কেন তা করবে সে? ক্যাভালরি আসার আগে কাজটা শেষ করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়!'

'ওসব আমাদের চিন্তার বিষয় নয়!'

'তা বোধহয় ঠিক।' অনিশ্চিত শোনাল ওর কণ্ঠ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিচ থেকে নাক ডাকার হালকা শব্দ শুনে কুইন্সিও ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিল। সাবধানে পাশ ফিরল যেন প্যাকাটির ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। তাহলে আবার ভ্যাজর ভ্যাজর শুরু করে মেজাজের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে শালা। ঘুমে চোখ প্রায় বুজে এসেছে কুইন্সির, অমনি আবার কথা বলে উঠল লোকটা।

'টম হ্যাচেট কোথায়?'

কুইন্সি জানত প্রশ্নটা উঠবেই, জবাবও তাকে দিতেই হবে।

তবে তা এখনই, এরই কাছে, তা ভাবেনি। ঘুমের আমেজ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে রাগ হলেও সামলে নিয়ে বলল, 'মারা গেছে।'

নিচ থেকে খড় নড়াচড়া হবার শব্দ উঠল। 'কে…!'

'ডিক ফ্যারেল,' অম্লান বদনে বলল কুইন্সি। 'কমিশারিতে সেলুনের মধ্যে কোণঠাসা করে ফেলেছিল ওকে ফ্যারেল।'

বাঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল কিঙ। কুইন্সির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল, তারপর চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটিয়ে বলল, 'গুড! এখন বুঝলাম তোমার চেহারাখানার এমন সুন্দর দশা কিভাবে হলো!'

'তাই নাকি? বুঝতে পেরেছ তাহলে?'

সবজান্তা মার্কা হাসি দিয়ে ওর গায়ে আরও জ্বালা ধরিয়ে দিল প্যাকার্ট। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখতে লাগল চৌকাঠে ঠেস্ দিয়ে। অলস কণ্ঠে বলল, 'ইয়েস, স্যার! ডিক ফ্যারেল ওস্তাদ গানম্যান। ব্যাটা ভাল করে জানে কোথায় মারলে কাজ হয়। ও এটাও জানে রিজার্ভেশনে থাকলে আইনের হাত এড়িয়ে থাকা যায়!'

আচ্ছা, শয়তানটা তাহলে ওখানেই আছে! মনে মনে ভাবল কুইন্সি। বুড়ো ধাড়িটাকে সাহায্য করছে?

ভেতরে একবার তাকিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল জেমস কিঙ। 'এখন ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে আমার।'

'কি রকম?' উত্তপ্ত শোনাল কুইন্সির গলা।

'ড্যানিয়েল হীথ খবরটা দিল কালকে। সালফার ক্রীকের এক বুড়ো উতে ওদেরকে দেখেছে, তার কাছ থেকেই খবরটা পেয়েছে ড্যানিয়েল।' একটু থেমে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে তুষার পড়া দেখল কিঙ। 'আমার মনে হয় এজেন্টকে সাথে নিয়ে শিকার করতেই বেরিয়েছে তোমার বন্ধু ফ্যারেল।'

ঝাড়া কয়েক সেকেন্ড নিশ্চল পড়ে রইল বেন কুইন্সি, তারপর কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'কি বললে তুমি?'

'সত্য কাহিনী। প্যাটারসনকে নিয়ে থ্রী ব্রেভসে হাওয়া খেয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

বেড়াচ্ছে ফ্যারেল!'

ভারসাম্য হারিয়ে বসল কুইন্সি। হুঙ্কার ছাড়ল, 'মিথ্যেবাদী!' একলাফে বাঙ্ক থেকে নেমে মস্ত থাবায় ভেস্ট মুঠো করে ধরে হাল্কা পাতলা মানুষটাকে ঝটকা মেরে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলল। 'মিথ্যুক! কে বলেছে এসব?' কিঙকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করে উঠল লোকটা।

বিস্ময় কাটাতে সময় লাগল কিঙের। তারপর প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হলো সে, দু'হাতে মারতে থাকল কুইন্সির নাকে-মুখে। ভাঙা নাকের ওপর মোক্ষম একটা ঘুসি খেয়ে অসহ্য ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল কুইন্সি। ছেড়ে দিল কিঙকে, পরক্ষণে সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর বুকের ওপর ঘুসি মেরে বসল। উড়ে গিয়ে স্টোভের ওপর চিত হয়ে পড়ল কিঙ। শব্দ শুনে মনে হলো মেরুদণ্ড বোধহয় ভেঙেই গেছে। পড়েই তাকে হিপের দিকে হাত বাড়াতে দেখে আঁতকে উঠল কুইন্সি, মনে পড়ল নিজের গানবেল্ট সে কোটের পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে।

নাগালের মধ্যে কাঠ ফাড়াইয়ের একটা কুড়াল ছিল, সেটাই দ্রুত তুলে নিল সে। ততক্ষণে গান বের করে ফেলেছে জেমস কিঙ। কোনদিকে না তাকিয়ে কুড়ালটা দু'হাতে উঁচু করে ধরেই নামিয়ে আনল কুইন্সি লোকটার বুক সোজা, কসাইয়ের হাড্ডি কোপানোর মত চাপা একটা 'ঠক্!' শব্দ উঠল।

ঘোঁৎ করে উঠল কিঙ। বিস্ফারিত চোখে হাতের কাজ দেখল কুইন্সি, লোকটার বুকের ঠিক মাঝখানে পুরোপুরি গেঁথে গেছে কুড়াল। সেখান থেকে রক্তের ধারা তার শার্ট, ভেস্ট ভিজিয়ে নেমে যাচ্ছে ফ্লোরে। চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখল কিঙ, তারপর চোখ উল্টে দিল। মারা গেছে।

বোকা বনে গেল কুইন্সি। সময়মত রাগ দমন করতে না পারায় নিজের ওপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠল। চারদিক থেকে চেপে

আসতে থাকা বিপদের মাত্রা নিজেই বাড়িয়ে তুলেছে সে। জেমস কিঙ নেস্টারদের খুব আপনজন। কেউ দেখে ফেললে কুইন্সির নিজের প্রাণটাও যাবে এখন। মহাসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সে।

একসময় ধাতস্থ হলো। সিগারেট টানতে টানতে ভাবতে বসল। খুব অন্যায় হয়েছে কাজটা, ফ্যারেলের ভেঙে দেয়া নাকের ওপর ঘুসিটা খেয়েই বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল সে। সে যা হোক, লাশটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাড়াতাড়ি, যাতে এখনই কেউ কিছু টের না পায়।

ফ্যারেল আর প্যাটারসনের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। কেমন যেন প্যাঁচালো হয়ে গেল না ব্যাপারটা? ফ্যারেলের সাথে প্যাটারসন কেন? এজেন্ট ব্যাটা কি ফ্যারেলকে নিয়ে কিছু করছে? পরক্ষণেই ভাবনাটা বাতিল করে দিল, এখন আর তা সম্ভব না, প্যাটারসন ওকে অনেক টাকা এরমধ্যেই দিয়ে রেখেছে। তার পক্ষে এখন পার্টনার পাল্টানো সম্ভব নয়। আশ্বস্ত হলো কুইন্সি। কিন্তু তাহলে ওরা একসাথে কেন? ঠিক আছে, ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাববে ও। আপাতত কিঙের ব্যবস্থা সেরে ফেলতে হবে।

গানবেল্ট, কোট পরে বাইরে এসে ঘোড়া দুটোকে দরজার সামনে দাঁড় করাল কুইন্সি। সন্তুষ্টির সাথে লক্ষ করল, তুষারপাত আগের চেয়ে অনেক ভারী হয়েছে, সাথে সাথে না গলে পুরু হয়ে জমতে শুরু করেছে। তার মানে ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন খুব দ্রুত চাপা পড়ে যাবে তুষারের নিচে। কেউ জানবে না সে এসেছিল এখানে।

কেবিনে ঢুকে কিঙের বেডরোল থেকে গ্রাউন্ড শিট বের করে ফ্লোরে বিছাল কুইন্সি। পাঁজাকোলা করে দেহটা শুইয়ে দিল সেটার ওপর, তারপর ভাল করে মুড়ে বেঁধে ফেলল। ঘাড়ে করে এনে কিঙের ঘোড়ায় চাপাল সে দেহটা। ঘোড়াটাকে রাজি করাতে বেগ পেতে হলো প্রথমে, রক্তের গন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। বেশ কিছু সময় নিয়ে ওটাকে শান্ত করল কুইন্সি। একটা দড়ি এনে

www.boiRboi.blogspot.com

ঘোড়ার পিঠে দেহটাকে ভাল করে বেঁধে নিল।

ঘরে ঢুকে মারামারির সমস্ত চিহ্ন দূর করে সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসে চিমনি ব্রেকসের গভীরের দিকে চলল। লোক চলাচল নেই এদিকটায়, উঁচু-নিচু, খানা খন্দে ভরা জায়গা। ঘাসহীন পাথুরে জমি, তাই পশু চরে না। মাঝে মাঝে কটনউড আর ঘন ঝোপ ঝাড়, তার মধ্যে দিয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে সাবধানে এগোল সে।

পছন্দমত একটা জায়গা দেখে থামল। লাশটা নামিয়ে এক গর্তমত জায়গায় শোয়াল, তারপর ছোট ছোট পাথর দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিল। খুঁটিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল, উদ্দেশ্যমূলকভাবে না খুঁজলে এটার সন্ধান পাবে না কেউ। অবশ্য ওর প্রয়োজন আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপর একটা কেন, দশটা কিঙের লাশ পেলেই বা কি? কে আসবে বেন কুইন্সিকে দায়ী করতে?

কিঙের ঘোড়াকে সামনে রেখে এগোল সে ম্যাসাকারের দিকে। একটা ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে ওটার কানের পাশে রিভলভার ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিল। ওখানেই লুটিয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেল পশুটা।

রাত যথেষ্ট গভীর হয়েছে, শান্তভাবে বেঞ্জামিনের ক্যাম্পের দিকে চলল কুইন্সি। ও নিশ্চিত কেউ দেখেনি ওকে।

ওদিকে সেই রাতেই প্যাটারসনকে নিয়ে ফ্যারেল প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে ওয়াগন রোডের অনেক উত্তরে, থ্রী ব্রেভসের বেশ উঁচুতে ক্যাম্প করল।

বারো

১ নভেম্বর। ডেড লাইনের দিন। দক্ষিণের স্যান্ড ক্রীকের দিকে এগিয়ে চলেছে শেফার্ডের এক পাল গরু। দূর থেকে থ্রী ব্রেভসের পায়ের কাছে, সাদা বরফের পটভূমিতে কালো কালো বিন্দুর মত নিজের লোকজন আর গরুগুলোকে ছোটাছুটি করতে দেখছে শেফার্ড।

প্রথম পালের সাথে যোগ দিতে উত্তরের অ্যাসপেন থেকে ভ্যালির দিকে এগিয়ে চলেছে আরেকটা পাল। ব্যস্ত কাউহ্যান্ডের দল ওগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই দলের সাথে এগোচ্ছে জন শেফার্ড। মাঝে মধ্যে চোখ তুলে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, ক্যাভালরির লোকজন দেখা যায় কি না লক্ষ করছে। যদিও তার মন বলছে ফ্যারেল ছেলেটা সফল হয়েছে। কারণ অভিযান চালাতে হলে কাল বিকেলের মধ্যেই আর্মি পৌঁছে যাবার কথা, অথচ আসেনি ওরা। আজ এখন পর্যন্ত দেখা নেই। এর একটাই অর্থ হতে পারে, অবশ্য মনের কথা কাউকে বলেনি সে।

ভাবতে ভাবতে একসময় পাল থেকে কিছুটা দূরে সরে এল বৃদ্ধ, তখনই নদীর দিক থেকে দুই রাইডারকে এগিয়ে আসতে দেখল। এতদূর থেকে তাদের চিনতে না পেরে মনে মনে ঘাবড়ে গেল সে—তবে কি এসেই পড়ল আর্মি?

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে এগোল সে শঙ্কিত মনে। কাছে গিয়ে হাঁপ ছাড়ল। কীন নর্টন আর কে একজন যেন। সাধারণ লোক। দাঁড়িয়ে পড়ল র‍্যাঞ্চার।

কাছে এসে সম্ভাষণ জানাল কীন। 'এই ভদ্রলোক তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে, জন,' চেহারায় চাপা কৌতুক ফুটিয়ে বলল সে।

লোকটার দিকে তাকাল শেফার্ড, মনে হলো আগন্তুক অস্বস্তিতে ভুগছে। তার চেহারা, জামা-কাপড়ের অবস্থা করুণ। তোবড়ানো, কোঁচকানো শাদা শার্টে ছোপ ছোপ কাদা লেগে আছে। ঘোড়াটায় টোবিয়াস এডির ব্র্যান্ড দেখা যাচ্ছে। জোর করে গাম্ভীর্য ধরে রাখার চেষ্টা করছে সে চেহারায়।

'কি করতে পারি তোমার জন্যে, মিস্টার?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার।

'তা বলার আগে তুমিই যে জন শেফার্ড, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই আমি। তার খোঁজে বেরিয়ে গত ক'দিনে বেশ ক'জন ভুয়া শেফার্ডের পাল্লায় পড়তে হয়েছে আমাকে,' মুখ বিকৃত হয়ে গেল লোকটার।

নড করল র‍্যাঞ্চার। অভয় দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'নিশ্চিন্ত থাকো তুমি, এখানে আমিই একমাত্র জন শেফার্ড।'

'কথাটা তোমার লোকদের জানিয়ে রাখলে আমার উপকার হত, এত ভোগান্তি হত না।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল আগন্তুক।

তার বলার ভঙ্গি দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের, মুখ টিপে হাসল কীন তাই দেখে।

'মনে হয় ভদ্রলোক ভুল করে উইলিসদের কাছে চলে গিয়েছিল।'

'ও। তা এখন তো পেলে আমাকে। বলো, কি কাজ তোমার, মিস্টার...'

'কেবল—ম্যাট কেবল। গরু ব্যবসায়ী। ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি আমি, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার লোকদের ব্যবসায়ে আগ্রহ নেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

এবারে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারল শেফার্ড। কিন্তু চেহারায় তা প্রকাশ করল না। আগের মতই গম্ভীর হয়ে বলল, 'বিষয়টা কি?'

বিরক্তির সুরে বলল কেবল, 'দক্ষিণে তোমার এক পাঞ্চারের দেখা পেয়ে তোমার কথা জিজ্ঞেস করি, সে তার বসের কাছে নিয়ে গেল আমাকে। ভাবভঙ্গিতে তাকে শেফার্ড ভেবে, আবর্জনা খেয়ে আর দুর্গন্ধময় কম্বলের তলায় ঘুমিয়ে ব্যবসার কথা চালিয়ে গেলাম দু'দিন ধরে। তারপর জানলাম সে জন শেফার্ড নয়, উইলিস!'

গোঁপের কারণে শেফার্ডের হাসিটা প্রকাশ পেল না। কৃত্রিম দুঃখের সাথে বলল, 'মনে হয় পাঞ্চার তোমার কথা ঠিকমত বুঝতে পারেনি।'

'তেমনটা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে আমার,' প্রতিবাদ করল সে। 'আরেকজনের কাছে নিয়ে গেল সে আমাকে। সেখানেও একই ঘটনা ঘটল, অনেক ভোগান্তির পর জানলাম, সেও জন শেফার্ড নয়।'

'খুবই অন্যায় কথা,' নিরীহভাবে সায় দিল র‍্যাঞ্চার। ডিক ফ্যারেলের এই পরিকল্পনাও ষোলো আনা সফল হয়েছে বলে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল তাকে। 'যাকগে, যা হবার হয়েছে। তুমি কিছু মনে কোরো না, মিস্টার ম্যাট কেবল। এখন বলো, তোমার কি কাজ।'

'এখানেই বলব?'

'অসুবিধা কি? কাজের কথা সবজায়গাতেই বলা যায়, তাছাড়া আমি একটু ব্যস্ত।'

'ঠিক আছে। গরু কেনা-বেচার ব্যবসা করি আমি, মিস্টার শেফার্ড। শুনলাম তুমি তোমার গরু বিক্রি করবে, তাই...'

মাথা নেড়ে বাধা দিল শেফার্ড। 'ভুল শুনেছ তুমি।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছু ভাবল লোকটা, তারপর সবজান্তার মত হেসে বলল, 'দাম নিয়ে ভাবছ তো? সেটা নিয়ে

সমস্যা হবে না। সবদিক বিবেচনা করলে আমার অফারে সন্তুষ্ট হবে তুমি। তারপরও তোমার যুক্তি থাকলে নিশ্চই শুনব আমি। কিন্তু আগে বিক্রির সিদ্ধান্ত পাকা হওয়া উচিত। সবাই জানে ক্যাভালরি আজকেই সীজ করবে তোমার গরু। এ অবস্থায় ওগুলো বেচে দেয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?'

বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে বসল শেফার্ড। 'আমার গরু সীজ করবে আর্মি?'

'হ্যাঁ!'

'কবে, কখন?'

'ডেড লাইন তো শুনেছি আজকেই।'

এদিক ওদিক তাকাল শেফার্ড। 'আর্মি দেখতে পাচ্ছ তুমি, মিস্টার কেবল?'

'না। তবে এসে পড়বে।'

কিছুটা দূর দিয়ে গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্রুরা, সেদিকে ইশারা করে শেফার্ড বলল, 'তুমি ভাবছ ওদের হাতে তুলে দেব বলে আমি ওগুলো জড়ো করছি? না। নদী পার করে নিজের রেঞ্জে নিয়ে যাব বলেই জড়ো করছি।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছি তোমার কোন রেঞ্জ নেই, মিস্টার শেফার্ড!' বাধা দিল ম্যাট কেবল।

কৌতুক ফুটল বৃদ্ধের চেহারায়। 'তাই তো!' নর্টনের উদ্দেশ্যে ভুরু নাচাল। 'তাহলে কেন ওগুলো জড়ো করছি আমরা?'

হাসি ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল নর্টন।

বোকা বনে গেল কেবল। পালা করে দু'জনকে দেখতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পর নিরাশ কণ্ঠে বলল, 'মিস্টার শেফার্ড, তোমার গরু সীজ করার নোটিশ দিয়েছে আর্মি?'

'না।'

'গরু চরাবার রেঞ্জ আছে তোমার?'

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ।'

'তাহলে গরু বিক্রি করছ না তুমি।' প্রশ্ন নয়, অনেকটা যেন মন্তব্য করল সে।

'ঠিক ধরেছ।'

র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। চাউনি হঠাৎ করে অন্তঃসার হারিয়ে ফেলেছে। শুকনো গলায় বলল, 'তাহলে এখানে কি করছি আমি?'

'আমি তো তাই ভাবছি।'

আহাম্মকের মত চেহারা বানিয়ে বিড়বিড় করে কার যেন গুষ্টি উদ্ধার করতে শুরু করল কেবল। এবারে আর নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না নর্টন, অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল। হাসতে হাসতে হেঁচকি শুরু হয়ে গেল তার।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল আগন্তুক। ক্লান্তির কারণে হোক, অথবা স্পারহীন আরোহীকে অপছন্দ করে বলেই হোক, ঘোড়াটা নিজের ইচ্ছেমত এগোল। পাগলের মত হীল দিয়ে ওটার পাঁজরে লাথি মেরে চলেছে কেবল, নির্দেশ মানাতে চাইছে। কিন্তু আমলই দিচ্ছে না পশুটা।

তার অবস্থা দেখে আরেকদফা হাসিতে আক্রান্ত হলো ফোরম্যান। স্যাডল থেকে গড়িয়ে পড়ে দু'হাতে পেট চেপে ধরে গলা ফাটিয়ে হাসছে সে। একসময় জন শেফার্ডও তার হাসিতে যোগ দিল।

বিকেলে নেস্টাররা বেঞ্জামিনের ক্যাম্পে জড়ো হলো। সবার মনে একটাই প্রশ্ন, ক্যাভালরি এখনও আসছে না কেন? সাত পাঁচ ভাবনা-দুর্ভাবনায় বিপর্যস্ত, বিমর্ষ হয়ে উঠল লোকগুলো। জেমস কিঙ থাকলে হয়তো উপস্থিত বুদ্ধি জোগাতে পারত, কিন্তু সময়মত কোথায় যে গায়েব হলো লোকটা, খবরই নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে হাজির হলো বেন কুইন্সি। চেহারা দেখে

www.boiRboi.blogspot.com

বোঝা যায় মনের মধ্যে সাংঘাতিক তোলপাড় চলছে। স্টোভের পাশে বসে তাকাল সে সবার দিকে। 'ক্যাভালরি আসতে দেখেছ কেউ তোমরা?' সবাই নেতিবাচক ঘাড় নাড়ছে দেখে মুখ বিকৃত করল।

স্টোভের ওপর হাত সেঁকতে থাকল আনমনে। 'জেমস কি করছে, আসেনি আজও?' কেউ তোকে দেখেনি শুনে বলল, 'ঠিক আছে, বাদ দাও ওর কথা।' একটু থামল। 'বিপদ যে ঘাড়ে চেপেই বসল, বুঝতে পারছ তোমরা?'

'বিপদ কেন?' বিজ্ঞের মত বলল ড্যানিয়েল হীথ। 'আমার তো মনে হয় ওরা না আসায় বিপদ বরং কেটে গেল। শেফার্ডের এখন বেসিনে আসার প্রয়োজন হবে না, রিজার্ভেশনেই থাকবে সে।' সমর্থনের জন্যে সবার দিকে তাকাল সে একবার করে।

প্রমাদ গুনল কুইন্সি। শালা গাড়োলের ব্যাটা গাড়োল বলে কি! দ্রুত বলল, 'ধাড়ি শয়তানটার আসল মতলব তোমরা বুঝতে চাইছ না দেখে খুব অবাক লাগছে আমার।'

'মানে? তার গরু চরাবার জায়গার দরকার, তা তো সে ফরেস্টেই পাচ্ছে!' নিজের ধারণায় অটল থাকতে চাইল হীথ।

'নিজের রেঞ্জ চাই তার,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল কুইন্সি। 'সেয়ানা লোক শেফার্ড। সে বুঝে গেছে চুক্তি থাকলেই যে এজেন্টের কাছে বরাবর গরু বিক্রি করা যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। একই কারণে ফরেস্টে গরু চরাবার সুযোগ পাবারও নিশ্চয়তা নেই। এই জন্যেই নিজের রেঞ্জ চাই তার, এবং বেসিনে সে আসবেই।'

'ঠিক আছে, অপেক্ষা করে দেখাই যাক না কি করে ও শেষ পর্যন্ত,' বলল বেঞ্জামিন।

'সেক্ষেত্রে ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে বসবে সে।'

'কি রকম?' প্রশ্ন করল ড্যানিয়েল।

'আর্মি এল না, আমরাও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলাম, শেফার্ডকে তাড়া করার বা বাধা দেয়ার কেউ নেই, এমন সুযোগ ছাড়বে কেন সে? সে একজন ব্যবসায়ী, সুযোগের সদ্ব্যবহার করা তার স্বাভাবিক ধর্ম। গরু পার করে আনার এমন সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করবে না সে।' একটু থামল কুইঙ্গি। এবার কেউ কোন কথা বলল না দেখে উৎসাহের সাথে আবার শুরু করল, 'ওকে যদি আমরা ওখানেই আটকে রেখে আর্মি ডেকে আনতে পারি, তাহলে বেসিনে নিয়ে আসার জন্যে গরু থাকবে না তার, থাকবে?'

নীরবে মাথা দোলাল সবাই।

'তাহলে আর্মি আনার ব্যবস্থা করো!' খেঁকিয়ে উঠল কুইঙ্গি। ভেতরে ক্ষোভ আর হতাশা বাড়ছে তার। উদাসীনতা কাটিয়ে, জড়তামুক্ত হয়ে কেন জ্বলে উঠছে না এখনও ভেড়ার পাল এই নেস্টারগুলো, ভেবে পাচ্ছে না। চিৎকার করে উঠল সে, 'কেউ ভেবে দেখছ না কেন কি কারণে ক্যাভালরি এল না? সেদিন হীথের কথা শোনোনি তোমরা?'

'শুনেছি,' বলল বেঞ্জামিন। 'তোমার বন্ধু ফ্যারেল কেটে পড়েছে, হাত মিলিয়েছে শেফার্ডের সাথে।'

'শয়তানটা একা যায়নি, প্যাটারসনও আছে ওর সাথে।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?' চোখ কোঁচকাল হীথ।

'বলতে চাইছি শেফার্ড যাতে ধীরে সুস্থে গরু পার করে আনতে পারে, সেজন্যে ক্যাভালরি আসা বন্ধ করতে প্যাটারসনকে বাধ্য করেছে ও। এজেন্টকে কোথাও আটকে রেখেছে হারামজাদা। আর কিও কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে, জানি না।'

ভাবতে বসল বিল হার্ডি। 'কেমন যেন গোলমেলে...'

তার মুখের কথা কেড়ে নিল বেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'তারিখ দিয়েও ক্যাভালরি আসেনি কেন, কেউ বলতে পারো?' একে একে সবাইকে দেখল সে, তারপর স্বর নামিয়ে বলল, 'পারো

www.boiRboi.blogspot.com

না, কারণ দরকারী বিষয়ে মাথার ব্যবহার শেখোনি তোমরা। খুব ভাল করে ভেবে দেখো, শুধু একজনই পারে ক্যাভালরি মুভমেন্ট বন্ধ করতে, প্যাটারসন। হয় সে নিজে যাবে, নইলে মেসেঞ্জারের হাতে চিঠি পাঠাবে ফোর্ট লিগেটে। আমার মনে হয় এজেন্ট বাধ্য হয়েছে সীল মোহর করা চিঠি ফোর্ট লিগেটে পাঠাতে, তাই আর্মি আসেনি।'

এতগুলো শক্ত কথা মাঠে মারা গেল কুইঙ্গির, জ্বলে ওঠার বদলে আরও যেন মিইয়ে গেল একেকজন। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে হাবার মত। তার ইচ্ছে করছে সব কটার মাথা গুঁড়ো করে দেয়। এই লোকগুলোই তার লড়াইয়ের হাতিয়ার, নিজের স্বপ্ন-সাধের এমন দুর্গতি সহ্য করতে পারছে না সে। কিন্তু এখন মাথা গরম করলে চলবে না, লোকগুলোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করতে হবে। কণ্ঠ নামিয়ে বলল, 'শোনো তোমরা, শেফার্ড যেখানে আছে, ওখানেই তাকে আটকে রেখে আর্মি ডেকে আনতে হবে। আর সেটা করতে প্যাটারসনকে দরকার আমাদের।'

'কিন্তু কোথায় পাচ্ছি তাকে?' প্রশ্ন করল বেঞ্জামিন।

হাসি ফুটল বেনের মুখে। 'এতক্ষণে বুদ্ধিমানের মত একটা কথা বললে। খুঁজে তাকে বের আমি করবই...হীথ! পাহাড়ী এলাকা ভাল চেনো তুমি, এসো আমার সাথে। আরও একজনকে দরকার আমার।'

সবার দিকে তাকিয়ে হতাশ হলো বেন। কমতে কমতে দলের লোক নিজেকে নিয়ে মোট সাতজনে ঠেকেছে। তিনজন প্যাটারসনের খোঁজে গেলে শেফার্ডকে বাধা দেবার জন্যে থাকবে চারজন, যাদের একজনেরও লড়াই করার সাহস নেই। ফাটা কপাল আর কাকে বলে!

হার্ডির দিকে তাকাল সে। 'তুমিই এখন এদিককার বস্। মনে রেখো, শেফার্ড বেসিনে ঢুকলে সবার আগে তোমাকেই বৌ-বাচ্চার

হাত ধরে ভিটে ছাড়া হতে হবে। হীথ, বেঞ্জামিন, ঘোড়া বের করো।'

বিল হার্ডি তার দল নিয়ে ঘোড়ায় চেপে নদীর দিকে চলে গেল। একটুপর কুইন্সিও দুই সঙ্গী নিয়ে রওনা হলো। ইয়ার্ড পেরিয়ে ঘোড়ার মুখ দক্ষিণ-পুবে ঘোরাল সে।

'থ্রী ব্রেভসের পথ তো এদিকে না,' দ্বিধায় পড়ে বলল ড্যানিয়েল।

'লাইমস্টোন হাউস এদিকেই,' চতুর হাসি দিল বেন। 'থ্রী ব্রেভস ভাল চেনে না ডিক ফ্যারেল, সম্ভবত আমাদের নাকের নিচেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে। যুক্তির বিচারে শয়তানটা লাইমস্টোন হাউসেই লুকিয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। থ্রী ব্রেভসে যাওয়ার আগে ওখানে একবার ঢুঁ মারতে চাই আমি।'

তিনদিন আগে দুপুরের খানিক পর ন্যান্সিকে টেড ডেক্সটারের সাথে ফিরে আসতে দেখেছে অ্যানি। এসেই সোজা নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ও। সেই থেকে তেমন একটা বাইরে আসেনি, বিশেষ কথাও বলেনি। কিছু একটা ঘটেছে ভেবে অ্যানি বা অন্য কেউ বিরক্তও করেনি ওকে।

সেধে কিছু জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল না অ্যানির, কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিজে থেকে নাক গলানোর অভ্যেস নেই। তাছাড়া ন্যান্সি বেশি আবেগপ্রবণ মেয়ে, সামান্য ব্যাপারেও অনেকসময় সিরিয়াস হয়ে পড়ে ভেবে বিশেষ গা করেনি। কিন্তু তিনদিনেও অবস্থার উন্নতি হলো না দেখে আজ কিছুটা চিন্তিত হলো অ্যানি। নিজের রুমে যাবার পথে ন্যান্সির বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো আসছে দেখে করিডরে দাঁড়িয়ে পড়ল। নক করল দরজায়। ভেতর থেকে নীরস গলায় সাড়া দিল ন্যান্সি, 'কি হয়েছে?'

www.boiRboi.blogspot.com

'চা খাবে?'

'না। ধন্যবাদ।'

জোর করল না ও। কিন্তু বোনের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কি ভেবে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাঙ্কহাউসে আলো জ্বলছে। টোকা দিতে দরজা খুলে দিল চীনা কুক। ভেতরে ব্ল্যাকস্মিথ টম মিনডারের সাথে বসে চেকারস খেলছে টেড ডেক্সটার।

'ভেতরে আসতে পারি?' বাইরে দাঁড়িয়ে বলল অ্যানি।

দু'জনেই খেলা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'নিশ্চই, মিস্,' বলল পাঞ্চার।

'তোমার সাথে কথা আছে, টেড,' বলতে বলতে ভেতরে এসে বসল ও। মিনডারকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পাশের মেস শ্যাকে চলে গেল কুক। টেড গম্ভীর মুখে বসে পড়ল। 'কি কথা?'

'ন্যান্সির কি হয়েছে, টেড?'

'কি হবে?' মুখ তুলল সে।

'না বোঝার ভান কোরো না। সবাই দেখতে পাচ্ছে ব্যাপারটা, সেদিন ফিরে আসার পর থেকে... কি হয়েছে?'

'তাকেই জিজ্ঞেস করা ভাল,' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল সে।

চেহারা কিছুটা কঠিন হয়ে উঠল অ্যানির। 'তুমি তো ওর সাথে ফিরেছ, কোথায় গিয়েছিলে সেদিন তোমরা?'

'সেটাও তার কাছ থেকে শোনাই ভাল।'

'টেড, আমি ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।' উত্তেজিত হয়ে উঠল মেয়েটি।

মাথা দুলিয়ে হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল টেড। 'কেউ সাহায্য করতে পারবে না ওকে।'

বাতাস লেগে ল্যাম্পের শিখা জোরে কেঁপে উঠল, কেউ দরজা খুলে ঢুকেছে। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল টেড, অ্যানিও তাকাল,

পরক্ষণে চমকে উঠল ভেতরে ভেতরে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বেন কুইন্সি। হালকাভাবে অস্ত্র ধরে রেখেছে হাতে। আচমকা হুটোপুটি, ধমকের শব্দ এল মেস শ্যাক থেকে। একটুপর দু'হাত মাথার ওপর তুলে কুক আর বুড়ো ব্ল্যাকস্মিথ পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল, ওদের পেছনে উদ্যত অস্ত্র হাতে ড্যানিয়েল হীথ।

এদিকে বেনের পেছন থেকে এগিয়ে এল বেঞ্জামিন। অ্যানির উদ্দেশে কিছুটা লাজুক নড করে টেডের দিকে তাকাল। 'উঠে দাঁড়াও, তোমার গানটা নেব আমি।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল টেড, অ্যানিও দাঁড়িয়ে পড়ল। টেডের অস্ত্র তুলে নিল বেঞ্জামিন।

প্রতিক্রিয়া গোপন রেখে শান্তভাবে বলল অ্যানি, 'আমি ভাবতেও পারিনি তুমি অন্তত এতটা করতে পারো, কেনেথ। আর্মি এল না দেখে সন্দেহ হয়েছে আমার, কুইন্সি এরকম একটা কিছু ঘটাতে চাইতে পারে, কিন্তু তাতে তুমি আর ড্যানিয়েল সাহায্য করবে, এতটা সত্যিই আশা করিনি।'

লাল হয়ে উঠল বেঞ্জামিনের চেহারা। সংকোচের সাথে বলল, 'আমরা কারও ক্ষতি করতে আসিনি, মিস্ অ্যানি। দু'জনকে খুঁজতে এসেছি কেবল।'

'কাকে, ডিক ফ্যারেল আর প্যাটারসনকে?'

বিস্মিত হলো বেঞ্জামিন। 'ওরা তাহলে এখানেই আছে?'

'না।'

ভেংচিকাটার মত হাসল কুইন্সি। 'লেডির কথা শুনেছ তোমরা। এবার আমি নিজেই একটু খুঁজে দেখতে চাই।'

'মুখ সামলে কথা বলো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ডেক্সটার।

অলসভাবে অস্ত্রটা খানিক তুলল বেন। 'প্রিয় বন্ধু আমার, এটার কথা মনে রেখে নিজেই নিজের উপদেশ পালন কোরো, যতক্ষণ আমি এখানে আছি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'চুপ থাকো, টেড,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল অ্যানি। টেড না দেখলেও বেনের চোখে খুনীর দৃষ্টি ঠিকই দেখেছে ও। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে দ্বিধা করবে না এখন লোকটা। শান্তভাবে বলল, 'কোন অসুবিধে নেই, বেন। স্বচ্ছন্দে খুঁজে দেখতে পারো তোমরা।'

পরিহাসের ছলে বো করল লোকটা। তারপর বেঞ্জামিন, ড্যানিয়েলকে কোরাল, বার্নসহ এদিককার সব জায়গা খুঁজে দেখতে বলে অ্যানি আর টেডকে নিয়ে নিজে চলল ঘরের দিকে। ইয়ার্ড পেরিয়ে কিচেনে এসে ঢুকে অ্যানি বলল, 'কোনখান থেকে শুরু করতে চাও?'

'যে কোনওখান থেকে...তুমি,' অস্ত্র নাচিয়ে টেডকে বলল বেন। 'সামনে হাঁটো। আলো অ্যানির হাতে দাও, ও মাঝখানে থাকবে। সাবধানে চলবে তুমি, অচেনা জায়গায় ঘাবড়ে যেতে পারি আমি।'

স্টোর, পারলার, শেফার্ডের বেডরুম, অ্যানির রুম খোঁজার পর ন্যান্সির বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কুইন্সি। দরজা খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু ভেতর থেকে বন্ধ বুঝতে পেরে ভুরু তুলে অ্যানির দিকে তাকাল।

'এটা আমার বোনের রুম, ঘুমিয়ে আছে হয়তো। ডাকব তাকে?'

'না, তোমরা পেছনে সরে দাঁড়াও।' ওরা সরে দাঁড়াতে দরজায় জোরে লাথি মেরে বসল লোকটা। ছোট ডোরবোল্ট ভেঙে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ওদের ইশারা করে বলল সে, 'ভেতরে চলো।'

আচমকা শব্দে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ন্যান্সি, দরজায় কুইন্সিকে দেখে মড়ার মত সাদা হয়ে গেল। বুকের ওপর ড্রেসিং গাউন চেপে ধরল একহাতে, অন্যহাতে চেয়ার ধরে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে।

রুমের চারদিকে নজর বুলিয়ে তার দিকে ভুরু উঁচিয়ে তাকাল কুইন্সি। 'বাহ্! আমার সঙ্গে সতীপনা দেখানো হচ্ছে!'

কিছু বলতে চেয়েও পারল না ন্যান্সি। বেন এগোল ওর দিকে। পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করে দেয়ালে বাধা পেয়ে থেমে গেল মেয়েটি। এদিকে দম বন্ধ করে কঠোর চোখে কুইন্সিকে দেখছে টেড, মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

ন্যান্সির দিকে হাত বাড়াল কুইন্সি। সাথে সাথে হুঙ্কার ছাড়ল পাঞ্চার, 'তোমার নোংরা হাতে ওকে ছোঁবে না, শয়তান!' ওকে শান্ত করার চেষ্টায় দ্রুত অ্যানি ওর বাহু চেপে ধরল।

'কেন? কেন? এ দুটো হাত তো ওর খুব প্রিয়,' আড়চোখে অ্যানির দিকে তাকিয়ে বলল কুইন্সি। 'এ হাত ধরেই তো সেদিন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ও,' ন্যান্সির দিকে মুখ ঘুরিয়ে দু'পা এগোল। 'তাই না, ডার্লিং? কই, তখন তো ভয় পাওনি আমাকে?'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ন্যান্সির দিকে তাকাল অ্যানি। ঝাঁপ দিল টেড। প্রশস্ত রুমের খুব সামান্যই অতিক্রম করতে পারল সে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটাল কুইন্সির রিভলভার। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল পাঞ্চার, পর মুহূর্তে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল। তারপর দু'হাত সামনে বাড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে।

আর্ত চিৎকার করে উঠল ন্যান্সি। ভীত, সন্ত্রস্ত চোখে একবার পড়ে যাওয়া টেডকে দেখে কুইন্সির দিকে তাকাল অ্যানি।

'গুড-বাই, গার্লস,' শান্ত কণ্ঠে বলল লোকটা। 'ফ্যারেলের হিসেব চুকিয়ে এসে তোমাদের দু'জনকেই বিয়ে করব আমি। তৈরি থেকো,' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

হাঁটু গেড়ে বসে টেডকে চিৎ করে শোয়াল অ্যানি। বুকের ওপর দিকের ডান পাশে লেগেছে গুলি, ভেতরেই রয়ে গেছে বুলেট। গল্ গল্ করে রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষত থেকে।

'একে বিছানায় ওঠাতে সাহায্য করো,' ব্যস্ত গলায় বলল

www.boiRboi.blogspot.com

অ্যানি। একটা কথাও না বলে হাত লাগাল ন্যান্সি। দু'বোন ধরাধরি করে টেডকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

এবার কথা বলল ন্যান্সি ধরা গলায়। কাঁপছে। কান্না ঠেকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে। 'সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেল আমার,' ফ্যাঁস ফেঁসে গলায় বলল সে। 'আমার জন্যেই আজ এতবড় সর্বনাশ ঘটল। আমাকে সাহায্য করো, বোন, বলে দাও আমি এখন কি করব!'

ওকে জড়িয়ে ধরল অ্যানি। পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, মন শক্ত করো। যে লোকটা তোমাকে ভালবেসে মরতে বসেছে, তাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করো। তোমার সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। ওর আঘাত গুরুতর, আমাদের এখনই ডাক্তার ডাকা উচিত।'

তখনই, জীবনে প্রথমবারের মত নিজেকে ভুলে অন্য কারও জন্যে ভাবতে শুরু করল ন্যান্সি। ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'এখনও দাঁড়িয়ে আছি কেন তাহলে আমরা? চলো, সাহায্য জোগাড় করি গিয়ে।'

তেরো

খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। ডেড লাইনের দু'দিন পরই ব্যাপারটা নজরে পড়ল ফ্যারেলের। সন্ধের দিকে প্যাটারসনকে নিয়ে একটা ক্যানিয়নে ঢুকল সে। তিনদিন আগেও একবার এখানে ক্যাম্প করেছিল ওরা। ব্যাপারটা খেয়াল করেনি প্যাটারসন। খেয়াল করতে পারার মত অবস্থা তার রাখেওনি সে। ঘুম ভাঙতে তাকে

নিয়ে চলতে শুরু করে, সারাদিন বিরামহীন ঘোরাঘুরির'পর রাতে যখন ক্যাম্প করে, তখন ব্যাটার চিবিয়ে খাবারও ক্ষমতা থাকে না। কোনরকমে খানিকটা নাকে মুখে গুঁজে কম্বলের তলায় ঢুকে নাক ডাকাতে শুরু করে দেয়।

কিন্তু টেক্সান খেয়াল করল ব্যাপারটা। সাথে সাথে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে, চারটে ঘোড়ার তাজা পায়ের ছাপ—ওদের পুরানো ক্যাম্পের পাশে থেমেছিল। তারপর কিছুটা উত্তরে সরে ওদের তিনদিন আগের ট্রেইল ধরে চলে গেছে। একটা ঘোড়ার পায়ে নাল পরানো নেই দেখে বুঝল ফ্যারেল, তিনজন সাদা ও একজন ইন্ডিয়ান আছে দলে। মনে মনে কুইন্সির বুদ্ধির তারিফ করল ও, লোকটার মগজের গতি সত্যিই খুব দ্রুত।

আগুন জ্বালিয়ে খাবার তৈরি করতে বসল ফ্যারেল। বরাবরের মত এজেন্ট কোন সাহায্য করল না। ওর দিকে তাকাচ্ছে ডিক মাঝে মধ্যে, আপনমনে হাসছে। এই কয়দিনেই লোকটার চেহারার ভূগোল পাল্টে গেছে। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। চোখের দৃষ্টি ঘষা কাঁচের মত। ডিক জানে, ক্লান্তি বা কম খাওয়া নয়, হঠাৎ করে কদিন ড্রিঙ্ক না জোটার কারণেই অবস্থা এতটা করুণ হয়েছে রিপু সর্বস্ব লোকটার। অনেক ওজন হারিয়েছে সে।

খাবার নিয়ে ভাবল ডিক, পরিমাণ আরও কমিয়ে দিতে হবে। খাবারের মজুতের কাছে এখনই যাওয়া ঠিক হবে না, নতুন জমা তুষারে ঘোড়া দেবে যেতে পারে। তাছাড়া শত্রুর হাতে কোনঠাসা হয়ে পড়ার ঝুঁকিও থাকবে। কাজেই সাথে যা আছে, তা দিয়েই চলার চেষ্টা করতে হবে যতদিন পারা যায়।

ভাগের সামান্য খাবারটুকু গিলে নীরবে কম্বলের তলায় আশ্রয় নিল প্যাটারসন। শত্রুদলের ট্র্যাক সময়মত আবিষ্কার করতে পারায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল যুবক।

সকালে প্রথমবারের মত বিদ্রোহ করল এজেন্ট। নাশতা খেয়েই

www.boiRboi.blogspot.com

আবার শুয়ে পড়ল সে। ঘোষণা করল, 'এখান থেকে আমি নড়ছি না, ফ্যারেল।'

'আচ্ছা!' কৌতুক ফুটল ওর চেহারায়। ধীরে সুস্থে হাতের সিগারেট শেষ করল। আগুন নিভিয়ে ঘোড়া দুটোয় স্যাডল চাপিয়ে বলল, 'ঘোড়ায় ওঠো, প্যাটারসন!'

'বলেছি তো, যাব না আমি!'

'তোমার ঘোড়া আর বেডরোল আমি নিয়ে যাব, তখন কি করবে?'

'হেঁটে বেসিনে চলে যাব।'

গলার স্বর আরও মোলায়েম করল টেক্সান। 'আরেকবার ভেবে বলো, যাবে না?'

'না।'

ধমকে উঠল ফ্যারেল। 'ওঠো বলছি!'

'না, উঠব না।'

বুকের কাছে শীপস্কিন মুঠো করে ধরে একটানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল ফ্যারেল। আন্দাজে হাত ছুঁড়ল এজেন্ট, কিন্তু লাগল না কোথাও। কষে এক চড় লাগিয়ে দিল ও, ছিটকে সরে গিয়ে গাল ডলতে লাগল লোকটা। তার বেডরোল পেঁচিয়ে স্যাডলে ছুঁড়ে দিল যুবক। ক্যাম্পের সব চিহ্ন যত্নের সাথে মুছে এগিয়ে গেল এজেন্টের কাছে। 'যাবে তুমি?'

'না!'

সাথে সাথে কানের পাশে ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল প্যাটারসন। উঁচু করে তুলে তাকে স্যাডলে আছড়ে ফেলল ডিক, তার পা দুটো এক করে ঘোড়ার পেটের নিচ দিয়ে বাঁধল, তারপর টেনে নিয়ে চলল ঘোড়টাকে। আধ মাইল এগোনোর পর লোকটাকে সোজা হয়ে বসতে দেখে নিজের ঘোড়া পিছিয়ে নিয়ে এল ফ্যারেল। 'ব্যাপার কি, জানো, প্যাটারসন? তোমাকে যে কোনসময় শেষ

করে দিতে পারি আমি। কিন্তু খুন করা আমার নেশা বা পেশা, কোনটাই নয়। তাই বলে তোমার হাত-পা বা পাঁজরের দু'চারটে হাড় যে ভাঙব না, তেমনটা মনে করা কিন্তু তোমার ঠিক হবে না। তাই এখন থেকে যা বলি, তা মানার চেষ্টা করলেই ভাল করবে তুমি।'

'ঠিক আছে, তুমিই জিতলে,' বিড় বিড় করে বলল প্যাটারসন। 'এখন দড়ি খুলে দাও আমার, ঠাণ্ডায় পা জমে গেছে।'

আর কোনও ঝামেলা করল না এজেন্ট। ধীরে সুস্থে শত্রুদলের ট্রেইল অনুসরণ করে রাতে থামল ডিক। সুবিধেমত জায়গা দেখে ক্যাম্প করল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে হিসেব করে দেখল, আগামীকালও কুইন্সির দল পুরানো ট্রেইল ধরেই ওপর দিকে যাবে। যখন দেখবে ট্রেইল দক্ষিণে ঘুরে নিচের দিকে নেমে গেছে, তখনই ওর চালাকী ধরে ফেলবে ব্যাটারা। প্রথমে যা করা উচিত ছিল, তাই করবে তখন, ছড়িয়ে পড়ে ওর নতুন ট্রেইল খুঁজতে নিচের দিকে নেমে আসবে। সন্দেহ নেই, আজকের ট্রেইলও ওরা একসময় পেয়ে যাবে, তবে তাতেও ব্যাটাদের আরও দুটো দিন অন্তত নষ্ট হবে।

পরদিন প্যাটারসনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। উত্তরমুখো হয়ে একটানা নিচে নামতে থাকল। ট্রেইল লুকানোর চেষ্টাই করল না। কীন নর্টন যে এলাকায় লোকজন নিয়ে গরুগুলো খুঁজে-খুঁজে জড়ো করছিল, দুপুর নাগাদ সেই পর্যন্ত নেমে এল ওরা, কীনের পাঞ্চারদের তৈরি ট্র্যাক ধরে উল্টো পাল্টা ঘুরে বেড়াল সন্ধে পর্যন্ত, তারপর একটা ঝরণার পাশে থামল। প্যাটারসনকে সামনে রেখে এরপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধরে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল স্রোতের মাঝখান দিয়ে।

ঘণ্টা পাঁচেক একটানা চলে ঘোড়া দুটো যখন ক্লান্তির চরমে পৌঁছল, তখন থামল সে। পাইনের বড়সড় ঘন ঝাড় দেখে ক্যাম্প

www.boiRboi.blogspot.com

করল।

সারারাত ধরে ভারী তুষারপাত হলো। সকালে নিজের কম্বলের ওপর জমে থাকা দুই ইঞ্চি পুরু বরফ সরিয়ে উঠল ডিক ফ্যারেল। চারদিকের পুরু হয়ে জমা নতুন বরফ দেখে খুশি হয়ে উঠল। দু'দিন নড়াচড়া না করে এখানেই বসে থাকল সে। আগুন শুধু রাতেই জ্বালায়, দিনে নয়।

তৃতীয় দিন একটা গানশট শুনল টেক্সান। পাঞ্চারদের কাজের এলাকার কাছাকাছি একটু ওপর থেকে এসেছে শব্দটা। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল দীর্ঘসময়। নিশ্চই ইন্ডিয়ানটার কাজ হবে, উল্টোপাল্টা ট্র্যাক দেখে বিভ্রান্ত হয়ে কুইন্সিকে ডাকছে লোকটা।

দ্রুত এজেন্টকে ঘোড়ায় চড়তে বলল যুবক। বিনাবাক্যে নির্দেশ পালন করল সে। যতটা সম্ভব দ্রুত এগোল ফ্যারেল। অনুসরণকারীদের সাথে বড় একটা দূরত্ব তৈরি করার ইচ্ছে তার। কারণ খাবারের মজুতের কাছে দ্রুত পৌঁছতে হবে। দুজনের সাথে যা ছিল তা দিয়ে এ পর্যন্ত টেনেটুনে চালিয়েছে। শত্রুরা এখন অনেক বেশি সতর্ক, ওর চাল বুঝে ফেলেছে। আর উতেটার তো থ্রী ব্রেভসের নাড়ি নক্ষত্র মুখস্থ।

চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। উঁচু হয়ে থাকা তুষার যথেষ্ট জমাট না বাঁধায় কোথাও কোথাও ঘোড়ার পেট পর্যন্ত দেবে যাচ্ছে, পিছলেও যাচ্ছে পা। সামান্য অসতর্ক হলেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, তবু ওর মধ্যে দিয়েই এগোল টেক্সান। হিসেব মত এতদিনে শেফার্ডের কাজ শেষ হয়ে যাবার কথা, আরও তিনটে দিন কাটাতে পারলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

আগুনের কাছে বসেও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে এজেন্ট। ভাবলেশহীন দু'চোখে চেয়ে আছে আগুনের দিকে। দাড়ি আরও বড় হয়েছে। তবে এই কদিনের রাইডিঙে অনেক উপকারও হয়েছে তার। মেদ

ঝরে হাল্কা হয়েছে দেহ, শরীরে জমে থাকা অ্যালকোহলের বিষ অনেক বেরিয়ে গেছে। ডিক বোঝে, বিষ যতটুকু কমেছে, সেখানে ওর জন্যে ঘৃণাও সঞ্চিত হয়েছে তার কয়েকগুণ বেশি।

রেডস্টোন ক্যানিয়নের খানিকটা ভেতর দিকে যেখানে ঘোড়া বাঁধা আছে, বেডরোল নিয়ে সেখানে ঘুমাতে যাবার জন্যে উঠল ডিক। প্যাটারসনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে গেল, 'আর তিনটে দিন ধৈর্য ধরো, তারপর ছুটি।' কান খাড়া করে ওর কথা শুনল লোকটা, তারপর পেছন থেকে ওর উদ্দেশে থু থু ছিটাল। ঘাড় ফিরিয়ে মুচকে হেসে এগিয়ে গেল ফ্যারেল।

ঘোড়ার কাছাকাছি ক্যানিয়নের গা থেকে কার্নিশের মত বেরিয়ে থাকা একটা বড় পাথরের নিচে গুটিসুটি মেরে শুলো নিশ্চিন্তে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না, আচমকা ঘোড়ার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। কনুইতে ভর দিয়ে বাইরে তাকাল যুবক। রাত অনেক হয়েছে, আগুন প্রায় নিভে গেছে। ঘোড়ার নাকটানা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই, কোন নড়াচড়াও দেখতে পেল না। তাহলে কেন ভাঙল ঘুম? কম্বল সরিয়ে নিঃশব্দে বুট পায়ে দিল ও। নিশ্চই অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে।

বেরিয়ে ঝুল পাথরটায় পিঠ ঠেকিয়ে মাত্র দাঁড়িয়েছে ফ্যারেল, অমনি পিঠের ওপর টন খানেক ওজনের ধাক্কা খেয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে বাধ্য হলো। পেছন থেকে কেউ শক্তহাতে গলা পেঁচিয়ে ধরল ওর। অন্য হাতটা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের দিকে নামিয়ে আনল অদৃশ্য শত্রু। পরক্ষণে পাঁজরের নিচে তীব্র ব্যথায় পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল ওর—ছোরা! বুকের চামড়া ভেদ করে মাংসের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে আক্রমণকারী।

তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল ফ্যারেল, ঠোঁট কামড়ে ধরে ছুরিসুদ্ধ হাতটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে ঝট করে সামনে ঝুঁকে হিপ থ্রো করল। ঝুঁকতে গিয়ে নিজের মাথা নিচে ঠুকে গেলেও পিঠের

ওপরের লোকটা সামনের দিকে উড়ে গেল। তার হাত ছাড়ল না ডিক, প্রচণ্ড শক্তিতে মুচড়ে ধরে থাকল। উড়ন্ত দেহের টানে ছোরা ধরে রাখা হাতটা সোজা হলো, পরমুহূর্তে বেরিয়ে গেল ওটা ডিকের শরীর থেকে।

উষ্ণ রক্তের স্রোত নামল ক্ষত থেকে। কিন্তু সেদিকে নজর নেই ওর, এখনও হাতটা ধরেই রেখেছে শত্রুর। একমুহূর্ত পর মুট্ করে কনুইর হাড় ছুটে গেল, ওর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল লোকটা, নিঃসাড় হাতের মুঠি আলগা হয়ে খসে পড়ল ছোরা। ওটা তুলেই সবেগে চালাল ডিক নিচের দিকে। 'থ্যাচ্' করে বিশ্রী একটা শব্দ উঠল। আবার হাত চালাল ডিক। গায়ের বোটকা গন্ধে টের পেল লোকটা ইন্ডিয়ান। একটু পর দেহটা স্থির হয়ে গেছে দেখে নিশ্চিন্ত হলো ও, বাঁ হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে ব্যাটার ওপর ঝুঁকল। তখনই ক্যানিয়নের বাইরে থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। 'স্টোন বুল! আওয়াজ দাও, কোথায় তুমি!' বেন কুইন্সি! মৃত উতেটাকে ডাকছে।

ক্ষতস্থান চেপে রেখে ঝুঁকে বসে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করল ফ্যারেল। সম্পূর্ণ কোনঠাসা অবস্থা ওর। শত্রু ক্যানিয়নের মুখে এসে পড়েছে। ভয়ের শীতল একটা ধারা মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে নেমে এল। বুদ্ধি গুলিয়ে আসতে চাইছে। হাত-পা শিথিল হয়ে আসছে ওর। মিশনের ফল না জেনেই মরতে হবে? ভাবল যুবক। ওকে খুন করে কুইন্সি বেঁচে থাকবে আরও খুন করতে? না, তা হতে পারে না—এভাবে ইঁদুরের মত মৃত্যু মেনে নেবে না সে। কারও দৌড়ে আসার শব্দ শুনল ফ্যারেল। ওদিকে ভাঙা গলায় চেঁচাচ্ছে প্যাটারসন, 'এদিকে, কুইন্সি! হারামীর বাচ্চাটা ঘোড়ার কাছে! গুহার মধ্যে!'

পড়িমড়ি করে ঘোড়ার কাছে পৌঁছল ডিক, কোনমতে স্যাডলে বসে ঘোড়ার কেশর ধরে উপুড় হয়ে পড়ল। তীব্র জ্বলুনী অসাড়

www.boiRboi.blogspot.com

করে দিচ্ছে শরীরের ডান পাশ। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল ও। দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টানে ঘোড়া বাঁধার খুঁটা উপড়ে হীল দিয়ে ওটার দু'পাশে পাগলের মত আঘাত করতে করতে বিকট এক হাঁক ছাড়ল। সঙ্কীর্ণ ক্যানিয়নের পাথুরে দেয়ালে ভৌতিক প্রতিধ্বনি তুলল হাঁকটা।

রক্তের গন্ধে আর আচমকা হাঁকের শব্দে ভড়কে গিয়ে পাগলের মত লাফাতে লাফাতে ছুটল পশুটা। একটা ভারী দেহের কাঠামো দৌড়ে আসছে দেখে ঘোড়ার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দিল ডিক, হাঁটু দিয়ে বেদম জোরে গুঁতো মেরে বসল ওটার পেটে। বিপদ বুঝে শেষ মুহূর্তে গুলি চালাতে চেষ্টা করেছিল লোকটা, তার আগেই ঘোড়ার ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়ল পেছন দিকে, খুরের আঘাতে গড়িয়ে গেল ঢালের দিকে। সামনে এগোতেই এজেন্টকে দেখল ডিক, দেয়ালে ঠেস দিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'ওই যে, কুইন্সি! পালাচ্ছে হারামজাদা!'

খুঁটার দড়িটা গোটানো অবস্থায় তখনও ডিকের হাতে। ডানদিক থেকে এক রাইডারকে এগোতে দেখে নিজের ঘোড়া সেদিকে ফেরাল ও, দড়ি আরও কিছুটা গুটিয়ে তৈরি হলো। গুলির শব্দে চমকে উঠল ক্যানিয়ন, ডিকের প্রায় কান ছুঁয়ে গরম বুলেটটা শিস কেটে চলে গেল। হ্যামার থ্রোর ভঙ্গিতে দড়ি ঘুরিয়ে আগুয়ান রাইডারের মাথা লক্ষ্য করে সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারল ও খুঁটাটা। ঠকাশ! ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠে স্যাডল থেকে পড়ে গেল রাইডার। জায়গামতই লেগেছে ভারী জিনিসটা।

থামল না টেক্সান, কাউকে চেনার চেষ্টাও করল না, বাইরে চলে এল নিমেষে। অনেকটা পথ একছুটে পার হয়ে ঘন পাইনের মধ্যে ঢুকে থামল। বাঁ হাতে কাটা জায়গাটা চেপে ধরে ডানহাত দিয়ে ঘোড়াটাকে আদর করল। ব্যথা একটু কমার আশায় একভাবে স্যাডলে বসে রইল কিছুক্ষণ, কিন্তু কমছে না।

সাবধানে আঙুল বুলিয়ে ক্ষতটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল ডিক। ডান পাঁজরের নিচের হাড়ে ঘষা খেয়ে পাশের নরম মাংসে গেঁথে গেছে ছুরি, সম্পূর্ণ হাঁ হয়ে আছে কাটা জায়গাটা, লম্বায় কম করেও চার ইঞ্চি হবে। একভাবে রক্ত গড়িয়ে নামছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে। টানটা বেঁকে না গিয়ে আরেকটু সোজা নামলেই নির্ঘাত নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যেত।

এ অবস্থায় বেশিক্ষণ ঘোড়ার পিঠে থাকা সম্ভব হবে না, জানে ফ্যারেল। অথচ ওকে ছুটতেই হবে, এখুনি। রাত শেষ হয়ে আসছে। দিনের আলোয় শত্রুরা সহজেই খুঁজে পাবে ওকে, নষ্ট করার মত সময় নেই। দ্রুত নিরাপদ কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।

কল্পনায় একটা চেহারা দেখতে পেল ডিক। আবছামত—সে মুখ অ্যানি শেফার্ডের। হ্যাঁ, লাইমস্টোন হাউসেই যাবে সে। ঢাল বেয়ে নামবে, ভ্যালি, অ্যাসপেন পেরিয়ে নদী পর্যন্ত যাবে। নদী পেরিয়ে আবার যেতে হবে—এতদূর যেতে পারবে সে? পারতেই হবে। কুইন্সির হিসেব না মিটিয়ে মরা চলবে না তার। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল যুবকের, চলতে শুরু করল। প্রথম ঝাঁকি খেতেই গায়ের মধ্যে গুলিয়ে উঠল ওর, বমি করে দিতে ইচ্ছে হলো।

চোদ্দ

টানা এক সপ্তাহ ধরে লংরিচ মরুভূমির ওপর দিয়ে দক্ষিণে চলেছে নিঃসঙ্গ ডেনিস রিচি। প্রথম প্রথম কিছুই মনে হয়নি, কিন্তু এখন, বাড়ির সাথে দূরত্ব যত বাড়ছে, গতি তত কমে আসছে তার। মন

www.boiRboi.blogspot.com

দুর্বল হয়ে পড়ছে, পিছুটান বাড়ছে। কেন বাড়ি ছেড়ে এল সে? ছেলেটার খুন হবার পেছনে সে নিজেও তো কম দায়ী নয়, একজনের কথায় নেচে কেন সে গেল নেস্টারদের দলে?

ফেলে আসা বেসিনে একদিন সুখের সংসার ছিল তার। আজও তার সব সম্পদ ওখানেই, মাটির নিচে-ওপরে। ওটাই তার ঠিকানা। কেন সেসব ছেড়ে আসবে সে? দক্ষিণের ছোট্ট মাইনিঙ টাউন বিগ ট্রাউ থেকে ফিরতি পথ ধরল বুড়ো ডেনিস রিচি।

একটানা এগোচ্ছে, রাতের ঘুম আর খাওয়া ছাড়া থামেনি কোথাও। ধ্যানমগ্ন ডেনিস তাই খেয়াল রাখেনি কখন যেন ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। খেয়াল হতে স্পার দাবাতে যাচ্ছিল সে, তখনই জায়গাটা পরিচিত ঠেকল। রিম ও ডাগ রোডের ক্রসিঙ এটা, বুঝতে পারল ডেনিস, কেন এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেছে ঘোড়া? ওটা জানে না, এতরাতে মনিব সোজা বাড়ি যাবে, না শহর ঘুরে যাবে, তাই দোটানায় পড়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

হাত বুলিয়ে ওটাকে আদর করে দিল রিচি, তারপর রিমের ওপর দিয়ে সোজা বাড়ির পথ ধরল। কিছুটা এগিয়ে দূরে আগুন দেখতে পেয়ে গতি বাড়িয়ে দিল। কাছে পৌঁছে দেখল চারশো ফুট নিচে বিল হার্ডির বার্ন পুড়ছে। এখান থেকে নিচে নামার সরাসরি পথ নেই। একটা আছে ছ'মাইল দূরের ওয়াগন রোড হয়ে, দ্বিতীয়টা পেছনে ফেলে আসা ডাগ রোড দিয়ে সান ডাস্ট ঘুরে। এত পথ ঘুরে নিচে পৌঁছে তার সাহায্য করার চেষ্টা ওদের কোন কাজে লাগবে না বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেল।

রিজের কিনারা ঘেঁষে দাঁড়াল সে। আগুন কড়িকাঠ ছুঁয়েছে, যে কোনসময় ভেঙে পড়বে ছাদ। উজ্জ্বল আলোয় ওপর থেকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। পানির হাউসের পাশে বিল পত্নী আর তাদের মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি আগুন দেখছে না, ঝুঁকে রয়েছে মাটিতে পড়ে থাকা একটা কিছুর ওপর। এতদূর থেকে ওটাকে

কুকুর বলে মনে হলো, সম্ভবত মৃত। কোরালের গেট খোলা, ভেতরের পশুগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে। আশেপাশে আর কাউকে দেখতে পেল না ডেনিস, বিল হয়তো বাড়িতে নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে সশব্দে ধসে পড়ল বার্নের ছাদ। আগুনের শিখা আরও জোরে লকলক করে উঠল। আগের থেকেও উজ্জ্বল হলো জায়গাটা। হঠাৎ বাঙ্কহাউসের পেছনের ঝোপের ফাঁকে কিছু একটা নড়তে দেখে ভাল করে তাকাল রিচি। মনে হলো একটা ছুটন্ত ঘোড়া। সত্যি তাই। মুহূর্তে রাইডারকে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওটা। চার পায়েই সাদা মোজা পরানো ওটার। কার ঘোড়া? ভাবল বৃদ্ধ। বিষয়টা ভাল করে মনে গেঁথে নিল।

আরও কিছুসময় দাঁড়িয়ে থাকল ডেনিস। ধীরে ধীরে আগুন নিভে এল, মেয়েরা ঘরের ভেতর ঢুকল। কিন্তু কুকুরটা ওখানেই পড়ে রইল। ততক্ষণে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিষণ্ন মনে ঘোড়ার মুখ পেছন দিকে ঘোরাল সে, শহর ঘুরেই বাড়ি ফিরবে।

খুব ভোরে ডাগ রোড দিয়ে নেমে এল ডেনিস। স্টেবলে ঘোড়া রেখে পেট পুরে খেল প্রথমে, তারপর হোটেলে উঠে ঘুম দিল। ঘুম থেকে উঠে চুল কাটাল, ফেয়ার স্টোর থেকে ভারী দেখে একটা শীপস্কিন কিনে গায়ে চড়াল। সবশেষে কিছু খাবার আর প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ব্যাগভরে কাঁধের ওপর ফেলে স্টেবলে এল।

কোরালে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সামনেই আট দশটা ঘোড়া, একটার চার পায়ে সাদা মোজা পরানো।

'সাদা মোজা...' বিড়বিড় করে বলল এডিকে, 'কার ওটা, এড?'

'কোনটা?'

'ওই যে, পায়ে সাদা মোজা।'

'ওই গেল্ডিঙটা? ডেপুটি জো বাগনারের। কপাল খুলে গেছে ব্যাটার। রাস্তা থেকে একলাফে চড়ে বসেছে ডেপুটি শেরিফের

www.boiRboi.blogspot.com

চেয়ারে, হা-হা-হা!' খনখনে গলায় হাসল বৃদ্ধ।

'ডেপুটি?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে রইল ডেনিস কিছু সময়। আর কিছু না বলে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল। তার অনুপস্থিতির সময়টায় আরও কত কি ঘটে গেছে এখানে কে জানে!

সন্ধের পর লাইমস্টোন হাউসে যাবার রাস্তার মাথায় থামল সে, দেখা করে যাবে নাকি জনের সাথে? পরমুহূর্তে ভাবনাটা বাতিল করে এগিয়ে চলল, আগে খোঁজ নেয়া দরকার এই কদিনে কি কি ঘটেছে এখানে। বাড়িতে পৌঁছে শ্যাকের খোলা দরজার সামনে ইয়ার্ডে একটা ঘোড়া দাঁড়ানো দেখল। স্যাড্‌ল থেকে নামল রিচি। 'হ্যালো! ঘরে কে আছ?' কোন জবাব এল না। ভেতরে ঢুকে পকেটে দেশলাই হাতড়াতে হাতড়াতে দু'পা এগিয়েই পড়ে থাকা কিছুর সাথে হোঁচট খেল। পড়ে যেতে গিয়ে টেবিলটা হাতে ঠেকল, ওটা ধরে পতন ঠেকিয়ে দেশলায়ের কাঠি জ্বালল সে। নিচে তাকিয়েই মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে ফ্যারেলকে পড়ে থাকতে দেখে সশব্দে আঁতকে উঠল। বিছানার তিন ফুট দূরে পড়ে আছে যুবক।

অনেক কষ্টে তাকে বিছানায় শোয়াল রিচি। স্টোভে কাঠ ভরে আগুন জ্বেলে খানিকটা কেরোসিন ঢেলে দিল, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। দ্রুত ঘরের ঠাণ্ডা কেটে যেতে শুরু করল। এরপর বাতি জ্বেলে নিঃসাড় দেহটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল ডেনিস। আধমরা দশা ফ্যারেলের, চোখ গর্তে, চোয়াল নীল, শক্ত হয়ে গেছে। কাপড় চোপড়ে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। যুবকের ক্ষত পরীক্ষা করতে গিয়ে মুখ বিকৃত হয়ে গেল তার।

করণীয় নিয়ে মুহূর্ত কয়েক দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগল। তারপর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে লেগে গেল। ব্যান্ডেজ বেঁধে ভাল করে ওকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। খানিকটা হুইস্কি খাওয়াতে চাইল, কিন্তু দাঁতের পাটি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সেঁটে আছে যে চামচ ব্যবহার

www.boiRboi.blogspot.com

করতে বাধ্য হলো ডেনিস। পাঁচ বারের বার বিষম খেয়ে কেশে উঠল ফ্যারেল, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলল। কাশির ঝাঁকি ঠেকাতে হাঁটু উঠে এসেছে তার বুক পর্যন্ত।

বিষমের ধাক্কা কেটে যেতে সিলিঙের দিকে চোখ মেলে তাকাল সে, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডেনিসের দিকে। বুঝতে পারল সে যুবক কি বলতে চায়। 'হ্যাঁ, আমি ডেনিস রিচিই, তুমি আমার ঘরে আছ। এখানে নিরাপদ তুমি, কেমন বোধ করছ এখন, ফ্যারেল?'

উঠতে চেষ্টা করে সামান্য উঠেই পড়ে গেল ও। চোখ বন্ধ হয়ে গেল, ব্যথায় চিকন ঘাম দেখা দিল কপালে। সস্নেহে বলল ডেনিস, 'উঠো না, শুয়ে থাকো। কথা বলতে পারবে তুমি? কি হয়েছে বলতে পারবে?'

চোখ বন্ধ করে শুনল ডিক। মাথা সামান্য নাড়ল। কি বলবে সে? সব কথা মনেও পড়ছে না ওর। ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা অবশ্য মনে পড়ছে, পুরো একদিন একরাতি থ্রী ব্রেভসের স্লোপ বেয়ে ছুটেছে সে। বেন কুইন্সি, বেঞ্জামিন, হীথ আর প্যাটারসনকে দেখেছে তখন, হন্যে হয়ে খুঁজছে ওকে ধরার জন্যে। আরেকবারের কথা মনে পড়ল, যখন ঝোপের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে ঘোড়ায় চড়তে এক ঘণ্টারও বেশি লেগেছে।

লাইমস্টোন হাউসের বদলে এখানে কেন এল সে? হ্যাঁ, মনে পড়ছে, রাতের অন্ধকারে কুইন্সিকে ফাঁকি দিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও। পানি ভেঙে মাইল খানেক এগোনোর পর শরীর বরফ হয়ে গেলে ওর মনে হয়েছিল বেশিদূর যেতে পারবে না আর, এখনই আশ্রয় দরকার। আগুন দরকার, দরকার খাদ্য আর চিকিৎসার।

তারপর যখনকার কথা মনে করতে পারছে ডিক, তা ডেনিসের এই ইয়ার্ডের কথা। জ্ঞান ফিরতে শ্যাকের দরজার বাইরেই

ঘোড়াটাকে দাঁড়ানো পেয়েছে। দাঁত দিয়ে কেশর কামড়ে ধরে ওটার পিঠে ঝুলছিল সে। কিভাবে ঘরে ঢুকেছে মনে নেই, শুধু মনে পড়ছে বিছানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু এতকথা বলার শক্তি নেই ওর, ইচ্ছেও হলো না। কোনমতে শুধু বলল, 'কুইন্সি···দলের সাথে···ফা-ফা-ইট···'

'আবার সেই শয়তান!' খেপে উঠল বৃদ্ধ, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কমিশারিতেই ওকে খুন করে ফেলা উচিত ছিল তোমার।'

চোখ বুজে গেল ডিকের আপনাআপনি। ব্যথাটা আবার বাড়ছে। প্রতিবার শ্বাস টানার সময় নতুন করে কেউ যেন ছুরি চালাচ্ছে ওর বুকে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। অথচ ডেনিসকে এখনই সতর্ক করে দরকার, ওকে এখান থেকে সরে যেতে বলতে হবে। সে-ই টম হ্যাচেটকে গুলিটা করেছিল—কুইন্সি সে কথা ভুলবে না। পারবে কিনা জানে না ফ্যারেল, তবু চেষ্টা করল, 'সে আ-স-বে···কা-আল, স-সাব-ধা-ন···' ফিসফিসের চাইতেও অনেক নিচুস্বরে কথাগুলো বলতে পারল ও। তবে বৃদ্ধ বুঝতে পেরেছে। সাথে সাথে প্রায় হেসেই ফেলল সে। তাচ্ছিল্যের হাসি। ফ্যাকাসে দু'চোখ এত কম আলোতেও জ্বলে উঠল তার।

স্টোভের কাছে গিয়ে বসল ডেনিস, ভাবছে কি করা যায়। ছেলেটার সাহায্য প্রয়োজন। তখনই খেয়াল হলো লাইমস্টোন হাউসের কথা। অ্যানি শেফার্ডকে ছোটবেলা থেকে চেনে ডেনিস, কারও সাহায্যের প্রয়োজনে সবার আগে ছোটে মেয়েটি, শত্রু-মিত্র পরোয়া করে না। তার কাছেই যাবে সে, ছেলেটাকে সাহায্য করতে বলবে। তারপর ওকে বসিয়ে রেখেই না হয় ডাক্তার আনতে যাওয়া যাবে।

www.boiRboi.blogspot.com

পনেরো

কাঁধে হাতের চাপ পড়ায় ঘুম ভেঙে গেল অ্যানির। 'কি হয়েছে?' এতরাতে ন্যান্সিকে দেখে উদ্বিগ্ন হলো ও। 'টেড ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছে। ডেনিস রিচি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে।'

'ডেনিস?' উঠে বসল ও। 'সে না চলে গেছে?'

গায়ে র‍্যাপার জড়িয়ে করিডরে বেরিয়ে এল অ্যানি। দরজা খোলা দেখে ন্যান্সির রুমে উঁকি দিল, বিছানায় টেডকে দেখল ঘুমিয়ে আছে। সেই বিভীষিকার রাত থেকে এখানেই আছে সে। অনেকটা সুস্থ এখন। ডাক্তার নিয়মিত এসে চিকিৎসা করে যাচ্ছে।

পারলারে বসে আছে ডেনিস রিচি। অ্যানিকে আসতে দেখে বিব্রতমুখে উঠে দাঁড়াল।

'আমি জানতাম, বেশিদিন এই জায়গা ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না,' হ্যান্ডশেক করতে করতে হাসিমুখে বলল অ্যানি। 'কেমন আছ? ফিরলে কখন?'

হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'সেসব কথা থাক এখন। নিরুপায় হয়ে এমন অসময়ে ছুটে এসেছি তোমার কাছে, একজনের জরুরী সাহায্য প্রয়োজন।'

'কে? কি সাহায্য?'

'সেই যে তুমি একটা ছেলেকে একহাত নিয়েছিলে একদিন রিপলফোর্ডে? সেই ছেলেটা···ভীষণ আহত হয়েছে বেচারী।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল অ্যানি। 'ডিক ফ্যারেল?'

'হ্যাঁ, রাতেই ফিরেছি আমি। ঘরে ঢুকে দেখি অন্ধকারে ফ্লোরে পড়ে আছে ও হাত-পা ছড়িয়ে। ছোরা মারা হয়েছে, অবস্থা কাহিল। বিছানায় কোনমতে শুইয়ে রেখে এসেছি।'

গুছিয়ে উঠল মেয়েটি। 'আসছি আমি!' ছুটে বেরিয়ে গেল নিমেষে। নিজের রুমে কাপড় পাল্টাতে চেষ্টা করছে অ্যানি, কিন্তু হাতের কাঁপুনি থামাতে পারছে না। ডিক ফ্যারেল আহত! কি হবে? বাঁচবে তো ও? গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল ওর—চেতনা লোপ পেতে চাইছে। মন শক্ত রাখতে দস্তুরমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে ওকে, ভয় করতেও ভয় পাচ্ছে।

ঝাড়া দিয়ে নিজেকে সংযত করল অ্যানি। ন্যান্সিকে শুধু বলল, ডেনিসের সাথে একজন আহত লোককে দেখতে যাচ্ছে, তারপর অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল। কণ্ঠস্বর আয়ত্তে রেখে ঘটনা জানতে চাইল ও পথে, ডিকের কাছ থেকে যা শুনেছে, বলল ডেনিস।

মন অন্যদিকে ব্যস্ত রাখতে সারাপথ কথা বলল অ্যানি। ডেনিসকে জানাল, ফ্যারেল কমিশারিতে কুইন্সির সাথে লড়াই করে এসে কি কি বলেছে, করেছে। প্রায় দু'সপ্তা তার কোন খবর নেই। ওর অভিযান যে সফল হয়েছে, ক্যাভালরি না আসাতে তা বোঝা গেছে। গতকালই জন তার শেষ গরুটাও নির্বিঘ্নে পার করে বেসিনে নিয়ে এসেছে, ওগুলোকে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে পাহারা বসানোর কাজে ব্যস্ত সে এখন। লাইমস্টোন হাউসে কুইন্সির চড়াও হয়ে টেডকে গুলি করার কথাও বলল অ্যানি।

চুপ চাপ মন দিয়ে সব শুনল বৃদ্ধ। পাঁজর বিদীর্ণ করা অবর্ণনীয় বেদনার সাথে থ্রী ব্রেভসের পায়ের কাছে রিজার্ভেশনের কোথাও একটা কবর; সে যেটা দেখেওনি, সেটার কথা ভাবল। তার হাসিখুশি তরতাজা ছেলেটা বেন কুইন্সি নামে এক দানবের লালসার ফাঁদে জড়িয়ে খুন হয়ে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে ওখানে। নেস্টারদের

সাথে সাথে সে নিজেও না বুঝেই জড়িয়ে পড়েছিল কুইন্সির জালে। অথচ আর কারও কোন ক্ষতি হলো না। আজ সুযোগ এসেছে ভাবল ডেনিস, চক্রান্তকারীদের উপযুক্ত জবাব দেবার। দানবকে ধ্বংস করতেই হবে। সেজন্যে বাঁচাতে হবে ডিক ফ্যারেলকে। ছেলেটা নির্লোভ, নীতিবান। ওর তেজ আছে, শক্তি আছে। এমন মানুষকে অপঘাতে মরতে দেয়া যায় না।

বৃদ্ধের চোয়াল দৃঢ় হলো। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে শ্যাকে পৌঁছে গেল ওরা। ততক্ষণে ভোর হয়ে আসতে শুরু করেছে। ভেতরে ঢুকে দ্রুত আলো জ্বালাল ডেনিস, অ্যানি সোজা এগিয়ে গেল বিছানার দিকে।

জেগে আছে যুবক। মুখ দেয়ালের দিকে ফেরানো। 'ডিক!' ডাকল অ্যানি। আবেগে কেঁপে উঠল ওর গলা।

মুখ ঘুরিয়ে তাকাল যুবক, ওকে দেখে বিরক্ত হলো যেন। 'তুমি এখানে কেন?' বহুকষ্টে বলল সে। 'এখনই চলে যাও।'

জবাব না দিয়ে ওর কপালে হাত রাখল অ্যানি, জ্বর দেখল। 'কখন খেয়েছ তুমি?'

'মনে নেই।'

'তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি আমি,' নিজেকে শক্ত করে বলল। 'তার আগে তোমার ব্যান্ডেজটা পাল্টাতে হবে।'

চুপ করে থাকল যুবক। একদৃষ্টিতে অ্যানিকে দেখছে। তার রক্ত জমে শক্ত হয়ে থাকা শার্ট উদ্বিগ্ন করে তুলল ওকে ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নিল প্রথমে। একটুপর আবার তাকাল। ক্ষতটা বেশ বড়, কেটেছেও বিশ্রীভাবে, তবে ফুসফুসের কোন ক্ষতি হয়নি। আরও সৌভাগ্য যে পচনও ধরেনি।

সময় নিয়ে খুব যত্নের সাথে ডেনিসের করা ব্যান্ডেজ পাল্টে দিল অ্যানি। 'খুব ব্যথা লেগেছে, না?' মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল যুবক। ওকে হাসতে দেখে ভীষণ খুশি লাগল অ্যানির। খানিকটা

www.boiRboi.blogspot.com

স্যুপ তৈরি করে দিল। এক নিঃশ্বাসে সবটা গিলে ফেলল ডিক দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত। ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। স্বস্তির ঘুম।

একটুপর ডেনিস বলল, 'তোমাকে যে রাইডিঙে যেতে হচ্ছে, ইয়াঙ লেডি!' অ্যানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে দেখে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা। 'ওর ট্রেইল খুঁজে বেড়াচ্ছে কুইন্সি, যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। সেই জন্যেই ও তোমাকে চলে যেতে বলেছিল।'

চোখ বড় করে বসে রইল অ্যানি। কি বলবে ভাবছে। আবার বলল ডেনিস, 'আমাদের এখন সাহায্য দরকার। আমার জানা ছিল না ডিক জনের পক্ষে কাজ করছে। এখন মনে হচ্ছে ওর এই বিপদের কথা শুনলে তার সাহায্য পাওয়া যাবে। ছেলেটা নিরাপদ হবে। কোথায় আছে জন?'

'আমি জানি না,' কাঁপা গলায় বলল অ্যানি। 'বাবার সাথে দেখা নেই বেশ কদিন। সেই যে ফরেস্টে গেছে, এখনও ফেরেনি,' বলতে বলতে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

'তাকে দরকার আমাদের,' গম্ভীর হলো বৃদ্ধ। 'বেরিয়ে পড়ো তুমি।'

'কিন্তু, ডিক—'

'চিন্তা কোরো না, আমি থাকছি। এরমধ্যে যদি ওরা এসেই পড়ে...' কঠিন এক টুকরো হাসি দিল ডেনিস। 'কার্ট্রিজের অভাব নেই আমার। ওরা যদি ঘরে আগুন দিয়ে আমাদের বের করতে চায়, লাভ হবে না। এত পুরু লগে আগুন ধরবেই না! নিশ্চিন্তে যাও তুমি।'

ডিককে ছেড়ে নড়তে মন চাইছে না। কিন্তু ডেনিসের কথাও তো ঠিক, সাহায্য দরকার। উঠে দাঁড়াল ও। 'যাচ্ছি আমি।'

'কোনদিকে খুঁজবে?'

www.boiRboi.blogspot.com

'নদীর কাছে গরুর ট্রেইল পাই কি না দেখব, পেলে ওটা অনুসরণ করব।'

নতুন কেনা শীপস্কিনটা অ্যানিকে পরিয়ে দিল ডেনিস। বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল মেয়েটি। ফ্যারেলের দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। ভাবতে ভাবতে কটনউডের মধ্যে দিয়ে ছুটছে অ্যানি, ডিককে বাঁচাতে নিজেদের ক্রুদের খুঁজে বের করতেই হবে। সাপ্লাই নিতে আসা এক পাঞ্চারের কাছে সেদিন শুনেছিল ও, দক্ষিণের কোথাও দিয়ে নদী পার হবার পরিকল্পনা করছে ওর বাবা। কিন্তু মনে করে জায়গাটার নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি বলে নিজের ওপর রাগ হলো খুব।

নদীর তীর ধরে চলেছে অ্যানি। সতর্ক দৃষ্টিতে গরুর ট্রেইল খুঁজছে। শয়ে শয়ে গরুর ট্রেইল খুঁজতে এত সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না, তবুও একবারের জন্যেও মাটি থেকে চোখ সরাল না। কখন সকাল গড়িয়ে গেছে জানে না ও। হঠাৎ একসময় থেমে পড়ল সচকিত হয়ে। আরেকটু হলে সামনের ঘোড়াটার ওপরই পড়ত গিয়ে। এদিকে মুখ করে ঝোপের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ওটা। সামলে নিয়ে রাইডারের দিকে তাকাল অ্যানি। কুইন্সি!

ঘাপটি মেরে আছে শয়তানটা। অ্যানির চেহারা কালো হয়ে গেল। দু'চোখ টকটকে লাল হয়ে আছে লোকটার। ডিকের ছোঁড়া খুঁটার আঘাতে মাথা ফেটে নেমে আসা রক্ত সারা মুখে, জামায় শুকিয়ে আছে। চেহারায় পরাজিতের ছাপ। নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা ফুটে আছে ওখানে।

'এদিকে কেন আসা হয়েছে?' দাঁতে দাঁত চেপে বলল খুনীটা।

'প্রশ্নটা আমিই করতে চাই তোমাকে,' ভীতি গোপন রাখতে চেষ্টা করছে অ্যানি। 'এটা লাইনস্টোন হাউসের রেঞ্জ, শোনোনি তুমি?'

একটু দূরে আরও একজনকে দেখল ও, লোকটা এজেন্ট

প্যাটারসন। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ব্যাটা, সারা গালে বড় বড় দাড়ি গোঁপের জঙ্গল। কাপড় চোপড় নোংরা। 'এটা শেফার্ডের মেয়ে না?' কণ্ঠস্বর খুব রুক্ষ শোনাল লোকটার।

'হ্যাঁ।' তার দিকে না তাকিয়ে অ্যানির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল কুইন্সি, 'কাউকে খুঁজছ মনে হয়?'

'হ্যাঁ, বাবাকে খুঁজছি। কেন?'

কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটা। চলে যেতে উদ্যত হলো অ্যানি। 'পথ ছাড়ো! আমার তাড়া আছে।'

প্যাটারসন বলে উঠল, 'কুইন্সি, ওকে যেতে...'

'শাট আপ!' অ্যানির ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ধমকে উঠল লোকটা। এগিয়ে এসে ওর ঘোড়ার ব্রিডল চেপে ধরল। 'তুমি শিওর, জনকেই খুঁজছ তুমি?'

'বলেছি তো বাবাকেই খুঁজছি!' ঝাঁঝের সাথে বলল ও।

'আমরাও খুঁজছি একজনকে।'

অ্যানি বুঝল শয়তানটা ওর কথা বিশ্বাস করেনি, সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত ওকে যেতেও দেবে না। তাই বুদ্ধি করে অন্য পথ ধরল। 'জানি, ডিক ফ্যারেলকে খুঁজছ তুমি।'

চেপে বসল কুইন্সির চোয়াল। 'কিভাবে বুঝলে তুমি?'

'কাল রাতে লাইমস্টোন হাউসে গেছে সে। ছুরির আঘাত লেগেছে, তবে তেমন মারাত্মক নয়।'

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটা। 'তুমি ক্রুদের ডেকে আনতে যাচ্ছিলে ওকে সাহায্য করতে?'

হাসল ও। 'যথেষ্ট লোকজন আছে ওর চারপাশে। তোমার কোন সুযোগ নেই ওখানে যাবার।'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল তার মুখে। 'চমৎকার গল্প ফেঁদেছ। এখানে আসার পথে আমি কিন্তু তোমাদের সব লোককে ওদিকে কাজে ব্যস্ত দেখেছি!'

ধরা পড়েও হাসি ধরে রাখল অ্যানি। 'ঠিকই দেখেছ তুমি, তবে সবাইকে নয়।' একটু থামল। 'লাইমস্টোন হাউসে যারা আছে, তাদের সাথে দেখা করতে যাবে নাকি একবার?'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড চুপ করে থাকল কুইন্সি। তারপর বলল, 'নয় কেন? খুশি মনেই যাব।'

'চলো তাহলে।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নদীর দিক থেকে সরে যেতে চাইল অ্যানি।

'না, ওদিক দিয়ে নয়। তুমি যে পথে এসেছ, সেই পথে যাব আমি।' নিজের সিক্সগান উঁচিয়ে আকাশের দিকে একটা গুলি ছুঁড়ল কুইন্সি, তারপর ওটা হোলস্টারে পুরল।

ঘাবড়ে গেল মেয়েটি। বুঝল খুনীটা ওর ফাঁদে পা দেয়নি। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে বিস্মিত হবার ভান করল। 'বুঝলাম না!'

আবার হাসির ভঙ্গি করল লোকটা, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'সান ডাস্টের রাস্তায় এক যুবক গানহ্যান্ড একটি মেয়ের জন্যে হাতের অস্ত্র উল্টো করে ধরেছিল, কথাটা ভুলিনি আমি। প্রতিদানে তাকে ঘেরাও ভেঙে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করার চিন্তা সেই মেয়ে করতেই পারে।'

'কিছুই বুঝলাম না,' ঠোঁট উল্টে বলল ও।

'দরকার নেই বোঝার।' ঘাড় ঘুরিয়ে নদীর দিকে তাকাল লোকটা। ড্যানিয়েল হীথ, কেনেথ বেঞ্জামিন আর বিল হার্ডিকে এগিয়ে আসতে দেখল সেদিক থেকে। কাছাকাছি এসে মেয়েটির উদ্দেশে হ্যাট স্পর্শ করল সবাই। সে-ও নড করল।

কুইন্সি বলল, 'আমার পেছন পেছন এগোও, মিস শেফার্ড।'

হার হয়েছে বুঝতে পেরে হতাশায় ছেয়ে গেল ওর অন্তর। বাধ্য মেয়ের মত চলতে শুরু করল। ট্র্যাক ধরে ডেনিস রিচির বাড়ির পথে যতই এগোচ্ছে দলটা, ওর ভেতর গ্লানিবোধ ততই বেড়ে চলেছে। দীর্ঘ চলার পথে মাত্র একবার মুখ খুলল কুইন্সি। 'র‍্যাঞ্চ

www.boiRboi.blogspot.com

থেকে অনেক ঘুরপথে এসেছ তুমি, মিস্ অ্যানি!' কোন জবাব দেবার চেষ্টা করল না ও।

অবশেষে বিকেলে পৌঁছল ওরা ডেনিসের বাড়ি। শ্যাক থেকে শখানেক গজ দূরে কটনউড সারির নিচে থামল কুইন্সি। সেখান থেকে রিচির দরজা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে অ্যানির ট্র্যাক। চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখে ভুরু তুলে বলল কুইন্সি, 'ডেনিস বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।' কপাল কুঁচকে মুহূর্তের জন্যে ভাবল অ্যানি। 'আচ্ছা! সে কথা আগে জিজ্ঞেস করলেই তো হত, ডেনিসের ফেরার খবর পেয়েই তো দেখা করতে এসেছিলাম ওর সাথে, সে কথা বলে দিতাম।'

'মনে হয় না তুমি জানাতে। যাক সে কথা, বিল, আমার সাথে এসো, কোরালের দিকটা দেখি গিয়ে। কেনেথ, মিস্ অ্যানির ওপর নজর রেখো।' বিল হার্ডিকে নিয়ে দূর দিয়ে ঘুরে কোরালের দিকে এগোল কুইন্সি। মাত্র খানিকটা এগিয়েছে, অমনি শ্যাকের পেছনের জানালা দিয়ে গর্জে উঠল ডেনিসের উইনচেস্টার। ভয় পেয়ে কুইন্সির ঘোড়া পেছনের পায়ের ওপর সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল, সামলে ওঠার আগেই স্যাডল থেকে পড়ে গেল লোকটা।

আর ভান করা অর্থহীন। সজোরে স্পার দাবিয়ে শ্যাকের দিকে ঘোড়া ছোটাল অ্যানি। 'অ্যাই!' চেঁচিয়ে উঠল বেঞ্জামিন। অ্যানিকে আচমকা ছুটতে দেখে ধড়মড় করে উঠেই সিক্সগান বের করে ফেলল কুইন্সি। পেছনে ওটার কক্ করার শব্দ কানে গেল অ্যানির। এদিকে সঙ্গীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ওর বাহু চেপে ধরল বিল, কিন্তু ঠেকাতে পারল না, অ্যানির ঘোড়ার সামনেই তুষার ছিটিয়ে শ্যাকের লগে ঠক্ করে বিঁধল বুলেটটা। ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে আগেই ঝুলে পড়েছে অ্যানি, শ্যাকের কোণায় পৌঁছতেই হাত ছেড়ে দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, দরজা লক্ষ্য করে দৌড় দিল।

দু'পা এগোতেই দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ঢুকে পড়ল ও।

গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ফ্যারেলের। কনুইতে ভর দিয়ে ঘাড় তুলে দুজনকে দেখল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে। জানালার পাশ থেকে অ্যানিকে বলে উঠল বৃদ্ধ, 'দরজা বন্ধ করে রাইফেল নাও! জলদি!'

ষোলো

পেছনের জানালায় অ্যানি আর সামনের জানালা থেকে ডেনিস, দু'জনে একনাগাড়ে গুলি চালাতে শুরু করল। গুলির তোড়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো শত্রুর দল। ড্যানিয়েল হীথ পেছনের নিচু ব্লাফের দিকে সরে গেল। অনেকক্ষণ পর রিচি ও অ্যানি খানিক বিশ্রামের জন্যে যে যার জানালার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল।

'কুইন্সি, না?' প্রশ্ন করল ফ্যারেল।

'হ্যাঁ। সাথে প্যাটারসন, ড্যানিয়েল, বেঞ্জামিন আর বিল হার্ডিও আছে,' তিক্ত গলায় বলল অ্যানি।

'আমারই দোষ। এখানে কেন যে এলাম!' সখেদে বলে উঠল যুবক।

'কপালের লিখন,' শুকনো গলায় বলল রিচি। 'তোমার কিছু করার ছিল না।' অ্যানির দিকটা দেখার জন্যে উঠে পেছনের জানালায় গিয়ে উঁকি দিল সে, অ্যানি এসে ফ্যারেলের পাশে দাঁড়াল।

'আমি উঠব,' বলল যুবক।

'না!' ওরা দুজনে একসাথে চেঁচিয়ে উঠল।

www.boiRboi.blogspot.com

'খেয়ে দেয়ে সারাদিন ঘুমিয়েছি,' দুর্বল কণ্ঠে যুক্তি দেখাতে চাইল ও। 'এখন আমি একদম সুস্থ। তোমরা আমাকে...'

'চোপ্ রও, ছোকরা!' চাপা ধমক লাগাল বৃদ্ধ। 'শুয়ে থাকো চুপচাপ! আমরা ঘোড়ার ঘাস কাটছি না।'

শুয়ে পড়ল ফ্যারেল। নিজের কথা কাউকেই বোঝাতে পারছে না সে। ডেনিসের কাছে কি ব্যাপারটা খেলা মনে হচ্ছে? কেন ওরা বুঝতে চাইছে না কী ভয়ঙ্কর লোক এই কুইন্সি! নিজের ওপরই খাপ্পা হয়ে উঠল টেক্সান। কেন ও সেই রাতে নিশ্চিন্তে মরণ ঘুম ঘুমাল? আর একটা রাত সতর্ক থাকলে তো আজ এ অবস্থায় পড়তে হত না।

বিছানার পায়ের দিকে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যানিকে দেখল ও। মাঝে মাঝে কাছিমের মত জানালার বাইরে মাথা বের করে দেখে নিচ্ছে। একটা বুলেট যদি এই মেয়ের...নাহ্ বিপজ্জনক খেলাটা এখনই বন্ধ করতে হবে। ভেবে একটা পন্থা ঠিক করল ও। 'ডেনিস, এদিকে এসো। ওরা আবার জোরেশোরে শুরু করার আগেই বেনকে বলো, আমি তার হাতে ধরা দিতে প্রস্তুত।'

চট্ করে অ্যানিকে একবার দেখে নিয়ে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে মাথা দোলা ডেনিস। 'গুলির শব্দে ঘুম আসছে না বুঝি? তাহলে কানে আঙুল ভরে দিয়ে ঘুমোও। ম্যালা ভ্যাজর ভ্যাজর শুনতে ভাল লাগবে না আমার।'

রেগে উঠল টেক্সান। গলা চড়িয়ে বলল, 'তোমরা জানো না ও কী ভয়ঙ্কর একরোখা। আমাকে না পেলে একচুল নড়বে না ও এখান থেকে। শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ওকে, মাঝখান থেকে অনর্থক মারা পড়বে তোমরা দু'জন।'

জোরপায়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল অ্যানি, রাগে ফুঁসছে। 'তাই আমরা নিজেদের মাথা বাঁচাতে তোমার গলাটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরব, তাই বলতে চাইছ তুমি?'

www.boiRboi.blogspot.com

ভ্রূক্ষেপ না করে ডেনিসকে বলল ফ্যারেল, 'তাহলে ওদের বলো, মিস অ্যানি যাবে, ওরা যেন তাকে বাধা না দেয়।'

'না!' সাথে সাথে বলল ও। 'আমি যাচ্ছি না।'

'যা বলছি করো!' রেগে উঠল ফ্যারেল।

'আমি যাব না! যদি জোরাজুরি করো, তাহলে বাইরে গিয়ে সোজা ওদের দিকে গুলি চালাতে শুরু করব আমি।'

চেহারায় অসহায় ভঙ্গি ফুটিয়ে শ্রাগ করল ডেনিস। ভাবখানা, আমার কি দোষ! ঘুরে নিজের জায়গায় চলে গেল। ফ্যারেলের দিকে খানিকক্ষণ স্থির, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অ্যানিও নিজের জায়গায় দাঁড়াল গিয়ে।

নিজেকে অভিশাপ দিতে শুরু করল ফ্যারেল। এখন হোক বা একটু পর, কুইন্সি যা চাইছে তা ঘটাবেই, জানে ও। কিন্তু নিজের জন্যে এদেরকে সে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। কুইন্সির মানসিক অবস্থা বোঝাতেই হবে ডেনিসকে, সব হারিয়ে এখন নিজের জীবনেরও পরোয়া নেই লোকটার। যার জন্যে তার আজ এই দশা, তাকে সে কিছুতেই ছাড়বে না।

শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ডেনিস, তোমার সাথে কথা বলতে চাই। একা।' বাইরে তখন সন্ধে ঘনিয়েছে। আবছা আঁধারে রিচি ও অ্যানি পরস্পরের দিকে তাকাল। খানিক ইতস্তত করে মেয়েটির দিকে মাথা ঝাঁকাল ডেনিস, 'স্টোরে ঢুকে পড়ো, কি আর করবে!'

রূম সংলগ্ন এক চিলতে জায়গা ঘিরে তার স্টোর রূম। খুবই ছোট। প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানান জিনিসে ঠাসা। বেজার মুখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল ও। বাইরে এক নজর চোখ বুলিয়ে বিছানায় এসে বসল ডেনিস। 'বলো, কি বলবে।'

'ওকে এখান থেকে বের করতে হবে আমাদের।'

'ও যাবে না, শুনেছ তুমি।'

'তুমি বুঝিয়ে বললে যাবে।'

'মেয়েদের ব্যাপারে তুমি দেখছি খুবই কাঁচা। কি করে বুঝলে ও তোমার টানেই ফিরে আসেনি?'

ধীরে ধীরে কম্বল সরাল ফ্যারেল, ডেনিসের চোখের দিকে তাকিয়ে ভরাট গলায় বলল, 'ভুল বুঝে বসে আছ তুমি, ডেনিস। আমি ওর বাবাকে সাহায্য করেছি, তাই ও আমাকে সাহায্য করতে চাইছে। এরমধ্যে অন্য কিছু নেই। আমি বলছি তোমাদের, আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই। দয়া করে ওকে নিয়ে চলে যাও তুমি। প্লীজ, আমার অনুরোধ রাখো। আমাকেই আমার লড়াই লড়তে দাও, ডেনিস!'

দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'অ্যানি!' হাঁক দিয়েই নিজের জানালায় চলে গেল। ক্ষুব্ধ হয়েছে ভীষণ। বেরিয়ে এসে তাকে বলল অ্যানি, 'এবার তুমি একটু ভেতরে যাও। আমি কথা বলব ওর সাথে।' লোকটা স্টোরে ঢুকতে বিছানার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসল মেয়েটি। ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'দেয়ালটা পাত্‌লা, ডিক, আমি সব শুনেছি।'

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হলো যুবকের। এত কম আলোয় ওর মুখ ভাল দেখতে পাচ্ছে না, শুধু অনুভব করছে। ওর হাত দুটো মুঠো করে ধরে গাঢ় স্বরে বলল, 'অ্যানি, ধরে নাও কিছু শোনোনি তুমি। তুমি যা ভাবছ, তা ঠিক নয়। ছন্নছাড়া জীবন আমার। বন্দুক আর বারুদের গন্ধ ছাড়া আমার জীবনে কোন সঞ্চয়ই নেই। এমন এক বোঝা বইবার জন্যে কোন মেয়েকে বলতে পারি না আমি। এখনও সময় আছে, তুমি যাও এখান থেকে। সুন্দর জীবন অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে, আমার কথা...'

'থামবে তুমি? ভারি বকবক করতে পারো তো!' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেই ওর হাত ধরল। তারপর মুখ আরও কাছে এনে বলল, 'আমি বাচ্চা মেয়ে নই, ডিক। আমি জানি আমি কি করছি, কেন করছি। এবার একটু বিশ্রামের চেষ্টা করো দয়া করে। তোমার শক্তি

দরকার, নইলে শত্রুর মোকাবেলা করবে কিভাবে? আমি আর ডেনিস...'

শেষ করতে পারল না ও, তার আগেই পরপর কয়েকটা গুলি ছুটে এল, ফ্যারেলের মাথার ওপরের জানালার কাঁচ গুড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। একলাফে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল ডেনিস, হাতের উইনচেস্টার নিয়ে পরের লাফে নিজের পজিশনে পৌঁছে গেল। অ্যানিও জায়গায় ফিরে জবাব দিতে শুরু করল। হঠাৎ করেই থেমে গেল বাইরের গুলির শব্দ। একটুপর ভেসে এল কুইন্সির গলা। 'ফ্যারেল! ফ্যারেল! আমি তোমার সাথে কথা বলব!'

'ফ্যারেল এখানে নেই!' পাল্টা চেঁচিয়ে বলল ডেনিস।

'তুমি মিথ্যে বলছ, ডেনিস! ও ভেতরেই আছে। কোরালে ওর ঘোড়া দেখেছি আমি!'

'আমিই রেখেছি ওটা। আমার সাথে কোন কাজ আছে তোমার?'

'ওকে বলো, আমি সারেন্ডার করার সুযোগ দেব ওকে!'

'সে এখানে নেই, বলেছি তোমাকে!'

রাগে চিৎকার করে উঠল কুইন্সি। 'ওকে বলো, তিন মিনিট সময় দেব আমি, তারপর শহরে যাব শেরিফ আর ডেপুটিকে ডেকে আনতে!'

নিঃশব্দে পেরিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তগুলো। কয়েক সেকেন্ড পর কথা বলল ফ্যারেল, 'ও ঠিকই যাবে। বড় ধরনের ঝামেলা বাধিয়ে ছাড়বে।'

অ্যানি বিছানার পাশে এগিয়ে এসে বলল, 'যাক না ও শেরিফের কাছে, ডীন নিশ্চই কাউকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুলি খেতে দেখবে না!' কিন্তু ফ্যারেল জানে শেরিফকে কিছুই দেখতে হবে না, বেন কুইন্সি সুযোগ তৈরি করে নেবে। লোকটার প্রতিহিংসা সম্পর্কে ও যতটা জানে, আর কেউ তা জানে না।

www.boiRboi.blogspot.com

তিন মিনিট পর আবার চিৎকার করল কুইন্সি, 'আসছ তুমি, ফ্যারেল?'

'না!' চেঁচিয়ে জবাব দিল ডেনিস রিচি। কান পেতে রইল সবাই। একটুপরই শুনতে পেল ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ, দূরে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

এরপর তার দলের অন্যেরা কোরাল আর কটনউডের দিক থেকে মাঝে মধ্যে একটা দুটো গুলি করে নিজেদের উপস্থিতি জাহির করতে থাকল। দু'দিকের জানালা দিয়ে রিচি-অ্যানি তার জবাব দিতে থাকল। ঘরের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। মাঝে মধ্যে জানালায় ওদের দু'জনের কাঠামো ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ফ্যারেল। নতুন একটা সিদ্ধান্ত নিল ও। সাবধানে একটু একটু করে উঠে বসল। ক্ষতস্থানটা খচ্‌খচ্ করে উঠল। ব্যথা না কমা পর্যন্ত ঝিম মেরে বসে থাকল ও, তারপর আরও সাবধানে পা টেনে ফ্লোরে নামল, খাটের বাজু ধরে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। চামড়ায় টান পড়ে জ্বালা করে উঠল ক্ষত, কিন্তু এবার বিশেষ পাত্তা দিল না টেক্সান। দেহের ওপরের অংশ ধীরে ধীরে নাড়িয়ে মন শক্ত করল। পারবে সে, নিজেকে শোনাল, সহ্য করতে পারবে। নিশ্চই পারবে।

উত্তেজনার কারণে প্রথমবার বিছানার দিক থেকে খস্ খস্ শব্দ শুনেও আমল দেয়নি অ্যানি। কিন্তু আবারও শব্দ কানে যেতে ডেকে উঠল, 'ডিক!'

'এই যে!'

দ্রুত বিছানার দিকে এগোল ও। আবছাভাবে ডিককে দাঁড়ানো দেখে বিস্মিত হলো। 'ডিক, নেমে এসেছ কেন?'

'আর শুয়ে থাকতে চাই না, তাই।' ওর বাহু চেপে ধরল ডেনিস, ভদ্রভাবে হাতটা সরিয়ে দিল যুবক। ওর আশঙ্কা ছিল অ্যানি বাধা দেবে, কিন্তু তেমন না ঘটায় হাঁপ ছাড়ল। কিছু একটা আন্দাজ

www.boiRboi.blogspot.com

করল মেয়েটি। স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে, ডিক?'

'কুইন্সির সাথে আমাকে কথা বলতে হবে। সান ডাস্ট গেছে ও, আমিও যাচ্ছি।'

তীব্র প্রতিবাদ করল বৃদ্ধ, ফেরাতে চাইল ওকে, কিন্তু ডিক সিদ্ধান্তে অটল। 'আমি বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টা পর বেঞ্জামিনকে ডেকে বলবে, তোমরা আর ফাইট করতে রাজি নও। খুঁজতে এসে আমাকে না পেলে তোমাদের কিছু বলবে না ওরা।'

'হেঁটে যাবে নাকি সান ডাস্ট?' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। 'ঘোড়া পাবে কোথায়, কোরালের পাশেও তো বসে আছে ওরা।'

'অ্যানিরটা ছাড়া আছে না? শুয়ে শুয়ে ওটার হাঁটার শব্দ শুনেছি আমি। ওটাকেই নিয়ে যাব।'

যুক্তি খুঁজে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'অ্যানি, ওকে যেতে দেবে, তুমি?'

'হ্যাঁ দেবে।' তাড়াতাড়ি বলল ডিক। ওর ভয় হলো অ্যানি হয়তো বাধা দেবে। কিন্তু দিল না। শান্তভাবে কেবল বলল, 'তোমাকে যেতেই হবে, ডিক?'

কৃতজ্ঞ হলো যুবক। 'হ্যাঁ, যেতেই হবে। শেরিফের জন্যে এখানে বসে থাকা আমার জন্যে পরাজয়েরই শামিল হবে। দেখো, পরিস্থিতি যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে হয় কুইন্সি নয় আমি, দুজনের একজনকে মরতেই হবে। কিন্তু কুইন্সির ভয়ে লুকিয়ে থাকতে রাজি নই আমি, তাই যেতেই হবে। ও আমাকে ধরার আগে আমিই ধরব ওকে।'

চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা ছাড়ল অ্যানি। এগিয়ে এসে ডিকের বুকে মাথা রাখল। দুই বাহু দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল যুবক। চুলের মিষ্টি ঘ্রাণ টেনে বুক ভরল, অনুভব করল ওর উষ্ণতা। অ্যানি দু'হাতে ডিকের মাথা ধরে নিজের মুখের কাছে নামিয়ে আনল। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপর ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে পিছিয়ে গেল। অন্ধকারে ওর

মুখ দেখতে পেল না যুবক।

যখন নিশ্চিত হলো গলা দিয়ে শব্দ বেরোবে, তখন কথা বলল, 'আমার একটা পিস্তল চাই।'

নিজের গান ও বেল্ট ওকে দিয়ে দিল বৃদ্ধ। কোমরে বেঁধে নিল ওটা টেক্সান। ধীর পায়ে এগোল দরজার দিকে, পাঁজরের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করল না। অনুভব করল সামনেই কোথাও দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি। ডিক জানে, এখন ও কথা বলবে না। অন্য ধরনের মেয়ে ও।

সাবধানে দরজা খুলে মাথা বাড়াল ডিক। তীক্ষ্ণচোখে চারদিক দেখে নিয়ে ডেনিসকে বলল, 'আমি তোমার জানালা পার হয়ে শ্যাকের কোণায় দাঁড়ালে কোরালের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে। পাল্টা গুলি না আসা পর্যন্ত থামবে না। তারপরও থেমে থেমে কিছুক্ষণ চালিয়ে যেয়ো।' শ্যাকের দেয়াল ঘেঁষে চলার জন্যে এখন দেখা না গেলেও বরফের ওপর দিয়ে কটনউডের দিকে ফাঁকা জায়গা পার হবার সময় ওকে ঠিকই দেখে ফেলবে কোরালের কাছে পজিশন নিয়ে থাকা লোক দুটো, জানে ও। ডেনিসের পাল্টা গুলি ছোঁড়ার সময় গান মাজ্‌লের ঝল্‌কানি সাময়িকভাবে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দেবে ওদের, এই সুযোগটা নেবে টেক্সান।

বেরিয়ে পড়ল ও। দেয়াল ঘেঁষে পেছন দিকে সাবধানে এগোল। জায়গামত পৌঁছে তাকাল কটনউডের দিকে। অ্যানির ঘোড়াটা ওখানেই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফ্যারেলের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ডেনিস রিচি। একটানা প্রায় ডজন খানেক গুলির পর জবাব আসতে শুরু করল। সেদিকে একচোখ রেখে কটনউডের দিকে এগিয়ে গেল ডিক। প্রথম গাছটার আড়ালে পৌঁছে দাঁড়াল, বুঝল কেউ দেখেনি ওকে। কিছু দূরে ঘোড়াটা দেখতে পেয়ে এগোল। দু'মিনিট পর সান ডাস্টের দিকে ছুটল ও।

www.boiRboi.blogspot.com

গুলি চালাবার ফাঁকে ফাঁকে অ্যানির ফোঁপানো আর নাক টানার শব্দ কানে গেছে ডেনিসের। কাঁদছে মেয়েটি। বৃদ্ধের নিজের মনও ভাল নেই। অ্যানি চাইলেই তো ফেরাতে পারত ছেলেটাকে, এখন কেঁদে কি হবে? ভাবছে সে। ছেলেটারই বা কি এত জরুরী ছিল সব অনুরোধ পায়ে দলার? এসব ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না ডেনিস। তা না বুঝুক, কিন্তু তার সাফল্য কামনা করে প্রার্থনা করতে ভুল হলো না। আধঘণ্টা পর উঠে অ্যানির পাশে চলে এল সে, ওর মাথায় হাত রেখে বলল, 'তুমি তৈরি?'

'হ্যাঁ।'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাঁক ছাড়ল সে, 'বেঞ্জামিন! আমরা বাইরে আসছি। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? বাইরে আসছি আমরা দু'জন! ঠিক আছে?'

সম্মতি পেয়ে লণ্ঠন ধরাল ডেনিস, তারপর খুব দ্রুত ঘর থেকে ডিকের সব চিহ্ন সরিয়ে ফেলল দু'জনে মিলে। কাজটা সেরে অ্যানিকে নিয়ে আলো হাতে ইয়ার্ডে এসে দাঁড়াল।

বিল হার্ডি আর কেনেথ বেঞ্জামিন এগিয়ে এল। বেঞ্জামিন গলা চড়িয়ে বলল, 'সার্চ করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে তোমরা!' বেশ সময় নিয়ে ভেতরটা সার্চ করে শুকনো মুখে বেরিয়ে এল ড্যানিয়েল আর প্যাটারসন। 'সন্তুষ্ট তোমরা?' প্রশ্ন করল ডেনিস।

'সে নেই ভেতরে,' হতাশ কণ্ঠে বলল ড্যানিয়েল।

'কখনোই ছিল না!' সামান্য বিরতি দিল ডেনিস। 'লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে, ভেতরে যাচ্ছি আমি।' কেউ বাধা দিল না, বরং চুপচাপ পেছন পেছন কেবিনে এসে ঢুকল। ভেতরে ঢুকে সবার দিকে কড়া চোখে তাকাল ডেনিস। 'একটা মেয়ে আর বুড়োর দিকে গুলি চালাতে বাধেনি, এজন্যে বীরত্বের মেডেল পাওয়া উচিত তোমাদের।'

'ফ্যারেল কোথায়?' গরম হয়ে বলল প্যাটারসন।

পারলে যেন কাঁচা চিবিয়ে খায়, এমনভাবে তাকে দেখল ডেনিস। খেঁকিয়ে উঠল, 'কোন শালা জানতে চায়? কুইন্সি?' থতমত খেয়ে পিছিয়ে গেল এজেন্ট। বাকিরা মাথা দুলিয়ে সায় দিল। 'জানতাম আমি,' বিদ্‌ঘুটে হাসি দিল বৃদ্ধ। পরমুহূর্তে গম্ভীর করে তুলল চেহারা। 'আমার মত তোমরাও ওই বজ্জাতটার কথায় নেচেছ। ওকে আমাদের সব ভালমন্দ দেখার এমনকি হুকুম দেবারও মালিক বানিয়েছ। এখন কার কি অবস্থা?'

কেউ একজন অস্বস্তি কাটাতে নড়েচড়ে দাঁড়াল। আবার বলে উঠল ডেনিস, 'আমার অবস্থা দেখো, একটাই ছেলে ছিল। কুইন্সি বেজন্মার তালে নেচে তাকে হারিয়েছি—শেষ হয়ে গেছে আমার সব। তোমরাও শেষ।' দম নিয়ে হার্ডির দিকে তাকাল সে। 'বাড়িঘরের সাথে সম্পর্ক নেই কতদিন?'

ইতস্তত করে বলল লোকটা, 'এক সপ্তা হবে।'

'বাড়ি যাও তাহলে, দেখে এসো। তোমার বার্ন পুড়ে সাফ। জানতে চাও কাজটা কার? জো বাগনারের, তোমাদের নেতা যাকে ডেপুটি বানিয়েছে। রিমের ওপর থেকে আমি দেখেছি তাকে আগুন ধরাতে। কুইন্সির ভাড়াটে লোক তারই নিজের লোকের সম্পদ পুড়িয়ে দিচ্ছে, এর অর্থ কি কিছু বোঝো তোমরা?'

হাত দিয়ে ঝাপটা মারল রিচি, 'বেরিয়ে যাও আমার এখান থেকে। গাধামি দেখে দেখে অসুস্থ লাগছে আমার। যাও, বেরোও সব, হাবার দল!'

লোকগুলোর মাথা নিচু করে চলে যাওয়া পর্যন্ত দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল ডেনিস, পরে অ্যানির দিকে ফিরল। 'আমি শহরে যাচ্ছি, যাবে তুমি?'

'যাব,' শান্ত গলায় বলল মেয়েটি। 'পথে লাইমস্টোন হাউসে থামব একবার।'

www.boiRboi.blogspot.com

সতেরো

সান ডাস্ট পৌঁছতে সময় বেশি লেগে গেল ফ্যারেলের। রাত ততক্ষণে বেশ গভীর হয়েছে। সেলুন, হোটেল আর ফীড স্টেবল ছাড়া আর সব বাতি নিভে গেছে শহরের। শেরিফ ডীন আর্থারের অফিসেও আলো নেই। ঘোড়া থামিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও ভেতর থেকে কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে চিন্তায় পড়ল টেক্সান, তবে কি ও বেশি দেরি করে ফেলেছে? দেরি তার কিছুটা হয়েছে, সন্দেহ নেই। ঝাঁকির সাথে মানিয়ে ছুটতে হয়েছে, নইলে সুস্থ অবস্থায় এতদূর আসতেই পারত না। বেন কুইন্সির সাথে জীবনের শেষ মোকাবেলা করতে বেরিয়ে পথেই অসুস্থ হয়ে পড়তে চায়নি ও।

মেইন স্ট্রীটের দুটো সেলুনেই আলো জ্বলছে। বেলা ইউনিয়নের হিচ রেইলের পাশে ঘোড়া থামাল ফ্যারেল। আরও তিনটে ঘোড়া বাঁধা আছে রেইলে। নেমে পড়ল সে, নিজের ঘোড়া বাঁধল। সামনের বাইরেরদিকের জানালা দিয়ে চৌকোমত যে আলোটুকু বাইরে আসছে, তাতে অন্ধকার আরও গাঢ় লাগছে। ঘোড়াগুলো চেনা যাচ্ছে না। তৃতীয় ঘোড়াটার বগলের কাছে হাত দিয়ে ঘাম টের পেল টেক্সান। ওটার বাঁ নিতম্ব স্পর্শ করে কুইন্সির ব্র্যান্ড অনুভব করল।

বেলা ইউনিয়নের দিকে তাকাল সে, তারপর প্ল্যাঙ্কওয়াক মাড়িয়ে ওপরে উঠে এল। জানালার দিকে এগোল পা টিপে টিপে,

কাঁচের ওপর দিয়ে সাবধানে ভেতরে তাকাল। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টেন্ডারের সাথে পান করছে কুইন্সি আর ডেপুটি জো বাগনার। পিছিয়ে এল ফ্যারেল। নিশ্চল দাঁড়িয়ে ফাইটের সুবিধে অসুবিধেগুলো নিয়ে ভাবতে থাকল। কুইন্সি আর বাগনারকে একসাথে মোকাবেলা করতে সমস্যা হবে না। কিন্তু দুর্ভাবনার ব্যাপার হচ্ছে শেলফের সাথে ঝোলানো বারটেন্ডারের ভয়ঙ্কর শটগানটা। ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নিল যুবক। ভেতরে ঢুকবে সে, প্রথমে কুইন্সির হিসেব চুকাবে, তারপর যা হয় হবে।

এক রাইডারের এগিয়ে আসার শব্দে ফিরে তাকাল টেক্সান। বেলা ইউনিয়নের সামনে ঘোড়া পুরোপুরি থামার আগেই লাফিয়ে নামল সে। রেইলের সাথে লাগাম কোনমতে পেঁচিয়ে প্ল্যাঙ্কওয়াকে পা রেখেই থমকে গেল ফ্যারেলের ওপর নজর পড়তে। বিল হার্ডি! লম্বা সময় ডিকের দিকে তাকিয়ে থাকল নেস্টার। ব্যাপারটা ফ্যারেল কিভাবে নেবে বোঝার চেষ্টা করল, তারপর চাপা কণ্ঠে বলল, 'আছে ও ভেতরে?'

'কুইন্সি? আছে।'

'আমি বাগনারের কথা বলছি।'

'আছে।'

'ভেতরে যাচ্ছি আমি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল হার্ডি।

'না, তুমি যাবে না!' বলল টেক্সান। 'আমার পথ থেকে দূরে থাকো, বিল। তোমাদের সাথে আমার কোন লড়াই নেই। সরে যাও তুমি।' দরজার দিকে পা বাড়াল।

'একটু দাঁড়াও,' ওর হাত টেনে ধরল হার্ডি। 'বার্নির সাথে খাতির আছে কুইন্সির। তাকে নিয়ে ওরা তিনজন এখন ভেতরে, বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না তুমি।' একটু থেমে নিজেকে তিরস্কারের সুরে বলল নেস্টার, 'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম বলে এতদিন ফাঁকটা ধরতে পারিনি, কিন্তু এখন পারছি। সবকিছু পরিষ্কার হয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

গেছে আজ আমার কাছে। তোমার মত আমারও কিছু হিসেব মেটানোর ব্যাপার আছে। তোমার কথা শুনলেই বেরিয়ে আসবে কুইন্সি, তখন ওর সাথে তুমি তোমার হিসেব চুকিয়ে ফেলো, বাকি দুটোকে আমি সামাল দেব।'

হার্ডির কথা মনে ধরল ফ্যারেলের। লোকটাকে বিশ্বাস করার ঝুঁকি নিতে তৈরি হলো সে। 'ঠিক আছে, ওকে বলো আমার কথা। যদি বাইরে না আসে, আমি ভেতরে যাব।'

নিঃশব্দে মাথা দোলাল হার্ডি। ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজা খোলার শব্দে কুইন্সি-বাগনার একযোগে ঘুরে তাকাল। হার্ডিকে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল কুইন্সির। হাতের গ্লাস কাউন্টারে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'তোমাকে না ডেনিসের ওখানে রেখে এসেছিলাম, বিল?'

'বাইরে ফ্যারেল তোমার অপেক্ষায় আছে,' শান্তভাবে বলল হার্ডি।

কঠিন হয়ে উঠল কুইন্সির চেহারা। সতর্ক হয়ে উঠল। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফ্যারেল! বাইরে…?'

'হ্যাঁ। তোমার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।'

ক্রুর হাসি ফুটল কুইন্সির মুখে। 'খুব ভাল একটা খবর শোনালে। যাই, বোঝাপড়াটা সেরে আসি এইবেলা।' গানবেল্ট টেনেটুনে ঠিক করে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। দেখাদেখি বাগনারও হাঁটা ধরল, তবে তার সঙ্গে নয়, পেছন দরজার দিকে।

পাশ কেটে কুইন্সি বেরিয়ে যেতে কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়াল বিল হার্ডি। 'বার্নি, তোমার শটগানটা দাও তো!'

ওকে কুইন্সির লোক বলে জানে বারকীপার, তাই বিনাপ্রশ্নে অস্ত্রটা নিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল। থাবা দিয়ে ওটা তুলেই পেছন দরজা দিয়ে পলকে বেরিয়ে গেল হার্ডি।

'অ্যাই, ওদিকে কোথায় যাও!' অনিশ্চিত শোনাল নিকোলা

বার্নির গলা। কিন্তু ততক্ষণে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে নেস্টার। দুটো ঘরের মাঝের তিন ফুটমত সঙ্কীর্ণ প্যাসেজের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেইন স্ট্রীটে ডেপুটিকে দেখতে পেল, বোর্ডওয়াকের দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে। শট্গান তুলল বিল, ধৈর্যের সাথে উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকল। বজ্জাতটা উঠে পড়েছে বোর্ডওয়াকে, ডানে এক পা সরল, আবার এক পা পিছিয়ে এল। তারপর অস্ত্র বের করল।

যত্নের সাথে শট্গানের সাইট ঠিক করল হার্ডি। চোখের সামনে ভেসে উঠল মেয়ের চেহারা—রাগ, দুঃখ, ঘৃণা আর লজ্জায় কাঁদছে কুকুরটিকে জড়িয়ে বসে। দাঁতে দাঁত চাপল নেস্টার, শট্গান লক্ষ্যে সম্পূর্ণ স্থির।

প্ল্যাঙ্কওয়াক থেকে নেমে ধুলোয় ভরা স্ট্রীটের মাঝখানে এসে দাঁড়াল টেক্সান, নজর বেলা ইউনিয়নের দরজার ওপর সেঁটে আছে। একটু পরই খুলে গেল দরজাটা। সেখানে এসে দাঁড়াল কুইন্সি। পেছন থেকে আসা আলোয় বিশাল ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছে ওকে। দরজা ছেড়ে প্ল্যাঙ্কওয়াক ধরে এগোল সে, নিচে নেমে এল। লোকটাকে দেখামাত্র দেহের প্রতিটি পেশী শক্ত হয়ে উঠল টেক্সানের। তীব্র ঘৃণা আর রাগে কুঁচকে উঠল চেহারা। স্থির, অচঞ্চল চোখে তার নড়াচড়া লক্ষ করতে থাকল।

শুকনো গলায় বলে উঠল কুইন্সি, 'তোমাকে দেখে খুবই আনন্দ লাগছে আমার, ফ্যারেল।'

'আমারও,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও। ঠিক সেই মুহূর্তে শট্গানের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সান ডাস্টের রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। একটু দূরে বোর্ডওয়াক থেকে উড়ে এসে স্ট্রীটের ওপর ধপাস্ করে আছড়ে পড়ল জো বাগনার, দুটো গড়ান দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে স্থির হয়ে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

'তুমি এতিম হয়ে গেলে, বেন!' বলল ফ্যারেল।

পাশার ছক উল্টে গেছে বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না কুইন্সির। শট্গান যার হাতেই থাক, সে যে এখন ফ্যারেলের পক্ষে তাতে কোন সন্দেহ রইল না। নষ্ট করার মত সময় নেই বুঝতে পেরে কোনাকুনি এগোতে শুরু করল সে টাই রেইলের দিকে। ডানহাত হোলস্টারের দিকে এগোচ্ছে, ভেতর থেকে দ্রুত কাজ সারার জরুরী তাগিদ আসছে। এক ঝট্কায় পিস্তল বের করেই ট্রিগার টেনে দিল সে।

লোকটাকে নড়তে দেখার সাথে সাথে ডিকের হাতও হোলস্টারে পৌঁছে গেল। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল অস্ত্র, সেই সময়ই সত্রাসে গুলি করল কুইন্সি। তার গান মাজ্লের ঝল্কানি লক্ষ্য করে ট্রিগারে চাপ দিল ডিক, দুটো গুলি ফুটল প্রায় একইসঙ্গে।

উড়ে গেল কুইন্সি, টাই রেইলের ওপর পড়ে একমুহূর্ত ঝুল খেল, তারপর ওটাকে উপড়ে নিয়ে মাটিতে পড়ল হুড়মুড় করে। পড়েই আবার উঠল সে, রেইল ধরে নিজেকে উঁচু করে আবার গুলি করল। কিন্তু কোনদিকে গেল গুলিটা বোঝা গেল না। টলে উঠল কুইন্সি। অবশিষ্ট শক্তি, ঘৃণা ও প্রতিহিংসা জড়ো করে নিশানা ঠিক করতে চাইল, কিন্তু পারল না। রেইল ধরে রাখা হাতের থাবা আল্গা হয়ে গেল। চিৎ হয়ে পড়ল মাটিতে। প্রচণ্ড আক্ষেপে দেহটা একবার মুচড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল।

ফ্যারেলের সাথে বিল হার্ডিও এগিয়ে গেল রেইলের কাছে। পড়ে থাকা নিথর লোকটাকে দেখল। বোর্ডওয়াকের ওপর দিয়ে কারও দৌড়ে আসার শব্দে মুখ তুলল যুবক। শেরিফ ডীন আর্থার। কাছে এসে ঝুঁকে কুইন্সিকে দেখল সে, তারপর সোজা হলো।

'ফ্যারেলের কোন দোষ নেই, আমি সাক্ষী।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল বিল হার্ডি। 'আর হ্যাঁ, তোমার ডেপুটিও মরে পড়ে আছে, বেজম্মাটাকে আমিই খুন করেছি।'

অন্য সেলুনে পান-আলাপে মশগুল দু'চারজন ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। বাতি নিয়ে এসেছে নিকোলা বার্নি, বিস্মিত চোখে দেখছে ফ্যারেল আর হার্ডিকে। ওদের গান দুটো তুলে নিয়ে নির্দেশ দিল শেরিফ, 'অফিসের দিকে চলো।'

অন্ধকারে অফিসের তালা খুলছে ডীন আর্থার, তখনই তিন রাইডার এসে থামল সামনের রাস্তায়। ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বেলে ওদের দুজনকে ডাক দিল শেরিফ। ফ্যারেল দাঁড়িয়েই রইল, দেখাদেখি বিলও। দেরি দেখে আলো নিয়ে বেরিয়ে এল শেরিফ। হীথ, বেঞ্জামিন আর প্যাটারসন তখন ঘোড়া বাঁধছে টাই রেইলে। এগিয়ে এসে বেঞ্জামিন প্রশ্ন করল শেরিফকে, 'কুইন্সি কোথায়?'

'মারা গেছে!' গম্ভীর গলায় বলল শেরিফ।

লোকগুলোর দিকে তাকাল টেক্সান। 'তোমরা ভেতরে এসো। কিছু কথা আছে, তোমাদের শোনা দরকার।'

ড্যানিয়েল দ্রুত এগিয়ে এল, কিন্তু প্যাটারসন দাঁড়িয়ে থাকল গ্যাট হয়ে। এগিয়ে গেল টেক্সান। 'তোমাকে মুখে বলব না, প্যাটারসন, বলব হাতে,' বলেই লোকটার বেল্ট ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে দরজার সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কাজটা সেরে সবার দিকে চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে তাকাল ফ্যারেল। আর কেউ দূরে থাক, এমনকি শেরিফ পর্যন্ত কোন কথা বলল না। প্যাটারসন উঠে দাঁড়াল। ধুলোবালি মেখে ভূত। মুখে রা নেই, কাঁপছে অল্প অল্প। 'ভেতরে ঢোকো,' কড়া গলায় বলল ফ্যারেল।

শেরিফের চেয়ারে লোকটাকে ঠেসে ধরে বসাল ও। তারপর সবার উদ্দেশে বলল, 'ভাল করে একে দেখো তোমরা। এই সেই লোক, যার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত লাভের জন্যেই তোমরা লেগেছিলে জন শেফার্ডের বিরুদ্ধে।'

'মানে?' বিস্মিত চোখে প্রশ্ন করল ডীন আর্থার।

ধীরে ধীরে সব বলতে শুরু করল ডিক ফ্যারেল। কুইন্সির সাথে

মিলে লোকটার ষড়যন্ত্র, নেস্টারদের ভুল বোঝানো, ডিকের নিজের সেই দলে যোগ দেয়া, ভুল বুঝতে পেরে শেফার্ড ও অ্যানিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো,কমিশারি-গ্রী ব্রেভসের ঘটনা, একে একে বলে গেল ও।

ওর বলা শেষ হতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এজেন্ট। 'এসব প্রমাণ করতে পারবে না তুমি!' গলা চড়িয়ে বলল সে। 'সব মিথ্যে! বানোয়াট!' একে একে সবার দিকে তাকাল। 'এসব প্রমাণ করতে বলো ওকে!'

মাথা ঝাঁকাল টেক্সান। 'প্রমাণ-টুমান নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি, যা ঘটেছে, যা সত্যি, তা-ই বলেছি। কারও বিশ্বাস করা না করায় আমার কিছু আসবে-যাবে না!' শেরিফের দিকে তাকাল ফ্যারেল। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে, চলে যাব আমি। বিল হার্ডির কথা শুনেছ তুমি, আমি নির্দোষ। আমার হাত থেকে যে গানটা নিয়েছ, ওটা ডেনিস রিচির, তাকে দিয়ে দিয়ো।'

চলে যাবার জন্যে ঘুরতেই জন শেফার্ডকে দেখল ফ্যারেল। দু'হাতে দু'পাশের চৌকাঠ ধরে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝল যুবক, এতক্ষণ ওর কথা শুনছিল র‍্যাঞ্চার। ওখান থেকেই এজেন্টের উদ্দেশে বলল সে, 'তোমার উৎকৃষ্ট টেক্সান বীফগুলোর বোঝা আমাকে আর কতদিন বইতে হবে, প্যাটারসন?'

ঠোঁট ঝুলে পড়ল লোকটার। কথা বলতে পারল না, পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে রইল শুধু। আবার বলতে শুরু করল শেফার্ড, 'ওগুলোর ওপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল গেছে। কাজেই সপ্তা দুই আমার বেসিন রেঞ্জেই থাক, পরে আবার ফেরত পাঠাব সব রিজার্ভেশনে। তোমার কারণে আমার যত লোকসান হয়েছে, সব পুষিয়ে নিতে বেশি দাম হাঁকার অধিকার আমার আছে। আর ওগুলো নেয়া ছাড়া তোমার কোন বিকল্প পথও খোলা নেই। তবু আমি ঠিক করেছি তা করব না। চুক্তির মূল্যই নেব আমি। তবে ফরেস্টে ফেরত

www.boiRboi.blogspot.com

পাঠানোর পর সেগুলোর দায়িত্ব আমি আর নেব না। অতএব তৈরি হও তুমি, ওখান থেকেই বুঝে নেবে সব।'

নেস্টারদের দিকে ফিরল সে। 'তোমরা মনে কোরো না গরু ফরেস্টে পাঠিয়ে বেসিন রেঞ্জের ওপর থেকে আমি আমার দাবি তুলে নিচ্ছি। সবার আগে এই এলাকা আমিই আবাদ করেছি, লাইমস্টোন পরিষ্কার করে র‍্যাঞ্চ বানিয়েছি, কেউ ছিলে না তখন তোমরা। এই সান ডাস্ট ছিল না, শেরিফও ছিল না। উতেদের সাথে এই সেদিন পর্যন্ত একা লড়েছি আমি। আমার কাজের ব্যস্ততার সুযোগ তোমরা একে একে বেসিনে ঢুকে পড়েছ, আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকিয়েছ, রক্ত ঝরিয়েছ। তারপরও আইন আমি নিজের হাতে তুলে নেইনি। কিন্তু আজ আমার একটা প্রশ্নের উত্তর তোমাদের দিতেই হবে। তোমরা নিজে থেকে সরে যাবে সান ডাস্ট ছেড়ে, না আমাকেই সে ব্যবস্থা করতে হবে?'

সঙ্গীদের দিকে পালা করে তাকাল বিল হার্ডি, তারপর বলল, 'আমরাই চলে যাব।'

শেরিফের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'আমি তোমাকে তোমার পদমর্যাদা রক্ষা করে চলার একটা সুযোগ দিতে চাই, আর্থার। আশাকরি তার অমর্যাদা করবে না। এ এলাকায় আর কোন দুষ্কৃতকারী, চক্রান্তকারী, গানম্যান যেন ঢুকতে না পারে, আশ্রয় না পায়, তোমার সহকারী হতে না পারে, সেটা লক্ষ রেখো।'

ডিক ফ্যারেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিল বৃদ্ধ, 'চলে যাচ্ছ বলছিলে না তুমি? কোথায়?'

'টেক্সাস।'

'ঠিক আছে, আগে আমার সাথে চলো।' ঘুরে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার।

তাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল টেক্সান। বোর্ডওয়াক ধরে কয়েক পা যেতে না যেতেই অফিসের ভেতর থেকে হৈ হট্টগোলের শব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনেই, কি ঘটেছে দেখার জন্যে ঘুরল।

www.boiRboi.blogspot.com

দেখতে পেল বিল হার্ডির ভারী প্লাউম্যান বুটের লাথির পর লাথি খেয়ে ভেতর থেকে হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় এসে পড়ল এজেন্ট প্যাটারসন। পরক্ষণে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠেই খিচে দৌড় দিল সে টাই রেইলের দিকে। হ্যাঁচকা টানে লাগাম ছুটিয়ে লাফিয়ে স্যাডলে চড়েই পাগলের মত হাঁটু দিয়ে মারতে মারতে ঘোড়া ছোটাল। এক বুট হাতে তার পেছন পেছন ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছুটে গেল বিল হার্ডি। খিস্তি করছে সমানে। কেনেথ বেঞ্জামিন আর ড্যানিয়েল হীথও অনুসরণ করছে তাকে।

জোরে হেসে উঠেই বুকের পাশে চেপে ধরে উপুড় হয়ে বসে পড়ল ডিক। ঝাঁকিটা একটু বেশিই লেগে গেছে। পাশে এসে ঝুঁকে ওর পিঠে সস্নেহে হাত রাখল র‍্যাঞ্চার। মিনিটখানেক পর ব্যথা কমে এলে সাবধানে উঠে দাঁড়াল যুবক। পাশাপাশি দুজনে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে সামনের দিকে। কয়েক পা গিয়ে থেমে দাঁড়াল শেফার্ড। 'অ্যানি ডাক্তারের চেম্বারে আছে। আমাকে বলেছে তোমাবে সেখানে পাঠিয়ে দিতে।' মুচকে হাসল বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার, আনন্দের, প্রশ্রয়ের হাসি।

এক ঘণ্টা পর।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল ফ্যারেল ও অ্যানি। ক্ষতের ওপর মজবুত করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে ডাক্তার, হাঁটার ঝাঁকিতে এখন আর ব্যথা লাগছে না, স্বচ্ছন্দে নড়াচড়া করতে পারছে ফ্যারেল।

রাস্তায় লাইমস্টোন হাউসের বাকবোর্ড নিয়ে ডেক্সটার ও ন্যান্সিকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো সে। ঘাড় ঘুরিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল। 'কি ব্যাপার, ওরা এত রাতে এখানে?'

মেয়েটি হাসল কি না বোঝা গেল না। মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ।

তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।'

'কোথায়?'

'লাইমস্টোন হাউসে।'

দাঁড়িয়ে পড়ল ফ্যারেল। 'কিন্তু আমি তো...

'টেক্সাস ফিরে যাবে, এই তো?' পূর্ণ চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল অ্যানি।

'হ্যাঁ।'

'না।'

'কি?'

'তুমি যাচ্ছ না।' ডান হাতে ওর কনুই আঁকড়ে ধরল মেয়েটি। 'কাল ন্যান্সি-ডেক্সটারের বিয়ে। তুমি না থাকলে ওরা মনে কষ্ট পাবে। দেখছ না, কত আগ্রহ করে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা?'

'ও,' আমতা আমতা করতে লাগল ফ্যারেল। 'তা...ইয়ে, বেশ তো! একদিন পরেই না হয়...' ওকে ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল। চোখে প্রশ্ন ফুটিয়ে তাকাল।

'উঁহু!' বলল মেয়েটি। 'তাও সম্ভব নয়। ডাক্তার কি বলল মনে নেই? পুরো এক সপ্তা লঙ জার্নি করা নিষেধ তোমার। ঝাঁকি লেগে ক্ষতি হতে পারে।'

বিস্মিত হলো যুবক। 'কই, এমন কথা তো সে বলেনি!'

'বলেনি বুঝি? তা সে না বলুক, আমি বলছি।'

'কিন্তু...'

না শোনার ভান করল অ্যানি। 'তাছাড়া পরদিনই আবার আরেক বিয়ে। এ অবস্থায় যাবে বললেই তো হয় না।'

'অ্যানি, আমি আগেই...'

এবারও বাধা দিল ও। দু'হাতে ধরে নিজের দিকে ঘোরাল ফ্যারেলকে। 'সত্যি করে বলো, আমি কি তোমার যোগ্য নই?'

www.boiRboi.blogspot.com

জোরে জোরে মাথা দোলাল সে। 'সে প্রশ্নই আসে না। বরং আমি তোমার যোগ্য নই কোনদিক থেকেই। তুমি ঝোঁকের মাথায় মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছ।'

'আমি জানি আমি ভুল করছি না,' দৃঢ় স্বরে বলল ও।

'অ্যানি, শোনো...'

প্রায় তেড়ে ওঠার ভঙ্গি করল ও। কিছুটা চড়া গলায় বলল, 'আমাকে তোমার পছন্দ হয়?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ওকে দেখল যুবক। তারপর চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা দোলাল। 'তারচেয়েও বেশি হয়।'

'আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি আছে তোমার?'

'তুমি আমার কথা...'

'সোজাসুজি বলো, আপত্তি আছে?'

'না।'

চট্ করে গলা খাদে নেমে গেল অ্যানির। 'রাত অনেক হলো। এবার কি র‍্যাঞ্চে রওনা হতে পারি আমরা?'

'হ্যাঁ।'

'চলো তাহলে,' দু'হাতে শক্ত করে তার হাত আঁকড়ে ধরল ও। পা বাড়াল বাকবোর্ডের দিকে।

এক পশলা বাতাস বয়ে গেল মৃদু শিস তুলে। ফ্যারেলের নাকে অ্যানির দেহের মিষ্টি সুবাস এসে ঝাপ্টা মারল, অজানা এক শিহরণে কেঁপে উঠল সে। মুখ নামিয়ে ওকে দেখল। টের পেয়ে অ্যানিও তাকাল। আবছা অন্ধকারে ঝিকিয়ে উঠল ওর দুই সারি ঝকঝকে দাঁত।

***

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900